কলিকাতাস্থ

তন্তু-বণিক জাতির ইতিহাস

শ্রীনগেন্দ্র নাথ শেঠ
এফ-আর-এইচ্-এস (লণ্ডন)

কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

প্রথম সংস্করণ

কলিকাতা

১৯৫০

 [মূল্য পাঁচ টাকা

শ্রীগুরবে নমঃ

শাণ্ডিল্য গোত্রীয়—গোস্বামী বংশ

কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী
|
লোকনাথ
|
ত্রৈলোক্যনাথ (তিরোভাব ১২৮৮ সাল)
|
গুরুদেব—মাণিকচাঁদ (তিরোভাব ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫)

গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনোযস্য লগ্নম্।
লভেদ্ বাঞ্ছিতার্থং পদং ব্রহ্মসংজ্ঞং ॥

মন্তব্য।

কলিকাতা কর্পোরেসনের ভূতপূর্ব্ব কাউন্সিলারের অভিমত।

আমাদের স্বজাতির ইতিহাস প্রণয়নকল্পে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ শেঠ মহাশয়ের চেষ্টা ও পরিশ্রম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি এই জাতির পুরাতন ইতিবৃত্ত লিখিয়া সকলের প্রশংসার্হ। তিনি ইহাতে এই কলিকাতা নগরীর ক্রমবৃদ্ধি ও পরিসর বিষয়ে আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণের অবদান সম্বন্ধে জানাইয়াছেন ও এই জাতির পূর্ব্ব সমৃদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে এই ইতিহাস বর্ত্তমান বংশধরগণের শিক্ষাকেন্দ্র হইয়া পূর্ব্ব পুরুষগণের জীবনী সকল দৃষ্টান্ত স্বরূপ থাকিবে।

২১, বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬,
১৩ই চৈত্র, ১৩৫৬ সাল। } শ্রীরামচন্দ্র শেঠ বি-এল্

কলিকাতাস্থ

তন্তু-বণিক জাতির ইতিহাস।
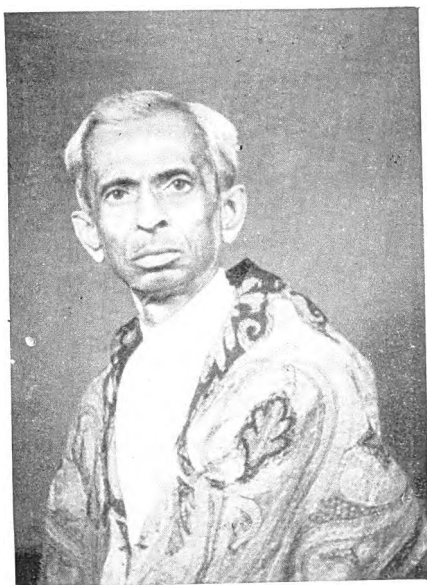
শ্রীনগেন্দ্রনাথ শেঠ সঙ্কলিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা, ১৩৫৭ সাল।

শ্রীঅজিত কুমার বসাক কর্ত্তৃক
প্রকাশিত
১৩নং হরিপদ দত্ত লেন,
কলিকাতা-৬

শ্রীসূর্য্যকুমার মান্না কর্ত্তৃক
মুদ্রিত
ভোলানাথ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৬৮নং সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ওঁ

পরমাত্মনে নমঃ

পিতঃ !

আপনার আশীষ ও স্নেহ সম্বল করিয়াই জাতীয় ইতিহাস রচনা আরম্ভ করিয়াছি। এই অপটু হাতের অসাদ্ধ সাধনায় অনেক ভুল ভ্রান্তি থাকাই স্বাভাবিক। সন্তানের শত ত্রুটী মাতা পিতার নিকটই মার্জ্জনীয়, তাই এখানি আপনার চরণে উৎসর্গ করিলাম। ইতি—

অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৫৭ সাল। প্রণতঃ

কলিকাতা। শ্রীনগেন্দ্রনাথ শেঠ

প্রীতিভাজনেষু—

শ্রী অহিন্দ্র কুমার বসাক

৯৫ ওল্ড মেয়ার্স কোর্ট

কলিকাতা।

অজানা পথে যাত্রার প্রাক্কালে জীবনের মহৎ কল্পনা কার্য্যে পরিণত করা কর্ত্তব্য মনে করিয়া আমাদের স্বজাতির পূর্ব্ব গৌরব ইতিহাস আকারে রচনা করিয়া আপনার করকমলে উপহার দিলাম।

বিনীত—

শ্রীনগেন্দ্রনাথ শেঠ

নিবেদন।

যত্তপি কোন নূতন তথ্য বা ভুল ভ্রান্তি থাকে এবং কাহারও ইতিহাস অপ্রকাশিত থাকে, অনুগ্রহপূর্ব্বক অবিলম্বে তাহা আমার নকট জ্ঞাপন করিয়া বাধিত করিবেন। পরবর্ত্তী সংস্করণে উহা সংশোধিত বা সন্নিবেশিত করিবার প্রয়াস পাইব। ইতি— লেখক।

সূচিপত্র

নির্ঘণ্ট		পত্রাঙ্ক
পূর্ব্ব পরিচয়	......	১
মৌদ্গল্য গোত্রীয় শ্রেষ্ঠী বংশ	......	১৯
কাশ্যপ গোত্রীয় সেট বংশ	......	৯২
অলম্বৃষী গোত্রীয় দত্ত বংশ	......	৯৪
অলঙ্গদঋষি গোত্রীয় দত্ত বংশ	......	১০১
কৌলঋষি গোত্রীয় দত্ত বংশ	......	১১৩
অলদৃষী গোত্রীয় মল্লিক বংশ	......	১১৪
নাগঋষি গোত্রীয় মল্লিক বংশ	......	১১৫
অগ্নিঋষি গোত্রীয় বশাখ বংশ	......	১১৭
ব্রহ্মাঋষি গোত্রীয় বসাক বংশ	......	১৩৭
অলম্বঋষি গোত্রীয় বসাক বংশ	......	১৪২
অলদ্ঋষি গোত্রীয় বসাক বংশ	......	১৫৩
আলম্ব্যায়ন গোত্রীয় বসাক বংশ	......	১৬৯
কাশ্যপ গোত্রীয় বসাক বংশ	......	১৭৬
মহর্ষি গোত্রীয় বসাক বংশ	......	১৭৮
মৌদ্গল্য বা মধুকূল্য গোত্রীয় বসাক বংশ	......	১৮১
নাগঋষি গোত্রীয় বসাক বংশ	......	১৮৩
মঙ্গলঋষি গোত্রীয় বসাক বংশ	......	১৮৩
দুর্ব্বাঋষি গোত্রীয় বসাক বংশ	......	১৮৪
শৃঙ্গর্ষী গোত্রীয় বসাক বংশ	......	১৮৫
অলঙ্গদঋষি গোত্রীয় বসাক বংশ	......	১৮৫
পাণ্ডুঋষি গোত্রীয় বসাক বংশ	......	১৮৬
কলত্রিষী গোত্রীয় হাওয়ালাদার বংশ	......	১৮৬

লিলি বিস্কুট ও বার্লির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা

স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র শেঠ

জন্ম : ৬ই আষাঢ় ১২৭৬]   [মৃত্যু : ১২ই শ্রাবণ ১৩৪৫

অবতরণিকা

প্রাচীন কলিকাতার জনক শেঠ, বসাক, দত্ত, মল্লিক ও হালদার উপাধি সম্ভূত সম্ভ্রান্ত তন্তু-বণিক জাতির কাহিনী লইয়া এই ইতিহাসের অবতারণা। ১৩৩৬—১৩৪০ সালে "তন্তু ও তন্ত্রী" এবং "তন্তুবায় সমাচার" নামক মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে ইহার কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের বহু পূর্ব্বে এই জাতি কলিকাতাকে ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ বন্দরে পরিণত করেন। ইঁহারা নানাদেশ পরিক্রমা করিয়া পরিশেষে সপ্তগ্রাম হইতে কলিকাতায় আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করতঃ অদম্য বাণিজ্য স্পৃহা ও দুর্জয় সাহস প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা মনিষীগণ গবেষণা করিয়া তাঁহাদের স্মৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে বস্তুক রচয়িতা মদনমোহন হালদার ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট গৌরদাস বসাক, ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট নীলমণি বসাক, দেওয়ান রায় শ্রীনারায়ণ বসাক বাহাদুর, তারিণীচরণ বসাক এবং অনুকুলচন্দ্র শেঠ প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বজাতির বংশাবলী সংগ্রহ কালীন, বন্ধুবর স্বর্গীয় যতীশচন্দ্র বসাক মহাশয় বহু পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন ; তজ্জন্য তাঁহার নিকট ঋণী। পরমবন্ধু স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র বসাক এবং স্বজাতিবৎসল শ্রীহীরালাল হালদার এম-এস-সি মহোদয়গণকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি যেহেতু তাঁহারা ইতিহাসখানি সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। এই পুস্তক সঙ্কলনে যে সকল গ্রন্থাবলীর সাহায্য লইয়াছি তাহার তালিকা পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। আমার এই ৪৫ বৎসরের পরিশ্রম আপনাদের সম্মুখে পরিবেশ করিলাম। ইতি—৭ই বৈশাখ, ১৩৫৭ সাল।

২নং বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট,
হাটখোলা, কলিকাতা।

বশংবদ—শ্রীনগেন্দ্রনাথ শেঠ
গ্রন্থকার

Records and References.

1. Selections from Unpublished Records of Govt. 1748—1767. Vol. I—Rev. J. Long. 2. Echoes from Old Calcutta—H. E. Busteed. 3. Calcutta, Old & New —H. E. A. Cotton. 4. Calcutta Past & Present, 1905—K. Blechyuden. 5. Old Calcutta, Its places & its people a hundred years ago 1895—Rev. W. H. Hart. 6. An Historical Account of the Calcutta Collectorate—R. C. Sterndale. 7. A Historical & Topographical Sketch of Calcutta—H. James Rainey. 8. Selections from Calcutta Gazette Vol. III. 1798—1805—W. S. Setonkar, and Vol. IV. 1806—1815—H. Sanderson. 9. Ramel's Atlas, 1779. 10. Tassin's Bengal Atlas, 1841. 11. On the Banks of the Bhagirathi—Rev. J. Long. 12. Calcutta Review, 1845, 1846 & 1891. 13. Orlich's, Jacquemont's. 14. Macintosh's, Travels. 15. Kaye's Civil Administration. 16. Wheeler's Early Records. 17. Malleson's Recreations. 18. East India United Service Journal. 19. Asiatic Researches & Journal. 20. Lewis' Memoirs of Thomas Orme's History of India. 21. History of Bengal, Origin of Calcutta,—C. Stewart. 22. History of the Rise and Progress of the Bengal Army—Arthur Broome. 23. Old Records of the India Office—Sir George Birdwood 1891, and his Lament on Dacca Muslin. 24. Early Annals of the English in Bengal—C. R. Willson. Vol. I. 25. Knights' Calcutta. 26. Kalighat & Calcutta—Gour Das Bysack. 27. The Good Old days—Cary. 28. Hedges Diary. 29. Bengal Public Consultation. 30. Census Report, 1876—H. Beverley, & 1891.—A. K. Roy.
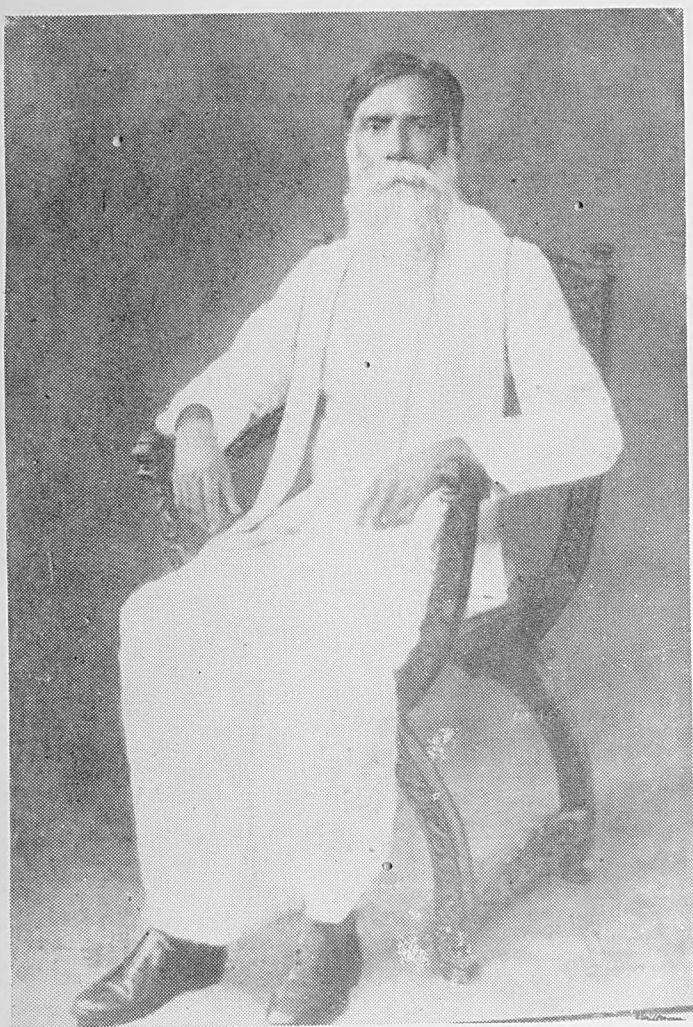
পূর্ত্তকার্য্য বিশারদ
স্বর্গীয় গগন চন্দ্র বসাক
জন্ম : ১২ই ভাদ্র ১২৯৩] [মৃত্যু : ৫ই বৈশাখ ১৩৫০
(পৃঃ ১৩১)

কলিকাতাস্থ তন্তু-বণিক জাতির ইতিহাস।

পূর্ব্ব পরিচয়

জাতিভেদ অতি অলক্ষিতভাবে সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। সমাজের উন্নতির সঙ্গে শ্রম বিভাগ হয়। কালের প্রবাহে কর্ম্ম অনুসারে এবং বিজ্ঞান সিদ্ধান্তের ফলে জাতি বিভাগ হইয়াছে। আর্য্যসমাজের প্রথমাবস্থায় এক পরিবার মধ্যেই এক ভাই তন্তু বয়ন করিতেন, এক ভাই গোচারণ করিতেন এবং এক ভাই আচার্য্য বা পৌরোহিত্য কার্য্য করিতেন। (১) কালক্রমে তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন এবং শাস্ত্রাদিতে জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ পৌরোহিত্য কার্য্যে ব্রতী থাকিতেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হয়েন। বাহুবলে বীর্য্যান্বিত যাঁহারা দেশ-শাসন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া খ্যাত হন। যাঁহারা কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যাদি দ্বারা সমাজ পোষণ করিতেন, তাঁহারা বৈশ্য নামে বিদিত। এই তিন বর্ণই দ্বিজ। (২) মেধাহীন ব্যক্তিরাই চতুর্থ বর্ণ, শূদ্র, তাহারা দ্বিজাতির সেবা করিত। সেকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের মধ্যে পরস্পর বিবাহাদি আদান প্রদান চলিত। ক্রমশঃ স্বঃ স্বঃ শ্রেণী মধ্যে সীমাবদ্ধ হইতে থাকে।

নানাজাতির মূল আবিষ্কার করা সুকঠিন। নানা শাস্ত্র গবেষণা করিলে জানিতে পারা যায় যে, মহাবীর পরশুরামের নিক্ষত্রিয় করণ কালে দুর্ব্বল ক্ষত্রিয়গণ ভীত হইয়া অস্ত্রশস্ত্র এবং উপবীত পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈশ্যাচার সম্পন্ন হইয়াছেন। (৩) বর্ত্তমান কালে তাঁহারা নব-

---

(১) ঋকবেদ। (২) মনুসংহিতা ১০ম অঃ, ৪র্থ শ্লোঃ। (৩) সম্বন্ধ নির্ণয়।

শাখ বলিয়া বিদিত। পরাশর সংহিতায় বর্ণিত আছে যে, তন্তু-বায়েরা নবশায়ক। ইহারা মূলতঃ ক্ষত্রিয়।

বণিক-পথ বৈশ্য জাতির বৃত্তি। তাঁহারা ধনোপার্জ্জন, শস্যোৎপাদন, পশু-পালন ও শিল্প কর্ম্ম করিতেন। আপৎকালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বৈশ্যের বিক্রেতব্য দ্রব্য সমূহের মধ্যে নিষিদ্ধ দ্রব্যগুলি বর্জ্জন করিয়া অবশিষ্ট দ্রব্যগুলি বিক্রয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। (১) শূদ্রেরা আপৎকালে বৈশ্যের কারু ও শিল্প কর্ম্মে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া দ্বিজাতির শুশ্রূষা করিবে। (২) মহাভারতে শান্তিপর্ব্বেও ঐরূপ বর্ণিত আছে। তখন হিন্দু সমাজ কঠোর নিয়মে আবদ্ধ ছিল। চতুর্থ শতাব্দীতে যাজ্ঞবল্ক ঋষির বিধানানুসারেও শূদ্রেরা আপৎকালে শিল্পকর্ম্ম ও বণিক বৃত্তি অবলম্বন করেন। (৩) তাহাতেই অধস্তনকালে বণিক-পথ শূদ্রগণের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

পুরাকালে ধনবান বৈশ্যগণ শ্রেষ্ঠী নামে পরিচিত ছিলেন। বৈশ্যগণের মধ্যে যাঁহারা ধনকুবের ছিলেন, রাজা তাঁহাদের সমাদর করিয়া শ্রেষ্ঠী উপাধিতে বিভূষিত করিতেন। জাতক গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বুদ্ধদেবের সময়ে (খৃঃ পূঃ ৫৫৬-৪৭৬ অব্দে) অশীতি কোটি সুবর্ণের (কার্ষাপর্ণ মুদ্রার) অধিপতি "শ্রেষ্ঠী" উপাধিলাভ করিতেন। তদপেক্ষা নিম্নতম ধনাধিপতিগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রেষ্ঠী নামে বিদিত ছিলেন। শ্রেষ্ঠী অর্থে ধনাধিপতি কুবের, বৈশ্য-বণিক শেঠী, শেঠ।

নানা গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বিভিন্ন স্থানের বহু শ্রেষ্ঠী পরিবার বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্মের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। কালক্রমে উহা

---

(১) মনু ১০ম অঃ ৮৫ ও ৮৭ শ্লোঃ।

(২) মনু ১০ অঃ ৯৯ ও ১০০ শ্লোক।

(৩) যাজ্ঞবল্ক সংহিতা ১ অঃ ১১৯-১২০ শ্লোঃ।

স্বতন্ত্র ধর্ম্মে পরিণত হয়। তাঁহারা যে যে পথে বাণিজ্য সম্ভার লইয়া উপস্থিত হইতেন, সেই সকল প্রদেশে তাঁহাদের যত্নে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। বৈশ্য-বণিক হইতে শৈব, সৌর, জৈন বা বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। যাভার মহাভারত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে সুদূর চীন, তিব্বত, টস্কিন, কম্বোজ যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বালি, বোর্ণিও প্রভৃতি মহানগরীর দ্বীপ ও অনুদ্বীপ সমূহে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত নানা শৈব ও বৌদ্ধ এবং রামাবতারের বহু দেব-দেবীর মূর্ত্তি সুশোভিত হইয়াছিল। (১) জন প্রবাদ এইরূপ যে, হিমালয়ে কুবেরের বাস। ইহাই সেই মণিভদ্র শ্রেষ্ঠীর বাস, তিব্বতে যাইবার মানাপাসের পথে অবস্থিত।

বৈশ্য বণিকবর্গের মধ্যে দত্ত উপাধিধারী এক সম্প্রদায় আছেন। যম-সংহিতায় দত্ত বৈশ্যের উপাধিরূপে ধৃত হইয়াছে। মৃচ্ছকটিক নাটকে চারুদত্ত নামীয় জনৈক বৈশ্যের চরিত্র বর্ণিত আছে। তিনি উজ্জয়িনীতে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর অন্তে শ্রেষ্ঠী পল্লীতে বসবাস করিতেন। তাঁহার পিতা সাগর দত্ত, পিতামহ বিনয় দত্ত ছিলেন। (২)

মালদা বরেন্দ্র ভূমের অন্তর্গত। কেহ কেহ বলেন, প্রাচীন গৌড় বরেন্দ্র ভূমি। গৌরাধিপতি হোসেন সা ১৪৯৯—১৫২০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার নবাব ছিলেন। তিনি তাঁহার দরবারের পদস্থ কর্ম্মচারীদিগের মর্য্যাদা বর্দ্ধন করিয়া মল্লিক উপাধি অর্পণ করেন।

রাঢ় দেশের অন্তর্গত রাজমহল (রাজগৃহ) বাণিজ্যস্থল ছিল। তথায় বহু সংখ্যক বণিকবর্গ বসবাস করিতেন। আকবরের রাজত্ব

---

(১) Dr. Buhler as quoted from the Bombay Gazette in Indian Mirror, July 1891. সম্প্রতি তির্ব্বতে, ক্ষোজরনাথে, পূর্ব্ব পুরুষদিগের কীর্ত্তি, স্বর্ণনির্ম্মিত, সুন্দর কারুকার্য্য খচিত, প্রায় ৬ ফিট দীর্ঘ রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছি।

(২) মৃচ্ছকটিক নাটক ৯ম অঃ ১০ম অঙ্ক।

কালে (১৫৫৬—১৬০৫ খৃঃ অঃ) বঙ্গের সম্ভ্রান্ত তন্তুবায়গণ যাঁহারা বস্ত্রবয়ণ পরিত্যাগ করিয়া বস্ত্র বাণিজ্য করিতেন, তাঁহারাই বসাক উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। (১) রাজমহল হইতে গঙ্গা নদী অপসৃত হওয়ায় জাহাঙ্গীর বাদশাহের সময়ে ১৬০৮ খৃষ্টাব্দের সন্নিহিত কালে তাঁহারা ঢাকায় উঠিয়া যান।

নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর সময়ে ১৭২২ খৃঃ অঃ হাওয়ালা নামক বন্দোবস্ত প্রচলিত হইয়া উঠে। যাঁহারা নানকর, বনকর ও জলকর বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া জমিদার হইতেন, তাঁহারাই হাওয়ালাদার নামে বিদিত হইতেন। হালদার উপাধি হাওয়ালাদারের অপভ্রংশ।

পুরাকালের তন্তু-বণিক জাতি অধুনা কলিকাতায় শেঠ-দত্ত-মল্লিক-বসাক ও হালদার এই পাঁচটী উপাধিতে বিভূষিত আছেন। এককথায় তাঁহারা শেঠ-বসাক সম্প্রদায় নামে বিখ্যাত। তন্তুব্যবসায়ী ও তন্তুবায়দিগের পরস্পর বৃত্তিগত ভেদ বিষয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় সমাজে তন্তু-বণিক জাতি, তন্তুবায় আখ্যায় পরিচিত।

তন্তুবায় জাতির মধ্যেও সকল তন্তুবায় সমশ্রেণীভুক্ত নহে। বস্ত্রবয়োনোপজীবী লোক মাত্রকেই তন্তুবায় বলে। সুতরাং যে সকল লোক এই ব্যবসায় মাত্র অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলে নবশাখ অন্তর্ভূক্ত জাতি সমুদ্ভব নহে। নানা ভিন্ন জাতি এক ব্যবসা অবলম্বন করায় সাধারণ বৃত্তিবোধক তন্তুবায় বলিয়া ধৃত। (২)

শেঠ-বসাক সমাজের বিশেষত্ব—সরলতা ও আড়ম্বরশূন্যতা, অপরাজেয় বাণিজ্য স্পৃহা ও অদম্য উৎসাহ এবং দুর্দ্দম সাহসিকতা, তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য ধনবৃদ্ধি। দান, যাগযজ্ঞ ও অধ্যয়ন তাঁহাদের ধর্ম্ম। তাঁহারা সকলেই বৈষ্ণব, খড়দহ নিবাসী গোস্বামীগণের শিষ্য।

(১) বিশ্বকোষ।

(২) বিশ্বকোষ, Vol. 7. p. 499.

বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণগণই তাঁহাদের পৌরোহিত্য করেন এবং সদ্‌ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের হস্তে জলগ্রহণ করেন। তাঁহাদের স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। কন্যাকর্ত্তা বরের বিদ্যা বুদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যানুসারে পণ দিয়া কন্যা দান করেন। শেঠগণ, শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন বিবাহে সোণালী টোপর মস্তকে ধারণ করেন, কিন্তু, দত্ত, মল্লিক, বসাক ও হালদারগণের এ বিষয়ে কোন নির্দ্দিষ্ট নাই। বাসীবিবাহের পরদিন ননদভোজন উৎসবে মহিলাদিগকে ভোজন করান হইত। আবার পুনর্বিবাহে বসাকাদি-গণের মধ্যে যেরূপ আচার ব্যবহার আছে, তাহা শেঠগণের মধ্যে নাই, কিন্তু ক্ষত্রিয়গণের ন্যায় সূর্য্যপূজা বিধি আছে। বৌদ্ধভাবাপন্ন হইয়া অবধি তাঁহারা মাসাশৌচ পালন করেন বটে, কিন্তু একাদশ দিবসে একাদশা শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিয়া সনাতন প্রথা বজায় রাখিয়াছেন। সম্প্রতি কেহ কেহ দ্বাদশাশৌচ পালন করিয়া ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী জানাইতেছেন। তাঁহাদের গৃহাদি, সাজ সজ্জা এবং পোষাক পরিচ্ছদাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। তাঁহাদের কথাবার্ত্তা, আচার ব্যবহার, আহার বিহার, বেশভূষা বিবাহাদি আদান প্রদান, করণ কারণ গুজরাটী প্রথায় অদ্যাপি কথঞ্চিৎ বর্ত্তমান। আইজী, দাজ্জী প্রভৃতি জী শব্দের প্রয়োগ আমাদের বাল্যকালেও ছিল। মগতের লাড্ডু (১) এবং নানাবিধ আচার ভোজন তাঁহাদের মধ্যে অদ্যাপি বর্ত্তমান। পর্ব্বপোলক্ষে অধিক পরিমাণে মিষ্টান্ন ভোজন করান বিধি তাঁহাদের মধ্যে ছিল। মস্তকে উষ্ণীষ ধারণ এবং তেকোচা করিয়া বস্ত্র পরিধান ও স্ত্রীলোকের মধ্যে ঘাগড়া ওড়্না ব্যবহার ছিল। এইরূপ পশ্চিমদেশীয় বহু নিদর্শন অধুনা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

শ্রেষ্ঠীগণ প্রধানতঃ রেশম ও কার্পাস বস্ত্রের বাণিজ্য করিতেন। তদ্ভিন্ন মণি, মুক্তা, প্রবাল (২) ও মূল্যবান প্রস্তরাদি এবং নানা খণ্ড

(১) সুজি চিনি মিশ্রিত এক প্রকার ঘৃত পক্ক লাড্ডু। (২) মনু ৯ অঃ, ৩২৯ শ্লোঃ।

ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন। খৃঃ পূঃ পঞ্চবিংশ শতাব্দী বা তাহার পূর্ব্বকাল হইতে বৈশ্য বণিকগণ কত শত দেশ দেশান্তরে গিয়া বস্ত্রাদি বিক্রয় করিতেন। মনুসংহিতায় উল্লেখ আছে যে, আর্য্যাবর্ত্তবাসী বণিকবৃন্দ ভারতীয় শিল্প বস্ত্রাদি লইয়া জলপথে বহুদূর দেশ দেশান্তরে বাণিজ্য করিয়া বেড়াইতেন। বাইবেল নামক ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ভারতীয় বণিকগণ খ্রীঃ পূঃ সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতে সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত বহুমূল্য নীল বসন এবং পাড়ে সূচিকর্ম্ম খচিত বস্ত্র ও সূত্রের বন্ধনীযুক্ত পোষাক পরিচ্ছদ এবং মূল্যবান প্রস্তরাদি, স্বর্ণ ও অপরাপর দ্রব্যাদি লইয়া আরব দেশস্থ সেবিয়া বন্দরে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। (১) তথা হইতে নানা দেশীয় বণিকেরা উহা ক্রয় করিয়া উষ্ট্র বা মেষ পৃষ্ঠে লইয়া যাইতেন। হিন্দুদিগের মধ্যে বস্ত্র বয়ন ও সূচিকর্ম্ম অতি প্রাচীন। ঋগ্বেদে এ সকল কর্ম্মের বিশেষ উল্লেখ আছে। খ্রীঃ পূঃ ১৭৭ অব্দে আরবীয় বণিকেরা ভারত সাগরে বাণিজ্য করিতে আসেন। পরে ৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা দলে দলে আসিয়া মালাবার (কেরল) উপকূলে বসতি করেন। তাহাতে শ্রেষ্ঠীগণের বাণিজ্য বিষয়ে অবনতি ঘটে।

ষ্ট্রাবো, এরিয়ান ও মেলার গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ভারতই কার্পাসের জন্মভূমি। ভারতের মধ্যে বঙ্গদেশেই কার্পাস বস্ত্রের বয়ন শিল্প প্রথম আরম্ভ হয়। এইজন্যই উহার ওরূপ আখ্যা। বঙ্গ শব্দের অর্থ কার্পাস বস্ত্র। (২) খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী হইতে বৈশ্য বণিকগণ বঙ্গের অন্তর্গত সমতট (৩) নামক স্থান হইতে মসলিন প্রভৃতি

---

(১) Geresis XXXVII, 25, Ezekiel XXVII, 19, 20, 29. Michaelis. Vincents Commerce & Navigation, Vol. II. p 262.

(২) মেদিনীকোষ, ২৪ গান্ধিকম্, ২৫ শ্লোঃ।

(৩) বর্ত্তমান বিক্রমপুর, ঢাকা ও তাহার সন্নিহিত প্রদেশ।

সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া সিন্ধুদেশ হইতে রপ্তানি করিতেন। সিন্ধু নদীর মোহানা হইতে পারসীকেরা উহা ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেন। আরবীয়েরা পারসীকদের নিকট হইতে ভারতীয় দ্রব্য লইয়া যাইতেন। পারসীকেরা সেই প্রাচীনকালে আর্য্যাবর্ত্তে আসিয়া বসতি করেন। মহেনজোদরোয় খনন কার্য্যে তন্তুবয়নের চরম উন্নতির নিদর্শন বহু পাওয়া গিয়াছে। স্থলেমনের গ্রন্থ পাঠে, বঙ্গদেশের কর্ত্তনীদিগের কার্য্য নৈপুণ্যের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। ঢাকার ১০।১২ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে ডুমরাও নগরের কাটুনীরা এক রতি ওজনের তুলায় ১৭৫ হাত সূতা কাটিয়া দিতেন। সমতটের বয়ন শিল্প এরূপ সূক্ষ্ম হইত যে, একটী পোষাক অঙ্গুরীর ছিদ্র মধ্য দিয়া চালিত হইত। (১) দ্বিতীয় চাঁদ সেফী মহম্মদ আলি বেগকে একটী নারিকেলের খোলের মধ্যে মূল্যবান প্রস্তরসহ ৬০ হস্ত দীর্ঘ এক উষ্ণীষ উপহার দেন। (২) একদিন ঔরঙ্গজেবের কন্যা সূক্ষ্ম মস্‌লিন নির্ম্মিত সাতটী পোষাক উপর্য্যোপরি পরিধান করিয়াছিলেন, উহা লক্ষ্য না হওয়ায় পিতা প্রশ্ন করেন, তুমি কি উলঙ্গ? তখন মস্‌লিন বস্ত্র এরূপ সূক্ষ্ম হইত যে উহা ঘাসের উপর বিছাইয়া দিলেও নজর হইত না। এরূপ বহু উল্লেখ পাওয়া যায়।

খৃঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে গ্রীকদিগের ভারতে প্রবেশ। সেই সময়ে মহাবীর আলেকজান্দার ভারত আক্রমণ করেন। আলেকজান্দ্রীয়া নগরীর বণিকবর্গ খৃঃ পূঃ ২০ অঃ পর্য্যন্ত পাণ্ড ও উজ্জয়িনী দেশস্থ রাজন্যবর্গের সহিত সন্ধি করিয়া শ্রেষ্ঠীদিগের সহিত বাণিজ্য করতঃ তথাকার মহোন্নতি সাধন করেন। অবন্তি নগরের রাজ-পরিবারের কার্পাস বস্ত্রাদি গুজরাটের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের শ্রেষ্ঠীরাই

---

(১) Elliots History of India, Dowson Vol. I. p. 5.

(২) Travels in India, by Jean B. Tavirneer. Translated by V. Ball. Vol. II. p. 7-8.

সরবরাহ করিতেন। তাঁহাদের পণ্য দ্রব্য এরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইত যে সময়ে সময়ে উজ্জয়িনী রাজন্যবর্গেরা তাঁহাদের সূত্র নির্ম্মিত বস্ত্রাদি অপরাপর রাজসভায় উপহার ও সওগাত পাঠাইতেন। (১) ভারতের প্রধান সহরেই শ্রেষ্ঠীদিগের কুটী ছিল। নানা জহরত, বহুবিধ রেশমী ও মূল্যবান দ্রব্য এবং স্তূপাকার ধনরাশি বহু জনপূর্ণ সহরের নিভৃত গলির মধ্যে অন্ধকার কুটীরে সযত্নে রক্ষিত হইত। সময়ে সময়ে তাঁহারা ক্ষত্রিয় রাজাদিগকে বহু অর্থ কর্জ্জ দিতেন।

বৌদ্ধদেবের সময়ে (খৃঃ পূঃ ৫২০ অঃ) কোশল রাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তী নগরবাসী শ্রেষ্ঠীকুলজাত সুদত্ত নামক জনৈক বণিক পঞ্চশত শকট বাণিজ্য সম্ভার লইয়া ৪৫ যোজন দূরে রাজগৃহে (রাজমহলে) উপস্থিত হয়েন। তথায় গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন শুনিয়া তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহার ধর্ম্মোপদেশে মুগ্ধ হইয়া উপাসক শ্রেণীভুক্ত হয়েন। তিনি ৫৪ কোটী স্বর্ণের কার্ষাপর্ণ মুদ্রা ব্যয়ে বুদ্ধদেবের বিহার নির্ম্মাণ করতঃ বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সংঘকে দান করিয়া "অনাথপিণ্ডদ" আখ্যা পাইয়া বৌদ্ধ সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। (২) কালক্রমে সমগ্র ঐ স্থানের নাম বিহার হয়। অঙ্গদেশস্থ জনৈক শ্রেষ্ঠীর সহিত অনাথ-পিণ্ডদের কন্যার বিবাহ হয়। নব বধূর চেষ্টায় তাঁহার পতিকুলের সকলে বৌদ্ধমতে শ্রদ্ধাস্থাপন ও দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রাবস্তী নগরে উত্তর শ্রেষ্ঠী নামে এক মহাবিভবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের সহচর ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠী পুত্রগণ শ্রাবস্তী নগরে বিবাহ করিয়াছিলেন। শ্রাবস্তীতে মৃগার শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন। ইঁহার পুত্র পূর্ণবর্দ্ধন,

(১) History of Malva & Ujjain.

(২) বঙ্গীয় শব্দকোষ।

ইহার স্ত্রী বিশাখা। বিশাখার পিতামহ মোণ্ডার এবং পিতা ধনঞ্জয়। ইনি অঙ্গদেশস্থ ভদ্রাঙ্কর নামক স্থানের শ্রেষ্ঠী। ধনঞ্জয় দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তিনি কোশলে গিয়া সাকেত নগরে বাস করিতে লাগিলেন। রাজগৃহের নিকটে শর্করা নিগম নগরে অশীতি কোটী সুবর্ণের অধিপতি মৎসুরী কৌশিক শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন, ইনি অতি কৃপণ ছিলেন। ইল্লীশ্রেষ্ঠী নামে একজন অশীতি কোটী সুবর্ণের অধিপতি ছিলেন। মগধে বহু ধনী শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন, কিন্তু কোশলে এরূপ লোকের অভাব ছিল না। অন্ধপুরে এক শ্রেষ্ঠী পরিবার বাস করিতেন। বারণসীবাসী যশ নামক শ্রেষ্ঠী পুত্রের সংসারের সকলে বিরাগ সিদ্ধার্থের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ ও অর্হত্ব লাভ করেন। এই সময়ে সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছিল। যশের পিতা প্রথম ত্রৈবাচিক হয়েন। পরে যশের মাতা ও পত্নী এবং ৫৪ জন বন্ধু দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন। বারাণসীতে চুল্লক পন্থক শ্রেষ্ঠী ও মহাপন্থক শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন। (১)

খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে আর্য্যাবর্ত্তবাসী বণিকবৃন্দ কোলাণ্ডীয় ফোন্তে (২) করিয়া শিল্প বস্ত্রাদি লইয়া সিন্ধু নদীর মোহানা হইতে যাত্রা করিয়া জলপথে আরব, আফ্রিকা, আমেরিকা, গ্রেট-বৃটেন প্রভৃতি দেশ দেশান্তরে বাণিজ্য করিয়া বেড়াইতেন। কেবল তাহা নহে, স্থলপথেও কত শত মরু প্রান্তর, তুঙ্গ, শৃঙ্গ ও নিরবচ্ছিন্ন তুষার রাশি ভেদ করিয়া তির্ব্বত, পারস্য, তুরষ্ক, রুস, ফ্রান্স, গ্রীস, স্পেন, প্রভৃতি সুদূর প্রদেশে উষ্ট্র বা মেষ পৃষ্ঠে বাণিজ্য সম্ভার লইয়া উপস্থিত

(১) জাতক অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্ম সমূহের বৃত্তান্ত, যৌসবোল সম্পাদিত জাতকার্থ বর্ণনা নামক মূল পালি গ্রন্থ হইতে ঈশানচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক অনুদিত। প্রথম খণ্ড, ১৩২৩ সাল।

(২) কোলাণ্ডীয় পোত, বড় বড় পালের জাহাজ।

হইতেন। তাঁহারা আমেরিকা যাইয়া হিন্দু সভ্যতা ও হিন্দু দেব দেবীর পূজা প্রচার করিয়াছিলেন। (১) খৃঃ পূঃ ৭৫ অঃ হিন্দু বণিকেরা কলিঙ্গ দেশ হইতে যবদ্বীপে বাণিজ্য করিতে যাইয়া তথায় দেবদেবী প্রতিষ্ঠা করেন। (২) এই সময়ে বঙ্গে সমতট এবং অঙ্গরাজ্যে তাম্রলিপ্ত (তমলুক) বহির্বাণিজ্যের দুইটী কেন্দ্র ছিল। শ্রেষ্ঠীগণ মহারাষ্ট্র হইতে গোদাবরী নদী বাহিয়া বঙ্গোপসাগর দিয়া পালিনুরাস অন্তরীপ হইয়া তাঁতিগোলায় (Tentigale, ফলতার পরপারে) বাণিজ্যার্থে গমন করিতেন, তথা হইতে সপ্তগ্রামের অন্তবর্ত্তী ত্রিবেণীতে বাহিয়া যাইতেন, পরিশেষে পাটলীপুত্রে (পাটনায়) গমন করিতেন। (৩) খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে স্থলপথে ব্যাক্ট্রীয়ার মধ্য দিয়া থিনাই হইতে বারুগেজা (বরোচ) নগরে আসিবার পথ ছিল। (৪) পারসীকেরা ঐ পথে শ্রেষ্ঠীদিগের নিকট বাণিজ্য করিতে আসিতেন। (৫) খৃষ্টিয় ৪৭ অব্দের পর হিপালসের ইউরোপ হইতে ভারতে আসিবার এই পথ আবিষ্কার হইলে, ইতালী দেশীয় বণিকবর্গ বারুগেজা আসিয়া শ্রেষ্ঠীদিগের নিকট রেশম ও মস্‌লিন সাদরে ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেন। (৬) এই সময়ে কাশীম বাজারের রেশমী বস্ত্র ও ঢাকাই মস্‌লিন বিখ্যাত হয়। গ্রীক বণিকেরা ঐ নূতন পথে উহা ক্রয় করিতে আসিতেন।

---

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্যকাণ্ড, পৃঃ ৭৫, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত, প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব, বিশ্বকোষ সংকলিতা।

(২) Elphinstone's History of India, Cowell's Edition, London 1866 page. 183-186.

(৩) The Bank of Bhagirathi, by Rev. J. Long. In Calcutta Review. Vol VI.

(৪) Mc.Crindles Translation of Periplus, p. 147-148.

(৫) Vincents Commerce and Navigation Vol. II. p 281-282.

(৬) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস।

সুরথ নগর তখন বণিকবর্গের কল-কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠে, শ্রেষ্ঠীগণ তথায় বাণিজ্যে বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। সুরথে পারসিক, ইংরাজ ও ওলন্দাজ এবং অঙ্গদেশস্থ বণিকেরা সমবেত হইতেন। শ্রেষ্ঠীগণ কাম্বে, গুজ্জরাট ও কোঙ্কান হইতে জলযানে ভারতীয় বস্ত্রাদি লইয়া সরল পথে একদল আফ্রিকায়, অপর একদল তথা হইতে সরল পথে আরব দেশে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। (১) বৈশ্য বণিকেরা ইজিপ্টে (মিশরে) যাইয়া কার্পাস বস্ত্র বাণিজ্যে প্রসার লাভ করিয়াছিলেন। তমলুক ধ্বংশ হইলে, খৃঃ ৪৭ অঃ পর সপ্তগ্রামের অন্তবর্ত্তী সরস্বতী নদীর মহাতীর্থ ত্রিবেণী বঙ্গে প্রধান বাণিজ্য বন্দর হইয়া উঠে, সেই সময়ে বাঙ্গালা ও মহারাষ্ট্র দেশে শ্রেষ্ঠীদিগের প্রবল প্রতাপে বাণিজ্য চলিয়াছিল।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে পাটনায় বহু শ্রেষ্ঠী বণিক বসবাস করিয়া বিপুল বাণিজ্য করিতেন। মণিভদ্র শ্রেষ্ঠীর তথায় বাস ছিল। (২) প্রাচীন অযোধ্যা নগরীর বস্ত্র শিল্প প্রদর্শনীর জন্য খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বনোয়ারীলাল নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত গুজরাট শ্রেষ্ঠী তিলঙ্গনা প্রদেশের রাজা কর্ত্তৃক প্রেরিত হন। তিনি মিথিলা হইতে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়া তাঁহার তিন জন ধনাঢ্য আত্মীয় প্রভূদয়াল, মানকুমার, ও ভক্তদাসকে বাণিজ্যোদ্দেশে পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে রাখিয়া আসেন, স্বয়ং সুরথ নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সিংহল, বোর্ণিও ও যবদ্বীপ হইতে মালামাল আমদানী করতঃ আরব ও আফ্রিকায় রপ্তানি করিতেন। (৩) এদিকে ধনকুবের

---

(১) Vincents Commerce and Navigation, Vol. II. page. 281-282.

(২) পঞ্চতন্ত্র, তন্ত্রম ৫, কথা ১।

(৩) Old Facts of Sind and Guzrat—In Chinese Account of Guzrat by Hionen Thosang.

ভক্তদাস বাণিজ্য পতাকা উডীয়মান করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সপ্তগ্রামে কুটী খুলিয়া দেন। এইরূপে তাঁহাদের বাণিজ্য উন্নতির সোপানে আরূঢ় হয়। সেই অবধি আত্মীয় কুটুম্ব লইয়া শ্রেষ্ঠীদিগের বঙ্গদেশে ধাস। তাঁহারা বরেন্দ্র, বঙ্গ ও রাঢ় প্রদেশে বসবাস করিতেন বলিয়া বারেন্দ্র, বঙ্গজ ও রাঢ়ীয় শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েন। খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যবনাধিকার আরম্ভ। তাহাতে হিন্দুদিগের জলপথে বাণিজ্য একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। প্রতিদ্বন্দী কেহ না থাকায় সমগ্র বাণিজ্য বিদেশীয় বণিকবর্গের হস্তগত হয়।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে শেঠ-বসাক সমাজ বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ হিন্দু দলভুক্ত হইয়া "নবশাখ" নামে পরিচিত হয়েন। অর্থাৎ হিন্দুদিগের নূতন শাখা। (১) নবশাখেরা বৈশ্য। (২) ১৫০৯ খৃঃ অব্দে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের ব্যবস্থানুসারে হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণেতর জাতি মাত্রই শূদ্র বলিয়া গণ্য। যাঁহারা তখন ধনের গৌরবে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন নাই, পরে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে দীক্ষা দিয়া হিন্দুদলভুক্ত করেন। স্বুবর্ণ-বণিক সমাজ সর্ব্বপ্রথমে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমাব্দে শ্রেষ্ঠীগণ গোস্বামী মহাপ্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতঃ "গোবিন্দ রায় জীউ" নামে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া উপাসনা করিতে থাকেন।

মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে (১৫৫৬—১৬০৫ খৃঃ অঃ) তন্তুবণিক সমাজে তিন ব্যক্তি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ঢাকার সন্নিকটস্থ সোণার গাঁয়ে, বরেন্দ্র প্রদেশে, শেঠজী নামক জনৈক তন্তুবণিক বসবাস করিয়া বস্ত্র বাণিজ্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ

---

(১) সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, ৩৬ ভাগ, ১ম সংখ্যা, সভাপতির অভিভাষণ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। (২) বিশ্বকোষ—নবশাখ জাতি।

করেন। রাঢ় প্রদেশে, কেশবরাম মুর্শিদাবাদের সন্নিকটে কাশীম-বাজারে বসবাস করিয়া রেশমী বস্ত্রের ব্যবসা করিতেন। তথায় তাঁহার রেশমের কুঠী ছিল। পশ্চিমাঞ্চলে, শিবদাস প্রয়াগে (এলাহাবাদে) বসবাস করিয়া মোগলরাজ দরবারে বস্ত্রাদি সরবরাহ করতঃ বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। প্রথোমোক্ত দুই ব্যক্তি বাঙ্গালা হইতে তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণে মস্‌লিন ও রেশমী বস্ত্র সরবরাহ করিতেন। তাঁহারা মোগল রাজদরবারে নানা শিল্প নৈপুণ্যযুক্ত বস্ত্রাদি সরবরাহ করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মোগল বাদশাহ এবং রাজন্যবর্গেরা তাঁহাদের শিল্পনৈপুণ্য দর্শনে চমৎকৃত হইয়া ঐ তিন ব্যক্তিকে সমাদরের সহিত "বাবু" পদবীতে অভিহিত করিয়া খিলাত ও সনন্দ অর্পণ করেন। সোণার গাঁয়ের বণিকশ্রেষ্ঠ 'শেঠ' উপাধি এবং কেশবরাম ও শিবদাস 'বসাক' উপাধি প্রাপ্ত হইয়া যথারীতি ফার্ম্মাণ প্রাপ্ত হয়েন। (১)

আকবরের রাজত্বকালে কত শত সওদাগর নানা দ্রব্য সম্ভার পূর্ণ তরী লইয়া সরস্বতী নদী বাহিয়া সপ্তগ্রামে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। তথায় শেঠ-বসাক বণিকেরা ঐ সকল দ্রব্য বিনিময়ে সূক্ষ্ম মস্‌লিন এবং নানা পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতেন। সপ্তগ্রামে, শ্রেষ্ঠীগণ পর্ত্তুগীজ বণিকবর্গের সহিত বস্ত্র বাণিজ্য করিয়া তাঁহাদের নিকট "পোর্টো পিখ্‌নো" অর্থাৎ ভূ-স্বর্গের বণিক-রাজা নামে খ্যাত ছিলেন। (২) ১৪৯৭ খৃঃ অঃ পর্ত্তুগীজ বণিক ভাসকো-ডি-গামা কেপ অব্ গুড্ হোপ্ দিয়া জলপথে ইউরোপ হইতে ভারতে আসিবার পথ আবিষ্কার করেন। ১৫১৭ খৃঃ অঃ পর্ত্তুগীজ বণিকেরা বাঙ্গালায় প্রথম প্রবেশ করেন। তাহারা ফিরিঙ্গী নামে খ্যাত ছিল।

(১) দেওয়ান রায় শ্রীনারায়ণ বসাক বাহাদুরের হস্তলিপি।

(২) Calcutta Old and New, by H. E. A. Cotton, 1907, p. 356.

১৬২০ খৃঃ অঃ ইংরাজ, ১৬২৫ খৃঃ অঃ ওলান্দাজ (ডাচ্), ১৬৭৬ খৃঃ অঃ দীনেমার ও ফরাসী বণিকবর্গ বাঙ্গালায় প্রথম প্রবেশ করেন। বঙ্গের তন্তুশিল্পই য়ুরোপীয়ান বণিকবর্গকে প্রলুব্ধ করিয়া তথায় আনয়ন করে।

খৃঃ ১৫২০-৩০ অঃ মধ্যে সরস্বতী নদী মজিয়া যাইতে থাকে। শেঠ-বসাক বণিকবর্গের সপ্তগ্রামে বাণিজ্যে বিশেষ ক্ষতি হইতে থাকে। সে সময়ে ছোট ছোট বাণিজ্যতরী ব্যতীত তথায় সামুদ্রিক বাণিজ্যতরী যাইত না। (১) তখন সপ্তগ্রাম হইতে শেঠ-বসাক বণিকেরা শিবপুরের সন্নিকটে বিটোরে (বেতরায়, বাঁটরায়) পর্ত্তুগীজদিগের সহিত বস্ত্র বাণিজ্য করিতে যাইতেন। তখন সামুদ্রিক বাণিজ্যতরী গার্ডেনরীচে লঙ্গর করিত। সে সময়ে বিটোর বৈদেশিক বণিকবর্গের একটি বাণিজ্যকেন্দ্র হইয়া উঠে। বিটোরের বাণিজ্যের অবসাদ কালে শেঠ-বসাকেরা ধনস্ত গ্রামে (২) (প্রাচীন কলিকাতায়) পর্ত্তুগীজ, ইংরাজ, ওলন্দাজ, দীনেমার, ফরাসী, জার্ম্মাণী প্রভৃতি বৈদিশীক বণিকবর্গের সহিত বাণিজ্যার্থে গমনাগমন করিতেন। ধনী শেঠদিগের নাম হইতেই ধনস্ত গ্রাম নামে ঐস্থান খ্যাত হয়।

সপ্তগ্রামের অবসাদ কালে ১৫৩৭ খৃঃ অঃ মৌদ্গল্য গোত্রীয় মুকুন্দরাম শ্রেষ্ঠী অগ্নিঋষি গোত্রীয় কালিদাস বসাককে লইয়া কালীক্ষেত্রে (কালীঘাটে) আসিয়া প্রথম বসতি করেন। তাঁহার গৃহ দেবতা গোবিন্দজীউকে তথায় স্থাপিত করেন। গোবিন্দজীউর নামানুসারে ঐস্থানের নাম গোবিন্দপুর হয়। ঐস্থানটী নাবাল এবং অস্বাস্থ্যকর থাকায় পরে উহা ধাপ্পধারা গোবিন্দপুর নামে বিদিত হয়। কিছুদিন পরে তথা হইতে উঠিয়া আসিয়া বর্ত্তমান লাল দিঘী নামক

(১) The Bank of Bhagirathi.

(২) কবীকঙ্কন চণ্ডী কাব্য—মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

স্থানের উচ্চভূমিতে বসবাস করেন এবং গোবিন্দজীউকে তথায় স্থাপিত করেন। তাহাতে গোবিন্দজীউর নামানুসারে ঐ গ্রামের নাম গোবিন্দপুর হয়। (১) কথিত আছে একটি শেঠ ও চারিটী বসাক পরিবার, যথা মৌদ্গল্য গোত্রীয় মুকুন্দরাম শেঠ, অগ্নি ঋষি গোত্রীয় কালিদাস বসাক, ব্রহ্মাঋষি গোত্রজ বাসুদেব বসাক, অলম্বঋষি গোত্রজ বারপতি বসাক এবং অলদ্‌ঋষি গোত্রজ করুণাময় বসাক গোবিন্দপুরে আসিয়া প্রথম বসতি করেন। তাহাতেই তাঁহারা কলিকাতার শেঠ—বসাক সম্প্রদায় নামে খ্যাত হয়েন। প্রথমে তাঁহারা বরানগরস্থ তন্তুবায়দিগের নিকট বস্ত্রাদি বয়ন করাইয়া লইয়া বিদেশী বণিক-বর্গকে সরবরাহ করিতেন। তাঁহারা দাদ্‌নী-বণিক নামে খ্যাত ছিলেন। পরে তাঁহারা নবাব সরকার হইতে বহু জমি জমা লইয়া ১৬৩২ খৃঃ অঃ গোবিন্দপুরে বর্ত্তমান অক্টার্লনি মনুমেণ্টের নিকট বস্ত্র নির্ম্মাণের বিস্তীর্ণ কারখানা স্থাপিত করেন এবং আবাদ করেন। যেস্থানে তন্তুবায়েরা সুতার লুটী প্রস্তুত করিত ১৬৬০ খৃঃ অঃ মধ্যে তথাকার নাম সুতালুটী হয়। গোবিন্দপুরের উত্তরে হাটতলায় (হাট-খোলায়) সুতার লুটী বিক্রয় করিত বলিয়া উহার নাম সুতালুটী হাট-খোলা হয়। ১৬৯৮ খৃঃ অঃ ইংরাজ বণিকেরা সুতালুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রাম তিনখানি আরঙ্গজেব বাদশাহের নিকট প্রাপ্ত হয়েন। (২) ১৭০৭ খৃঃ অঃ শেঠগণ তাহাদের সহিত জমিজমা পুনঃ বন্দোবস্ত করিয়া লয়েন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত একমাত্র শেঠ বসাকেরা একচেটিয়া বাণিজ্য করিয়া বিপুল ঐশ্বর্য্য লাভ করেন এবং তাঁহাদের নিকট

---

(১) Calcntta in the olden time—its localities. By Rev. J. Long. In Calcutta Review. Vol. XVIII.

(২) রাজাবলি পৃঃ ৯১-৯২।

বিশেষ যশোপার্জ্জন করেন। শেঠ বসাকেরা দাদন লইয়া তাঁহাদের পণ্যদ্রব্য খরিদ বিক্রয় করিয়া দিতেন। তাহাতে তাঁহারা দাদ্‌নি বণিক (বেনিয়ান, মুচ্ছুদ্দী, দালাল) নামে খ্যাত ছিলেন। জনার্দ্দন শেঠ, বারাণসী শেঠ, জয় কিষণ শেঠ, গোপাল শেঠ, গোবিন্দ শেঠ, যাদু শেঠ এবং রামকৃষ্ণ শেঠ প্রভৃতি তন্তু-বণিকগণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেনিয়ান ছিলেন।

প্রথিত যশা বৈষ্ণব চরণ ও সমৃদ্ধিশালী শোভারাম বসাক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত বিপুল বাণিজ্য করিয়া বিভবশালী হয়েন। সময়ে সময়ে শেঠদিগের নিকট তাঁহারা বহু অর্থ কর্জ্জ লইতেন। প্রাচীন কলিকাতায় বহু পথ ঘাটের নাম শেঠ-বসাকদিগের মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিবর্গের নামানুসারে খ্যাত এবং বহু স্থানের আখ্যাগুলিতে তাঁহাদের বিস্তীর্ণ ব্যবসা বাণিজ্যের অভ্রান্ত ও অস্খলিত প্রমাণ রহিয়াছে।

১৫৫৭ খৃঃ অঃ গোবিন্দপুরে বর্ত্তমান ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের স্থান আবশ্যক হইলে, শেঠ-বসাকগণ তাঁহাদের কুল দেবতা লইয়া উঠিয়া আসিয়া বড়বাজারে বসতি করেন এবং বস্ত্রবয়নের কার্য্যালয় স্থানান্তরিত করেন, তাহাতে তাঁহাদের ব্যবসা বাণিজ্যের অবনতি ঘটে। গোবিন্দপুরে নূতন কেল্লার গড়খাই নির্ম্মাণ হওয়ায় ঐ স্থানটি গড় গোবিন্দপুর নামে খ্যাত হয়। অদ্যাপি তথাকার ময়দানটি গড়ের মাঠ নামে বিদিত।

১৭৫৩ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত শেঠ বসাকদিগের সম্ভ্রান্ত বংশধরগণ ইংরাজ বণিকদিগের নিকট দাদন লইয়া সূত্র এবং বস্ত্রাদি সরবরাহ করিতেন। (১) পরে ইংরাজ বণিকগণ তন্তুবায় সাক্ষাৎকারে তাহাদের

---

(১) Holwells India Tracts p. 283. Despatches to the court of Directors, Jan. 13th 1749. para 54,—In Longs selections. Vol. I. p. 20.

নিকট হইতে বস্ত্রাদি বয়ন করাইয়া লইতেন। (১) পরে রপ্তানি বস্ত্রের উপর অত্যধিক শুল্ক স্থাপন হওয়ায় এবং ১৮৩৮ খৃঃ অঃ ম্যানচেষ্টার হইতে স্থলভ মূল্যে বস্ত্রাদি আমদানী হইলে, ইংরাজ বণিকদিগের কলিকাতার আড়ঙ্গ উঠিয়া যায়। তখন শেঠ-বস্যাকদিগের ব্যবসা বাণিজ্য একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। তাঁহারা ব্যবসা বাণিজ্য হারাইয়া লাটসাহেব বাহাদুরের দেওয়ান, আদালতের জজ, সবজজ, মুনসেফ্, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তন্মধ্যে প্রভাবশালী দেওয়ান রামশঙ্কর বসাকের নাম উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমানকালে সমাজ মধ্যে অনেকে ব্যবসা বাণিজ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া বিপুল অর্থোপার্জ্জন করেন। ১৯১৪ খৃঃ অঃ এবং ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে জগৎব্যাপী মহাসমরে ইংরাজ সরকারের মালামাল সরবরাহ করিয়া তাঁহারা ঐশ্বর্য্যশালী হয়েন। তন্মধ্যে বস্ত্র বাণিজ্যে রাধাকৃষ্ণ দত্ত এণ্ড সন্স, বিস্কুট ও বার্লি ব্যবসায়ে পি, শেঠ এণ্ড কোম্পানী, কুইনাইন ও রিভিট ব্যবসায়ে বসাক ফ্যাক্টরী এবং তিসি তৈল ও রং ব্যবসায়ে মোহিন এণ্ড কোম্পানীর নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পাইবার যোগ্য।

এই বাণিজ্যকুশল তন্তুবণিক জাতি মহারাষ্ট্র ও গুজরাষ্ট্র প্রদেশের অন্তর্গত উজ্জয়িনী, ভরোচ, স্থরথ প্রভৃতি স্থদূর দেশ দেশান্তর হইতে আসিয়া নানা স্থান পরিক্রমা করিয়া কলিকাতায় উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং বিদ্যা, বুদ্ধি, বাণিজ্য ও আভিজাত্যে এক মহিমামণ্ডিত স্থান অধিকার করিয়াছে। বর্ত্তমান শেঠ, দত্ত, মল্লিক, বসাক ও হালদার উপাধিসম্ভূত তন্তু-বণিক জাতি তাঁহাদিগের কুলোদ্ভব। তাঁহাদের আত্মীয়-কুটুম্বগণ আজ ভারতের নানাস্থানে বিচ্ছিন্নভাবে

---

(১) Letters from the court of Directors, Mar. 3rd, 1758, para 25.—In Longs selections. Vol. I. p. 121.

অবস্থান করিতেছেন। এক্ষণে তাঁহারা বৃত্তিগত ভেদ বিষয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় তাঁহাদের মধ্যে বিবাহ-বিভ্রাট ঘটিতেছে। বিভিন্ন যুগে ভারতে যে সকল নগরী রাজশক্তির অভ্যুদয়ে গৌরবান্বিত হইয়া সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে, তথায় তাঁহারা দলে দলে যাইয়া রাজপরিবার ও পদস্থ ব্যক্তিবর্গকে নানা বস্ত্রাদি সরবরাহ করিয়া যশোপার্জ্জন করেন। বঙ্গদেশের মস্লিনের সুখ্যাতি যখন জগতে পরিব্যাপ্ত হয়, তখন এই তন্তু-বণিক জাতি নানা দুর্গম স্থল অতিক্রম করিয়া এই সুদূর বঙ্গদেশে উপনীত হন।

কলিকাতার শেঠ-বসাক সমাজ এক্ষণে বাইশটী বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত। শেঠবংশ—মৌদ্গল্য ও কাশ্যপ গোত্রে বিভক্ত। বসাক বংশ—অগ্নিঋষি, ব্রহ্মাঋষি, অলম্বঋষি, অলদ্ঋষি, আলম্যান, কাশ্যপ, মহর্ষী, মৌদ্গল্য বা মধুকুল্য, নাগঋষি, মঙ্গলঋষি, দুর্ব্বাঋষি, শৃঙ্গর্ষী, অলংদৃষী, পাণ্ডুঋষি এই চৌদ্দটী গোত্রে বিভক্ত। দত্ত বংশ—অলঙ্গদঋষি, অলম্বৃষী ও কৌলঋষি এই তিন গোত্রে বিভক্ত। মল্লিক বংশ—অলদৃষী ও নাগঋষি এই দুই গোত্রে বিভক্ত। হালদার বংশে—কেবলমাত্র কলত্রিষী গোত্র আছে। (১)

প্রাচীনকালে ঋষিগণের পৃথক পৃথক আশ্রম বা গোচারণস্থান গোত্র নামে পরিচিত ছিল। সেই সকল স্থানে যাঁহারা বসবাস করিতেন বা সেই সকল ঋষির যাঁহারা সন্তান অথবা শিষ্য ছিলেন, তাঁহারাই ঐ ঋষির গোত্রসম্ভূত বলিয়া পরিচিত।

এক গোত্র সম্ভূত, ভিন্ন উপাধিযুক্ত বংশধরগণ মূলে এক।

(১) তন্তুবায় সমিতি হইতে প্রকাশিত বংশাবলী দ্রষ্টব্য।
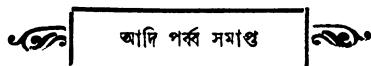
মৌদ্গল্য গোত্রীয়—শ্রেষ্ঠীবংশ।

মৌদ্গল্য ঋষি হইতে মৌদ্গল্য গোত্র সমুদ্ভব হয়। মৌদ্গল্য গোত্রের প্রবর যথা, ঔর্ব্ব—চ্যবণ—ভার্গব—জামদগ্ন্য—আপ্নুবৎ।

পুরাকালে ধনবান বৈশ্যগণই শ্রেষ্ঠী নামে পরিচিত ছিলেন। (১) বৈশ্যগণ পুলস্ত সন্তান। শ্রেষ্ঠীগণ মধ্যযুগে শেঠী এবং বর্ত্তমান কালে শেঠ নামে বিদিত। শ্রেষ্ঠীগণ সপ্তগ্রামে পর্ত্তুগীজ বণিকবর্গের সহিত ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া ভূস্বর্গের বণিক-রাজা নামে খ্যাত হন।

(১) পরশুরামের নিক্ষত্রিয় করণ কালে অনেক ক্ষত্রিয় বৈশ্য নামে পরিচিত হইয়া নিস্তার পান। বর্ত্তমান কালে তাঁহারা নবশাখ বলিয়া খ্যাত।

নিঃ—নিঃসন্তান। ক, খ, গ, ঘ চিহ্নিত গুলির বংশমালা পরে দ্রষ্টব্য।

১ম পুরুষ। **মুকুন্দরাম শ্রেষ্ঠী**।—(১) সপ্তগ্রামে শ্রেষ্ঠী বংশে শুভ লগ্নে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। হলদিপুরে বসবাস করিতেন। তথায় একজন সম্ভ্রান্ত ক্রোড়পতি তন্তু-বণিক নামে বিদিত ছিলেন। তথায় তাঁহার রেশম ও কার্পাস সূত্র নির্ম্মাণ এবং বস্ত্র বয়নের বিস্তীর্ণ কুঠী (কার্য্যালয়) ছিল। তিনি ঢাকা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি নানা দেশ হইতে মস্‌লিন, অব্রবান, তাঞ্জেব, বাফ্‌তা, ডোরিয়া, চারখাসা, জামদানি, নানা বর্ণের কসিদা, মল্‌মল্‌ এবং নানা শিল্পখচিত বস্ত্রাদি আমদানি করতঃ মোগল রাজপরিবারে সরবরাহ করিয়া বিশেষ যশোপার্জ্জন করেন। রাজমহল, মুর্শিদাবাদ, কাশীমবাজার, ঢাকা, হুগলী, শান্তিপুর, কাশীজোড়া, বালেশ্বর প্রভৃতি স্থানে তাঁহার কুঠী ছিল। বেতাইচণ্ডী পূজা উপলক্ষে বিটোরে (বাঁটরায়) বৎসর বৎসর মেলা বসিত। তথায় অসংখ্য বৈদেশিক বণিকবর্গের জাহাজ আসিত এবং বাজার বসিত। বেতাকীর খালের মোহানা, আন্দু-গঙ্গার মোহানার প্রায় সম্মুখীন। নানাদিকদেশাগত বণিকবর্গ তথায় তৃণ কুটীর রচনা করিয়া অবস্থান করিতেন। (২) মুকুন্দরাম বৎসর বৎসর সপ্তগ্রাম হইতে বাণিজ্যতরী লইয়া তথায় উপস্থিত হইতেন। কালক্রমে বিটোরে একটী হাটের সৃষ্টি হয়। ১৩৩০ খৃঃ অঃ সপ্তগ্রামের ক্রোড়বাহিনী সরস্বতী নদী মজিয়া যায়। তখন পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি য়ুয়োরোপীয়ান বণিকবর্গ গার্ডেনরীচে জাহাজ লঙ্গর করিয়া ছোট ছোট বাণিজ্যতরী লইয়া সপ্তগ্রামে শ্রেষ্ঠীগণের সহিত বাণিজ্য করিতে যাইতেন, তাহাতে শ্রেষ্ঠী-বণিকগণের বাণিজ্যে অবনতি ঘটে। (৩) প্রাচীন কলিকাতা অঞ্চলে বৈদেশিক বণিকবর্গের সতত সমাগম

---

(১) সমিতি হইতে প্রকাশিত বংশাবলী সহযোগে পাঠ কর্ত্তব্য।

(২) Bank of the Bhagirathi—By Fredericke.

(৩) Hunters Statistical Account of Bengal.

দেখিয়া ১৫৩৭ খৃঃ অঃ মুকুন্দরাম শ্রেষ্ঠী তাঁহার কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺গোবিন্দ রায় জীউকে লইয়া অগ্নিঋষি গোত্রজ কালিদাস বসাকের সহিত কালীক্ষেতে আসিয়া প্রথমে বসতি করেন। ঐ স্থানটী কালীদেবীর পীঠস্থানের এক মাইল উত্তর পশ্চিমে আদি গঙ্গার সংযোগস্থলে, গঙ্গার পূর্ব্বকূলে অবস্থিত ছিল। তথায় তাঁহার কুলদেবতা গোবিন্দ জীউকে স্থাপন করেন। গোবিন্দ জীউর নামানুসারে তথাকার নাম গোবিন্দ-পুর হয়। পূর্ব্বে ঐ স্থানকে কালীক্ষেত বলিত, কালক্রমে উহা কলিকাতা নামে রূপান্তরিত হয়। (১) ঐ স্থানে ধনী শেঠ-বসাকগণ বসবাস করিতেন বলিয়া কবিকঙ্কন চণ্ডী কাব্যে ধনস্তগ্রাম নামে বর্ণিত আছে। ঐ স্থানটী নাবাল ছিল, বৎসর বৎসর লবণ হ্রদের (বাদার) জল আসিয়া ভাসিয়া যাইত। জল নামিয়া গেলে, ধীবরেরা মৎস্য ধরিয়া শুষ্ক করিত, তাহাতে তথাকার অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু হইয়া মহামারী হইত। (২) কালক্রমে ঐ স্থানটী ধাপ্পধারা গোবিন্দপুর নামে খ্যাত হয়। ইহার দক্ষিণ সীমান্ত খাতটী "গোবিন্দপুর খাত" (বুড়িগঙ্গা) নামে প্রসিদ্ধ ছিল। (৩) তখন প্রাচীন কলিকাতা সুন্দরবনের অন্তর্ভুক্ত ছিল, হিংস্র জন্তুর আবাসস্থল ছিল। দস্যু তস্করের ভয় ছিল। অধিকাংশ স্থান খাল বিলে পরিপূর্ণ এবং জলাময় ছিল। মুকুন্দরাম অস্বাস্থ্যকর ধাপ্পধারা গোবিন্দপুর ছাড়িয়া বর্ত্তমান লালদিঘী নামক স্থানের উচ্চভূমি মনোনীত করেন। তথায় নবাব সরকার হইতে বহু জমি জমা লইয়া, জঙ্গল কাটাইয়া, জলাশয়াদি

---

(১) The London General Gazetter, Originally compiled by R. Brooks M. D. Remodelled by John Marshall, London, 1841. Under Calcutta.

(২) Hamiltons East Indis, Vol. II. para. 7-8.

(৩) Calcutta in the Olden Time—Its localities—By Rev. J. Long, In Calcutta Review. Vol. XVIII, 1852.

খনন করাইয়া আবাস গৃহনির্ম্মাণ করেন এবং পরিবারবর্গকে আনয়ন করিয়া বসবাস করেন। তাহাতেই শেঠ-বসাকেরা জঙ্গলকাটা বাসিন্দা নামে খ্যাত। তিনি তাঁহার ভদ্রাসনের সংলগ্ন দিঘীর তটে গোবিন্দ জীউর মন্দির নির্ম্মাণ করতঃ তথায় তাঁহার কুলদেবতা প্রতিষ্ঠা করিয়া কলিকাতার ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান রাইটস্ বিল্ডিং এবং লাল গির্জ্জার স্থানে ঠাকুর বাটী ছিল। মন্দিরের সংলগ্ন সমগ্র স্থানের নাম গোবিন্দপুর হয়। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যকালে ঐ গ্রামের নাম গোবিন্দপুর হয়। (১) মুকুন্দরামের পুত্র লালমোহন।

২। **লালমোহন শ্রেষ্ঠী**।—মুকুন্দরামের পুত্র। ইনি সপ্তগ্রামের অন্তর্গত রাজধানী হলুদপুর (হলদিপুর) হইতে পিতার সহিত গোবিন্দ-পুরে আসিয়া বসবাস করেন। তথায় হলুদ দিয়া সূত্র মার্জন করিত বলিয়া ঐ স্থানের নাম হলুদপুর হয়। ইনি ইংরাজদিগের ইতিহাসে লালমোহন বসাক নামে বিদিত। বর্ত্তমান লালদিঘী, লালমোহন খনন করান বলিয়া অদ্যাপি উহা তাঁহার নামানুসারে খ্যাত। (২) লাল দিঘীর মৃত্তিকায় ইষ্টক প্রস্তুত করাইয়া উহার পশ্চিম তটে, গঙ্গার ধারে, যথায় এক্ষণে জেনারেল পোষ্ট অফিস, কাষ্টাম হাউস এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোং রেল অফিস অবস্থিত, তথায় পিতার কাছারী বাটী নির্ম্মাণ করান। ভদ্রাসনের সংলগ্ন প্রায় ১১০ বিঘা পরিমাণ জমির উপর ফল ফুলের একটী সুন্দর উদ্যান রচনা করেন। কালক্রমে উহা শেঠ-বাগান নামে খ্যাত হয়। লালদিঘীর অনতিদূরে লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের একটী পাকা কাছারী বাটী ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সেরেস্তার জন্য যবচার্ণক উহা প্রথমে ভাড়া লয়েন। (৩)

(১) জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস কৃত অভিধান—গোবিন্দপুর।

(২) Beverley's report on the Census of Calcutta, 1876, p. 15.

(৩) ভারতবর্ষ ১৮শ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, প্রাচীন কলিকাতার পরিচয়—হরিহর সেট লিখিত।

লালমোহনের চেষ্টায় তাঁহার বাস ভবনের সন্নিকটে একটি বাজার বসে। উহা তাঁহার নামানুসারে লালবাজার নামে খ্যাত হয়। (১) ঐ বাজার ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে ও বর্ত্তমান ছিল। শেঠ-বাগানের দক্ষিণে বর্ত্তমান গড়ের মাঠে আবাদ ছিল, তথায় একপ্রকার উৎকৃষ্ট চাউল উৎপন্ন হইয়া গোবিন্দজীউর ভোগে লাগিত বলিয়া, গোবিন্দ ভোগ চাউল নাম করন হয়। (২) লালমোহনের পুত্র গিরিধারী।

৩। **গিরিধারী শ্রেষ্ঠী**।—লালমোহনের পুত্র। ইনি গোবিন্দ-পুরে বসবাস করিয়া পৈতৃক ব্যবসা বাণিজ্য সুচারু রূপে পরিচালনা করিতেন। গোবিন্দপুরের উত্তরে বরানগর নামে এক অতি প্রাচীন সহর ছিল। তথায় বহু তন্তুবায়ের বাস ছিল। গিরিধারী তথাকার তন্তুবায়দিগকে সূতা দাদন দিয়া নানাপ্রকার বস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করাইয়া লইয়া পর্ত্তুগীজ, ইংরাজ, ওলন্দাজ, দীনেমার, ফরাসী প্রভৃতি বিদেশীয় বণিকবর্গকে সরবরাহ করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। বরানগর তখন বাপ্তা (সর্ব্বাপেক্ষা মোটা মস্‌লিন) কাপড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। (৩) ১৬৩২ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত তন্তু-বণিকগণ বরানগরস্থ তন্তুবায়-দিগের নিকট বস্ত্রাদি বয়ন করাইয়া লইতেন। পরে শিল্পী তন্তুবায়গণ উঠিয়া আসিয়া গোবিন্দপুরে বসবাস করতঃ শেঠ-বসাকদিগের নিকট কার্য্য করেন। ১৬৩২ খৃঃ অঃ সপ্তগ্রামের বাণিজ্য সম্যক ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। (৪) মোগলদিগের দপ্তরখানা সপ্তগ্রাম হইতে হুগলীতে

---

(১) Beverleys Report.

(২) Statesman, 7th April, 1918. Old Calcutta, Her Gardens and Bazars—By P. C. Seth.

(৩) Hunters Statistical Account of Bengal. Vol. I. P. 379.

(৪) Hunters. Vol. I. p. 379-386

উঠিয়া আসে এবং উহা রাজকীয় বন্দর হয়। শেঠ-বসাকেরা তথায় জমি জমা লইয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিতে থাকেন। মোগলেরা হুগলীর সম্মুখবাহিনী ভাগীরথীর শাখা অতি গভীর করিয়া দেওয়ায়, ১৫৭০ খৃঃ অঃ বেতাকীর খালে চড়া পড়িতে আরম্ভ হয়। ১৫৯২ খৃঃ অঃ বিটোরের হাটের অবসাদ কালে ইউরোপীয়ান বণিকবর্গ গোবিন্দপুরের নূতন হাটে যাতায়াত করিতেন। ঐ বৎসর পাঠানেরা সপ্তগ্রাম লুটপাট করে। প্রজারা প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করে। এই সময়ে ব্রহ্মাঋষি গোত্রীয় বসাক বংশের আদিপুরুষ বাসুদেব বসাক সপ্তগ্রাম হইতে গোবিন্দপুরে আসিয়া বসবাস করেন। গিরিধারীর দুই পুত্র, ১। ব্রজরাম, ২। সাগররাম।

৪।১। **ব্রজরাম শ্রেষ্ঠী**।—গিরিধারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। মুকুন্দরামের প্রপৌত্র। (১) ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জনৈক অবধূত যোগী চৌরঙ্গীনাথের শিষ্য হয়েন। চৌরঙ্গীনাথ গোরক্ষনাথ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং ইহার নাথ উপাধি ছিল। বর্ত্তমান চৌরঙ্গী নামক স্থানে তাঁহার আশ্রম ছিল। তাঁহারই নামানুসারে ঐ স্থানের নাম চৌরঙ্গী হয়। তিনি তথায় শিবের উপাসনা ও হঠযোগ অভ্যাস করিতেন। (২) তাঁহার নির্ব্বাণের পর ব্রজরাম তাঁহার শিবলিঙ্গ চৌরঙ্গী হইতে আনয়ন করিয়া বর্ত্তমান বির্জ্জিতলাওয়ের (পুষ্করিণীর) পশ্চিম তটে স্থাপিত করেন। ঐ শিবলিঙ্গ জঙ্গলের মধ্যে থাকায় জঙ্গলেশ্বর নামে অভিহিত ছিলেন। ব্রজনাথের নামানুসারে ঐ পুষ্করিণী বির্জ্জিতলাও আখ্যা প্রাপ্ত হয়। বির্জ্জি, ব্রজ শব্দের অপভ্রংশ। কালক্রমে সমগ্র স্থানের নাম বির্জ্জিতলাও

(১) বসুক, প্রথমভাগ, পৃঃ ১৭৯—১৮০, ১৮৯৫—মদনমোহন হালদার প্রণীত।
(২) ভারতবর্ষীয় উপাশক সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৩৫—১৪১।

হয়। বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সী জেলের দক্ষিণে ছয় ছটাক আঠার স্কোয়ার ফিট পরিমিত ভূমির উপর জঙ্গলেশ্বরের মন্দির বর্ত্তমান ছিল। (১) শিবের গাজন ও চড়ক এবং গোষ্টবিহারী পর্ব্বোপলক্ষে তথায় বহু লোকের মেলা হইত। ব্রজনাথের তিরোধামের পর তাঁহার নামানুসারে ঐ মহাদেব ব্রজেশ্বর নামে খ্যাত হন। ১৯২৭ খৃঃ অঃ ব্রজেশ্বরের মন্দির রাত্রিকালে পুলিশ কমিশনর ট্যাগার্ড সাহেবের আদেশে ভাঙ্গিয়া শিবলিঙ্গ বাবুঘাটে স্থানান্তরিত করায় সমগ্র হিন্দুসমাজ বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করে। ছোটলাট বাহাদুর ব্রজেশ্বরের প্রাচীনত্ব জ্ঞাত হইয়া পূর্ব্বস্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করান। (২)

৪।২ **সাগররাম শ্রেষ্ঠী**।—গিরিধারীর কনিষ্ঠ পুত্র। এ সময়ে প্রতি শনিবারে সুতানুটীর হাট (হাটখোলা) বসিত। তথায় বৈদেশিক বণিকবর্গের সহিত ইনি ব্যবসা বাণিজ্য করিতেন। বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ওলন্দাজগণ খিদিরপুর হইতে শাকরোলের খাল গভীর করিয়া দেন। তদবধি উহা কাটিগঙ্গা নামে অভিহিত হয়। যাঁহারা কাটিগঙ্গা বাহিয়া বাণিজ্য করিতে যাইতেন, ওলন্দাজেরা তাঁহাদের নিকট মাশুল (টোল) আদায় করিতেন। যে স্থান এক্ষণে "বাঙ্কশাল ঘাট" নামে প্রসিদ্ধ, পূর্ব্বে তথায় ওলন্দাজদিগের কুঠী ছিল। ১৬৩২ খৃঃ অঃ সাগররাম বঙ্গের নানাস্থান হইতে বহু সুদক্ষ তন্তুবায়দিগকে আনয়ন করিয়া গোবিন্দপুরে (বর্ত্তমান গড়ের মাঠে অক্টর্লনী মনুমেণ্টের নিকট) বস্ত্রবয়নের ও সূত্র নির্ম্মাণের এক সুবৃহৎ কার্য্যালয় স্থাপিত করেন। তথায় প্রত্যহ প্রায় আড়াই হাজার তন্তুবায় সদাসর্ব্বদা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। সপ্তগ্রাম সম্যক ধ্বংস হইলে, তথাকার তন্তুবায়গণ এবং বরানগরের তন্তুবায়গণ উঠিয়া আসিয়া

(১) Simens' Report. p. 4-5

(২) বসুমতী পত্রিকা।

প্রথমে প্রাচীন কলিকাতার দক্ষিণাংশে বসতি করেন এবং শেঠ-বসাকদিগের নিকট সুতা দাদন লইয়া বস্ত্র বয়ন করেন ও সুতার লুটী প্রস্তুতাদি কর্ম্ম করিতে থাকেন। তাহাতে সে স্থানটী সুতালুটী নামে আখ্যাত হয়। ১৬৬০ খৃঃ অঃ মধ্যে তথায় বহু তন্তুবায়ের বাস হয়। চাঁদপাল ঘাটের নিকট বহু তন্তুবায়ের বাস ছিল। (১) তথাকার প্রতিবাসী চাঁদপাল নামক জনৈক সমৃদ্ধিশালী তন্তুবায়ের নামানুসারে চাঁদপাল ঘাট হয়, যাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান। তখন বাদা হইতে একটি খাল বাহির হইয়া বেলেঘাটা দিয়া, বর্ত্তমান ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ট্যাঙ্ক হইয়া চাঁদপাল ঘাটে পতিত হইত। উহাই গোবিন্দপুরের উত্তর সীমা এবং কলিকাতার দক্ষিণ সীমা ছিল। তন্তুবায়ের প্রস্তুত সুতার লুটী গোবিন্দপুরের উত্তরে হাটতলায় (বর্ত্তমান হাটখোলায়) বিক্রয় হইত বলিয়া ১৬৬০ খৃঃ অঃ উহার নাম সুতালুটী বা সুতানুটী হাটখোলা হয়। কালক্রমে সমগ্র স্থানের নাম সুতানুটী হয়। (২) তখন ঐ হাট নিত্য বসিত এবং নানাদেশীয় বণিকেরা তথায় শেঠ-বসাক বণিকদিগের সহিত বাণিজ্য করিত। তন্তুবায়গণ যে যে স্থানে বসবাস করিয়া সুতার লুটী প্রস্তুত করিতেন সেই সেই স্থানগুলি সুতালুটী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কালক্রমে তাঁহারা স্থানান্তরিত হইলে পূর্ব্ব স্থানের নাম লোপ হইয়া যায়। সেই সময়ে প্রচীন কলিকাতা তিন ভাগে বিভক্ত হয়, যথা গোবিন্দপুর, কলিকাতা ও সুতানুটী। গোবিন্দপুরের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া ১৬৩২ খৃঃ অঃ অলম্বঋষি গোত্রজ বসাক বংশের আদি পুরুষ বারপতি বসাক

(১) Calcutta in the Olden Time. Its localities. by Rev. J. Long.

(২) Early annals of the English in Bengal by C. R. Wilsou in Early History of Calcutta, Chap. VIII. p. 128.

সপ্তগ্রাম হইতে গোবিন্দপুরে আসিয়া বসবাস করেন। সাগর রামের দুই পুত্র, ১। নন্দরাম, ২। সুন্দররাম। নন্দরাম নিঃসন্তান।

৫।২ **সুন্দররাম শ্রেষ্ঠী**।—সাগররামের দ্বিতীয় পুত্র। এ সময়ে গোবিন্দপুরে জনসমাগম বেশ হইয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কালীদেবীর সেবায়েতগণ শেঠগণের অনুরোধে গোবিন্দপুরে আসিয়া প্রায় দেড়শত বৎসর বাস করেন। গোবিন্দপুরের দক্ষিণে বঁড়িষা ও বেহালা নামক দুইটী গ্রাম ছিল। তথায় শেঠ-বসাকগণের বহু আবাদী জমি ছিল। শ্রীরামপুরে দীনেমার ও ফরাসী বণিকবর্গের বাণিজ্য জাহাজ আসিত। সুন্দররাম তাহাদের মালপত্র খরিদ বিক্রয় করিয়া দিতেন। এ সময়ে তামার পাতে লেখা দীনেমার কোম্পানীর কাগজ অনেকে ক্রয় করিয়াছিলেন। তাহারা ব্যবসায় লোকসান দিয়া পলাতক হইলে, অনেকের বহু অর্থ নষ্ট হয়। পরে ঐ স্থানে ফরাসী বণিকবর্গ বসিয়া শেঠ-বসাক বণিকগণের সহিত ব্যবসা বাণিজ্য চালায়। সুন্দররামের পুত্র জগন্নাথ।

৬। **জগন্নাথ শ্রেষ্ঠী**।—সুন্দররামের পুত্র। এই সময়ে লাল-দিঘীতে গোবিন্দ জীউর দোলযাত্রায় মহাসমারোহ হইত। বহুদূর হইতে গ্রামবাসীরা আসিয়া উৎসবে যোগদান করিতেন। দিঘীর জলে আবীর গুলিয়া পিচকারী খেলা হইত, তাহাতে ঐ স্থানের নাম "আবীর ঘোলা" হয়। দোলযাত্রা উপলক্ষে বহুদুর বিস্তৃত বাজার বসিত। লালবাজারে পর্ব্বত প্রমাণ স্তূপাকার আবীর বিক্রয়ার্থ থাকিত। দিঘীর উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুইটী দোলমঞ্চ ছিল। দক্ষিণের মঞ্চে গোবিন্দজীউ এবং উত্তরের মঞ্চে রাধারাণীকে স্থাপিত করিয়া যাত্রীগণ আবীর যুদ্ধ করিত। রাধারাণীর উত্তরে যে বাজারটী বসিত তাহা তাঁহার নামানুসারে রাধাবাজার নামে খ্যাত হয়। ঐ নাম আজিও রহিয়াছে। ১৬৫৫ খৃঃ অঃ যব চার্ণক

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পনীর কেরাণীর পদে নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে আসেন। ১৬৮৮ খৃঃ অঃ তাহারা দ্বিতীয়বার সুতানুটীতে আসিয়া যব চার্ণক প্রমুখ ইংরাজগণ গোবিন্দজীউর দোল উৎসব দেখিতে যাইয়া দেশবাসীর সহিত সংঘর্ষ বাধায়। শেঠেদের কাছারী বাটী দখল করে। তাহার প্রাঙ্গণে চালাঘর বাঁধিয়া বাস করিতে থাকেন। এতদাঞ্চলে শেঠেদের অদ্বিতীয় ক্ষমতা, তাঁহাদের সহিত বিবাদ করিয়া বাণিজ্য করা বিড়ম্বনা জানিয়া আপোষে মিটাইয়া লইয়া, কাছারী বাটী মুল্য দিয়া ক্রয় করিলেন। (১) ১৬৯০ খৃঃ অঃ ঐ স্থানে ৪০ বিঘা পরিমিত জমির উপর ইংরাজেরা কুটী স্থাপন করেন। ১৭০০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত ঐ স্থানটীকে সুতানুটী বলিত, পরে কলিকাতা নামে খ্যাত হয়। (২) জগন্নাথের চার পুত্র, ১। ত্রিলোচন ২। কামদেব ৩। নারায়ণ ৪। রাজ্যধর। কামদেব ও নারায়ণ নিঃসন্তান।

৭।১। **ত্রিলোচন শ্রেষ্ঠী**।—জগন্নাথের প্রথম পুত্র। ইনি গোবিন্দপুরে বসবাস করিয়া পিতা প্রপিতামহের নিকট ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষা লাভ করেন। প্রাতঃকালে কাছারী বাটীতে বসিয়া জমিদারীর তত্ত্বাবধান করিতেন, এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যধরকে ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। ১৬৯৮ খৃঃ অঃ লণ্ডনে আর একটি নূতন ইংরাজ বণিক কোম্পানী সংঘটিত হয়। ১৭০৬ খৃঃ অঃ উহা পুরাতন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত মিলিত হইয়া শেঠ-বসাকদের সহিত ব্যবসা বাণিজ্য করিতে থাকে। পর্ত্তুগীজেরা আলুগুদামে তুলা ও বস্ত্রের কুটী সংস্থাপন করিয়া শেঠ-বসাকদের

---

(১) নব্য ভারত, ২১ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩১০।—কলিকাতার ইতিবৃত্ত, ৪১২-৪১৩ পৃ :—প্রাণকৃষ্ণ দত্ত লিখিত, দেবী প্রসন্ন রায় চৌধুরী সম্পাদিত।

(২) Anglo Indian Glossary. By Messrs Yule & Burnnell. London 1886. Under the word Chuttanutty.

সহিত ব্যবসা বাণিজ্য করেন। আর্ম্মানীরাও আর্ম্মানীটোলায় কুঠী স্থাপন করিয়া শেঠ-বসাকদিগের সহিত বাণিজ্য করেন। তখন নিজ নিজ কারখানায় ঢাকাই মস্‌লিন, গুলবাহার প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি প্রস্তুত করাইয়া বিবাহাদি শুভকর্ম্মে আত্মীয়-কুটুম্বগণকে উপহার দেওয়া হইত। এক্ষণে কাহারও কারখানা নাই, কিন্তু বস্ত্র উপঢৌকন প্রথা একেবারে লোপ পায় নাই। ত্রিলোচনের তিন পুত্র ১। কৃষ্ণদাস, ২। রামদাস, ৩। অনন্তরাম। রামদাস নিঃসন্তান।

৭।৪ **রাজ্যধর শ্রেষ্ঠী**।—জগন্নাথের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি গোবিন্দপুরে বসবাস করিতেন। কামারহাটীতে বস্ত্রবয়নের সুবৃহৎ কারখানা স্থাপিত করেন। সুতানুটীর হাটে পর্ত্তুগীজ, ইংরাজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, আর্ম্মানী, আরবীয় প্রভৃতি বৈদেশিক বণিকবর্গের সহিত বাণিজ্য করিতেন। এই সময়ে অলদ্‌ঋষি গোত্রীয় করুণাময় বসাক সুতানুটী হাটের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া হলদিপুর হইতে উঠিয়া আসিয়া গোবিন্দপুরে বসবাস করেন। শেঠগণের সহিত বিবাহাদি আদান প্রদান করিয়া সম্মান লাভ করেন। ১৭০৬ খৃঃ অঃ পর ১৭১৭ খৃঃ অঃ মধ্যে শিল্পী তন্তুবায়গণ গোবিন্দপুরের নিকট হইতে উঠিয়া আসিয়া কিছু উত্তরে সুতানুটীতে বসতি করেন। রাজ্যধরের তিন পুত্র, ১। যদুনন্দন, ২। ধনপতি, ৩। দামোদর। যদুনন্দন নিঃসন্তান।

(ক) ৮।১ **কৃষ্ণদাস শেঠী**।—ত্রিলোচনের প্রথম পুত্র। (পৃঃ ১৯) তাঁহার দুই পুত্র—তেজচন্দ্র ও রূপচন্দ্র। ৯।১ তেজচন্দ্রের দুই পুত্র—বলরাম ও কানাইলাল। কানাই লাল নিঃসন্তান। ৯।২ রূপচন্দ্রের তিন পুত্র—১ হরিদাস, ২ প্রসাদদাস, ৩ রাখাল দাস। ইঁহারা সকলে নিঃসন্তান। ১০।১ বলরামের পুত্র—নন্দরাম। ১১ নন্দরামের দুই পুত্র—১ পদ্মলোচন, ২ নারায়ণচন্দ্র। ১২।১ পদ্মলোচনের দুই পুত্র—নিমাই চরণ ও নশিরাম, তাঁহারা নিঃসন্তান। ১২।২ নারায়ণচন্দ্রের পুত্র লক্ষ্মী-

কান্ত। ১৩ লক্ষ্মীকান্তের দুই পুত্র—রামপ্রসাদ ও রামচাঁদ। রামচাঁদ নিঃসন্তান। ১৪।১ রামপ্রসাদের পুত্র—মাণিকচাঁদ। ১৫ মাণিকচাঁদের দুই পুত্র—গোবিন্দচন্দ্র ও গোপালচন্দ্র। ১৬।১ গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র—লালমোহন। ১৬।২ গোপাল চন্দ্রের পুত্র বিহারী লাল—নিঃসন্তান। ১৭ লালমোহনের দুই পুত্র—চণ্ডীচরণ ও সত্যচরণ। ১৮।১ চণ্ডীচরণ সামান্য ব্যবসা করিতেন। ১৯২১ খৃঃ অঃ পরলোক গমন করেন। তিনি নিঃসন্তান। ১৮।২ সত্যচরণ নিঃসন্তান। ১৯২১ খৃঃ অঃ কৃষ্ণদাসের বংশ লোপ হইয়া যায়।

(খ) ৮।৩ **অনন্তরাম শেঠী** (ত্রিলোচনের কনিষ্ঠ পুত্র, পৃঃ ১৯ দ্রষ্টব্য)

(খ) ৮।৩ **অনন্তরাম শেঠী**।—ত্রিলোচনের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি গোবিন্দপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক ব্যবসা বাণিজ্যের উত্তরাধিকারী হইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত স্বদেশোৎপন্ন বস্ত্রাদির বাণিজ্যে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে এরূপ সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল যে, সময়ে সময়ে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বহু অর্থ কর্জ্জ দিয়া বিশেষ উপকার করিতেন। কলিকাতা, বাগবাজার এবং কাশীপুরে ইংরাজদিগের কুঠী ছিল। বরানগরে ওলন্দাজদিগের কুঠী ছিল। উহা এক্ষণে জহরলাল পান্নালাল-দিগরের আবাস। ওলন্দাজ কুঠী হইতে কুঠীঘাট নামকরণ হইয়াছে। তাঁহারা শেঠ-বসাকের মধ্যস্থতায় বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া এই সকল কুঠীতে গুদামজাত করিতেন। শেঠেদের গোলাঘাটে (কাশীমিত্রের ঘাটের নিকট) সুতার কুঠী (গুদাম) ছিল। বাগবাজারে গঙ্গার বাঁকের মোহানায় পেরিন্স পয়েণ্ট নামক স্থানে ইংরাজ বণিকদের জাহাজ লাগিত। তথায় পেরিন সাহেবের বাগান ছিল। উহার সন্নিকটে বাজার বসিত। উহা ঐ বাগের (বাগানের) নামানুসারে বাগবাজার নামকরণ হয়। কালক্রমে সমগ্র স্থানের নাম বাগবাজার হয়। বড়-বাজারের উত্তরে একটী খাল মেছুয়াবাজারের রাস্তা দিয়া বসাক দিঘীর (মার্কাস স্কোয়ারের) মধ্য দিয়া প্রবাহিত ছিল, আর একটী খাল বা নদী জোড়াসাঁকো হইতে পাথুরিয়া ঘাটে ভাগীরথীর সহিত মিলিত ছিল। পরবর্ত্তীকালে উহা প্রাচীন কলিকাতার উত্তর সীমা এবং সুতানুটীর দক্ষিণ সীমা হয়। বর্ত্তমান জোড়াসাঁকোর নিকট খালের উপরে পাশাপাশি দুইটী সাঁকো থাকায় ঐ অঞ্চলের নাম জোড়াসাঁকো হয়। বর্ত্তমান পাথুরিয়াঘাটায় শেঠ-বসাকদিগের একটী পাথর বাঁধান ঘাট ছিল, তাহাতে সমগ্র স্থানের নাম পাথুরিয়াঘাটা হয়। অনন্তরামের চার পুত্র—১ কাশীনাথ, ২ গোপীনাথ, ৩ বংশীধর, ৪ লম্বোদর-নিঃসন্তান।

৯।১ **কাশীনাথ শেঠী**। অনন্তরামের প্রথম পুত্র। ইনি একজন সমৃদ্ধিশালী সম্ভ্রান্ত তন্তু-বণিক ছিলেন। পিতৃশ্রাদ্ধে দানসাগর উপলক্ষে বর্ত্তমান জোড়াবাগান অঞ্চলে নিজ জমির উঁপর অবস্থিত বাজারের অর্দ্ধাংশ, কুলপুরোহিত জনৈক গুজরাটী ব্রাহ্মণকে দান করেন। সন্তোষ মল্লিক নামে জনৈক ধনাঢ্য স্বুবর্ণ-বণিক তাহার নিকট উহা ক্রয় করেন। পরে ঐ বাজার সন্তোষ মল্লিকের নামানুসারে সন্তোষ বাজার নামে খ্যাত হয়। এক্ষণে ঐ বাজার উঠিয়া গিয়াছে। (১) বর্ত্তমান জোড়াবাগান স্কোয়ারের স্থানে, পূর্ব্বে শেঠদিগের পাশাপাশি দুইটী বাগান ছিল, তাহাতে উহা জোড়াবাগান নামে খ্যাত হয়। কালক্রমে সমগ্র স্থানের নাম জোড়াবাগান হয়। কাশীনাথের পুত্র কিরণ চন্দ্র।

৯।২ **গোপীনাথ শেঠী**। অনন্তরামের দ্বিতীয় পুত্র। ইহার পুত্র গোবর্দ্ধন। গোবর্দ্ধন নিঃসন্তান।

৯।৩ **বংশীধর শেঠী**।— অনন্তরামের তৃতীয় পুত্র। ইনি ঘাটাল, শান্তিপুর, বিষ্ণুপুর, কাশীজোড়া (মেদিনীপুরের সন্নিকট) প্রভৃতি স্থানে নীল ও রেশমের কুঠী স্থাপন করিয়া অত্যুন্নতির সহিত ব্যবসা বাণিজ্য চালাইয়াছিলেন। গোবিন্দপুরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত বিপুল বাণিজ্য করিয়া ধনশালী হয়েন। ইহার পুত্র গণেশচন্দ্র।

১০। **কিরণ চন্দ্র শেঠী**।— কাশীনাথের পুত্র। ইনি কেনারাম নামে খ্যাত। গোবিন্দপুরে বসবাস করিয়া ইংরাজ প্রভৃতি ইউ-রোপীয়ান বৈদেশিক বণিকবর্গের সহিত বস্ত্র বাণিজ্য করিতেন। এই সময়ে পাঠানের লুটপাট এবং বর্গীর (মার্হাট্টার) হাঙ্গামা হয়। তজ্জন্য

(১) Holwells India Tracts, p. 146.

ওলন্দাজেরা চুচুড়ায়, ফরাসীরা চন্দননগরে এবং ইংরাজেরা প্রাচীন সূতানুটী গ্রামে আত্মরক্ষা করিবার জন্য বাদশাহের নিকট অনুমতি প্রাপ্ত হন। এই সুযোগে ১৬৯৬ খৃঃ অঃ ইংরাজদিগের সূতা ও বস্ত্রের কুঠী দুর্গে পরিণত হয়। ১৬৯৮ খৃঃ অঃ ইংরাজেরা আরঙ্গজেব বাদশাহের পৌত্র আজীম ওস্মানের অনুমত্যনুসারে সূতানুটী, কলিকাতা এবং গোবিন্দপুর এই তিনখানি গ্রাম দেশীয় জমিদারগণের (Black Zeminders) নিকট ক্রয় করেন। (১) কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বলেন যে, তাঁহারা আরঙ্গজেব বাদশাহের নিকট পুরস্কার স্বরূপ ঐ ভূমি পাইয়াছিলেন। (২) ১৭০০ খৃঃ অঃ তাহাদের দুর্গ ইংলণ্ডের রাজা উইলিয়মের নামানুসারে, ফোর্ট উইলিয়ম নামে খ্যাত হয়। দুর্গের সম্মুখস্থ রাস্তাটী যব চার্ণকের নামানুসারে চার্ণক প্লেস নামে খ্যাত। কিরণচন্দ্রের ছয় পুত্র, ১ জনার্দ্দন, ২ বারানসী, ৩ নন্দরাম, ৪ গোঁসাইদাস, ৫ চরণকৃষ্ণ, ৬ জয়কৃষ্ণ। চরণকৃষ্ণ ও জয়কৃষ্ণ—নিঃ। জয়কৃষ্ণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেনীয়ান ছিলেন।

১১।১ **জনার্দ্দন শেঠ**।—কিরণচন্দ্রের প্রথম পুত্র। ইনি গোবিন্দপুরে বসবাস করিতেন। মধ্যমাকৃতি, বলিষ্ঠ, গৌরবর্ণ, সুপুরুষ এবং উদারচেতা ছিলেন। বাণিজ্য ব্যাপারে যাঁহারা ইহার সংসর্গে ছিলেন, সকলে তাঁহাকে সৎব্যবসায়ী বলিয়া জানিতেন এবং অতি সমাদর করিতেন। ইংরাজদিগের প্রথম অবস্থায় দ্বীপ চাঁদ বেলা নামে একব্যক্তি কোম্পানীর প্রথম দালাল ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৭০৭ খৃঃ অঃ ১৮ই অক্টোবর জনার্দ্দন শেঠ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মুচ্ছুদ্দী (Benian, দালাল) পদে নিযুক্ত হন। দালাল নবনিয়োগের

(১) Ormas History of India. Vol. II. p. 17.

(২) রাজাবলি, ৯১-৯২ পৃঃ।

সময় সামান্য একটু উৎসবের প্রথা ছিল। একটী শিরোপা, এক বোতল গোলাপ জল ও পান দিয়া তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করা হইত। চালানি দ্রব্যের উপর দালালের হার শতকরা ৩৲ টাকা এবং সামান্য বেতনও ছিল। খরিদ মালের উপর প্রতি টাকায় আধ পয়সা দালালি পাইতেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলিকাতার কুঠী স্থাপন করা অবধি ১৭৫৩ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত শেঠ-বসাকগণের সহিত চুক্তি করিয়া অগ্রিম দাদন (বায়না) দিয়া পণ্য দ্রব্য সংগ্রহ করা প্রথা ছিল। তাহাতেই শেঠ-বসাকগণ দাদনি বণিক নামে অভিহিত হয়েন। পূর্ব্বোক্ত তিনখানি গ্রাম ইংরাজদিগের দখলে আসিবার পর ১৭০৭ খৃঃ অঃ ১২ জুন তারিখে শেঠ-বাগানের খাজনা বৃদ্ধি করা হয়। জনার্দ্দন শেঠ, গোপাল শেঠ, যাদুশেঠ, বারানসী শেঠ এবং জয়-কিষণ শেঠ আপত্তি করায়, ১১ই সেপ্টেম্বর সিদ্ধান্ত হয়, যেহেতু শেঠগণ এই জমি ইংরাজদিগের আসিবার পূর্ব্ব হইতে উদ্যান রচনা করিয়া ভোগ দখল করিতেছেন এবং তাঁহারা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেনিয়ান ও ঐ স্থানের বাসিন্দা, সুতরাং খাজনা কিছু হ্রাস করিয়া বিঘা প্রতি আট আনা হিসাবে কিঞ্চিৎ অধিক ৫৫৲ খাজনা ধার্য্য করা হইল। আরও সিদ্ধান্ত হয় যে ইঁহারা সকলে দুর্গ এবং শেঠ-বাগানের মধ্যবর্ত্তী বড় রাস্তাটী যাহা গোবিন্দপুর গ্রামের উত্তরে বড়বাজার পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে তাহা তাঁহারা মেরামত এবং পরিষ্কার রাখিবেন। পরে ঐ পথটী ক্লাইভ ষ্ট্রীট নামে পরিচিত ছিল। বর্ত্তমানে উহা নেতাজী সুভাষ রোড নামে খ্যাত। বর্ত্তমান চিৎপুর রোডের দুধারে কোম্পানীর দালাল জনার্দ্দন বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন। (১) হুগলীতে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইবার জন্য

---

(১) Bengal public consultation, Fort William, September, 11th 1707. Bengal, Vol. I. The Seth's Garden.

১৭০৯ খৃঃ অঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাদের বেনিয়ান জনার্দ্দন এবং কর্ম্মচারী আমেদকে রাজপুর ধনাগারের কমিশনার মহম্মদ রিজাকে ৫০০৲ টাকা মূল্যের একটী উপঢৌকন দিবার জন্য হুগলীতে পাঠান। জনার্দ্দন তথায় মহাসমাদরের সহিত অভ্যর্থিত হয়েন। ইনি ইংরাজ বণিকবর্গের সংসর্গে থাকিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হয়েন। তিনি তাঁহার উপযুক্ত তিন পুত্র—১ বৈষ্ণব দাস, ২ মাণিক চাঁদ ও ৩ শোভা চাঁদকে রাখিয়া ১৭১২ খৃঃ অঃ পরলোক গমন করেন। শোভা চাঁদ নিঃসন্তান। ইঁহার স্ত্রী দ্রৌপদী।

১১।২ **বারাণসী শেঠ**।—কিরণ চন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র। ইনি গোবিন্দপুরে বসবাস করিতেন। অগ্রজ জনার্দ্দনের মৃত্যুতে ইনি তাঁহার মুচ্ছুদ্দি পদে নিযুক্ত হয়েন। (১) জনার্দ্দনের মৃত্যুতে ইংরাজ বণিকগণ তাঁহার বিশেষ অভাব অনুভব করিয়াছিলেন। (২) বারাণসীর হস্তে সমস্ত হিসাব পত্র ও কার্য্যের ভার পড়িয়াছিল। তাহারা রামকৃষ্ণ ভীমকে মুচ্ছুদ্দির পদে নিযুক্ত করেন। কয়েক মাস মধ্যে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার স্থানে হরিনাথ প্রতিষ্ঠিত হন। বিভিন্ন জাতির সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য করায় শেঠগণ আপত্তি করেন। এদিকে শেঠ-বসাক বণিকদিগকে পরিত্যাগ করায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্য অচল হইয়া উঠিল। ১৭১৯ খৃঃ অঃ তাঁহারা স্থির করেন যে বারাণসী শেঠ ভিন্ন অন্য কেহ তাঁহাদের এজেন্সীর কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালনা করিতে সমর্থ নহে। প্রকৃত পক্ষে তখন কলিকাতার ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালন বিষয়ে শেঠগণেরই একমাত্র অভিজ্ঞতা ছিল। বাজারে পশমী বস্ত্রের একদর রাখিবার

---

(১) Early Annals of the English in Bengal, by C. R. Wilson M. A. Chap. VII. p. 16.

(২) Bengal public consultation, Fort William, Feb. 11th, 1712.

জন্য ইংরাজেরা বারাণসী শেঠকে উহা বিক্রয় করিতে মনস্থ করেন, কিন্তু তিনি পূর্ব্ব বৎসরে বহু পশমী বস্ত্র খরিদ করিয়াছিলেন, উহা মজুত থাকায় তিনি লইতে অস্বীকার করেন, তাহাতে ইংরাজদিগকে কিছু বিব্রত হইতে হইয়াছিল। ইংরাজদিগের হুগলীতে লক্ষীঘাট ও মোগলপুরের কুঠী হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িলে, যবচার্ণক তদীয় গোমস্তা বারাণসীর লক্ষীপুরের বাগান খরিদ করিয়া একটী কুঠীর ভিত্তি পত্তন করেন এবং দ্বিতল ও ত্রিতল গৃহ নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হন। প্রতিবাসীর বাধা পাইয়া তাহাকে কার্য্য বন্ধ রাখিতে হয়। (১) ইংরাজেরা তাঁহাদের প্রধান অধ্যক্ষ বারাণসীকে হুগলীতে জৈমুদ্দিন খাঁর নিকট পাঠাইয়া জ্ঞাত হন যে, করমণ্ডল উপকূলে ওয়েষ্টার্ণ কোম্পানী নামে ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার জন্য বাদশাহের অনুমতি পাইয়াছেন। বারণসী শেঠ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র—শ্যামসুন্দর ও সুখময়—নিঃ।

১১।৩ **নন্দরাম শেঠ**।—কিরণ চন্দ্রের ৩য় পুত্র। তাঁহার তিন পুত্র—১ কালিচরণ, ২ প্রয়াগ চন্দ্র, ৩ জগন্নাথ। প্রয়াগ চন্দ্রের পুত্র—ব্রজবল্লভ—নিঃ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেনিয়ান ছিলেন। জগন্নাথের পুত্র—রাধাকান্ত—নিঃ। ইনিও বেনিয়ান ছিলেন। ১৭৫০ খৃঃ অঃ স্বর্গারোহণ করেন। ইঁহারা বিনা শুল্কে মুর্শিদাবাদ হইতে বস্ত্র আমদানী করিয়া ইংরাজদিগকে সরবরাহ করিতেন। তাহাতে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সহিত গোলযোগ বাধে। (২)

১১।৪ **গোঁসাইদাস শেঠ**।—কিরণচন্দ্রের ৪র্থ পুত্র। তাঁহার তিন পুত্র—১ কুঞ্জবিহারী, ২ লালবিহারী, ৩ গোরাচাঁদ। লালবিহারীর

---

(১) প্রবাসী, ১৩২০।

(২) Asiatic Journal, 1750-51. Hamiltons Statistical Account of Bengal. Vol IX. p. p. 257-258.

পুত্র বৃন্দাবন চন্দ্র—নিঃ। ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেনিয়ান ছিলেন। (১) এক্ষণে গোঁসাই দাসের বংশ লুপ্ত।

১২।১ **বৈষ্ণব চরণ শেঠ**—ইনি বৈষ্ণব দাস নামে খ্যাত। জনার্দ্দনের প্রথম পুত্র। গোবিন্দপুরে শুভলগ্নে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি একজন ক্রোড়পতি সম্ভ্রান্ত ও পদমর্য্যাদাশালী বস্ত্র বণিক। গোবিন্দপুরে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের স্থান আবশ্যক হইলে তিনি গোবিন্দজীউ ঠাকুরকে লইয়া আত্মীয় কুটুম্বগণের সহিত গোবিন্দপুর হইতে উঠিয়া আসিয়া সুতানুটী গ্রামের অন্তর্গত বড়বাজার নামক স্থানে বসতি করেন। তাঁহার বাসভবনের সংলগ্ন গোবিন্দ জীউর ঠাকুরবাটী এক্ষণে ট্যাকসালের পূর্ব্বদিকে ১৮।১ নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোডে অবস্থিত। পূর্ব্বে ঐ ঠাকুর বাটীর পদ ধৌত করিয়া করুণাময়ী কলনাদিনী ভাগীরথী প্রবাহিতা ছিল। অদ্যাবধি তথায় প্রত্যহ দশ সের চাউলের অন্নভোগ হইয়া অতিথি ভোজন করান হয়। পলাশীর যুদ্ধের পর ১৭৫৭ খৃঃ অঃ গোবিন্দপুরে বর্ত্তমান দুর্গ নির্ম্মাণ হয়। তথায় তাঁহাদের গড় অর্থাৎ খাদ খনিত হওয়ায়, ঐ স্থান গড় গোবিন্দপুর নামে খ্যাত হয়। বৈষ্ণব চরণ প্রমুখ বহু শেঠ-বসাকগণ বিস্তর ক্ষতি খ্যাসারত লইয়া তাঁহাদের বাসস্থান এবং বস্ত্র বয়নের কার্য্যালয় স্থানান্তরিত করেন। (২) কালীদেবীর সেবাইতগণও, প্রায় ১৫০ বৎসর গোবিন্দপুরে বাস করিয়া, কালীঘাটে উঠিয়া যান। বৈষ্ণব দাস একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তিনি প্রত্যহ গঙ্গা-জলপূর্ণ কলস, নিজ নামাঙ্কিত শীলমোহর করিয়া গঙ্গাহীন প্রদেশে

---

(১) East India United Service Journal 1750-51

(২) Letters to the court of Directors, Jan, 10th, 1758 para 110 In Long's Selections from Unpublished records of Government. Vol I. para 117 Calcutta 1869.

প্রেরণ করিতেন। তিলঙ্গনা প্রদেশের রাম রাজা তাঁহার প্রেরিত গঙ্গাজল ভিন্ন পূজা করিতেন না। (১) বৈষ্ণবদাস যেমন ধনকুবের ছিলেন, তেমনি ধর্ম্মেও যুধিষ্ঠির। কথিত আছে যে, তাঁহার মাতা-ঠাকুরাণী, জনৈক রাজমাতার জলসংক্রান্তি ব্রত উপলক্ষে ১০৮টি গঙ্গা-জলপূর্ণ রৌপ্য কলস দান করিতে দেখিয়া তিনি তাঁহার পুত্রের নিকট ঐরূপ বাসনা করেন। পুণ্যশ্লোক প্রাতঃস্মরণীয় বৈষ্ণব দাস, পর বৎসর ১০৮টী দিঘী পুণ্যধাম বারাণসী ও পুরুষোত্তম (জগন্নাথ) ক্ষেত্র হইতে কলিকাতার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে খনন করতঃ এবং তদুপকূলে ১০৮টী ব্রাহ্মণ পরিবারের বসতি স্থাপন করাইয়া মাতাঠাকু-রাণীর জলসংক্রান্তি ব্রত উদ্‌যাপন করান। (২) পুরীধামের চন্দন পুকুর, বালটীকারীতে শেঠ দিঘী, কালীঘাটের দিঘী উহার মধ্যে অন্যতম। তৎকালীন প্রথানুযায়ী বড়বাজারে দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের বসতি স্থাপন করেন। নীলমণি ঠাকুরকে জোড়াসাঁকোয় কয়েক কাঠা জমি বাসার্থে দান করেন। (৩) রামদুলাল মিশ্রকে জোড়াবাগানে ৫ কাঠা জমি দান করেন। রামরতন ঠাকুরকে ধোবা পুকুরে (রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীটে) ১ বিঘা ৪৷৷০ কাঠা জমি দান করেন। বর্ত্তমান কাশীপুরে শ্রীশ্রী৺সর্ব্বমঙ্গলা ঠাকুরাণীকে ২ বিঘা জমি দান করেন। বাগবাজারে সেতুর নিকট ফকিরকে ১০ কাঠা জমি দান করেন। মাতৃশ্রাদ্ধে দানসাগর উপলক্ষে গজ দান করিয়া গজদানি উপাধি লাভ করেন। তাঁহার বহু ভূসম্পত্তি ছিল। জোড়াবাগানে পাশাপাশি দুইটী বাগান তাঁহার ছিল। দেশরক্ষার্থে ঐ বাগানে ইংরাজদিগের

---

(১) Calcutta in the Olden times—Its localities—by Rev. J. Long

(২) বৈষ্ণব দাস শেঠের বংশধর অনুকূল চন্দ্র শেঠের হস্তলিপি।

(৩) Memoir of Dwarka Nath Tagore—by Kishori Mohan Mitra 1870. বিশ্বকোষ ৯ম ভাগ, ১০২ পৃঃ।

কামান বসান (Battery) ছিল। ঐ বাগানের পূর্ব্বদিকস্থ রাস্তার নাম অদ্যাপি 'বৈষ্ণব চরণ শেঠ ষ্ট্রীট' নামে অভিহিত এবং তদ্‌সংলগ্ন গলি দুটীও তাঁহার নামে অদ্যাপি খ্যাত। টালায় (বর্ত্তমান কাশীপুরে) ৫১ বিঘা ৮ কাঠা জমি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বিক্রয় করেন। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাশীজোড়া নিবাসী দামোদর দাস বর্ম্মার পূর্ব্বপুরুষ কাশীনাথ বর্ম্মার নামানুসারে টালার কিয়দংশ কাশীপুর নামে অভিহিত হয়। ঐ স্থানে ইংরাজদিগের সূতার গুদাম ছিল। পরে উহা দুর্গে পরিণত হয়। এক্ষণে তথায় কাশীপুর গান্ এণ্ড সেল ফ্যাক্টরী অবস্থিত। তাঁহার সততার বহু উল্লেখ আছে। এক সময়ে তিনি বর্দ্ধমানের তাম্বুলি-বণিক গোবর্দ্ধন রক্ষিতের নিকট হইতে দশ হাজার মণ চিনি আমদানী করেন। কদমতলা ঘাটে (ট্যাকসালের নিকট) মাল আসিলে, তিনি কর্ম্মচারীগণের প্ররোচনায়, উহা নমুনানুযায়ী নহে জানিয়া মূল্যের কিঞ্চিৎ হ্রাস করিতে গোবর্দ্ধনকে অনুরোধ করেন। অসাধু উপায়ে কলঙ্ক গ্রহণ না করিয়া তিনি সমুদয় চিনি গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দেন। কিয়ৎ পরিমাণে কার্য্য সাধিত হইলে বৈষ্ণব দাস গোবর্দ্ধনের মনোভাব জানিয়া অবশিষ্ট চিনি লইয়া সম্পূর্ণ মূল্য দিতে চাহেন। রক্ষিত মহাশয় শেঠ মহাশয়ের এরূপ সততা দেখিয়া কেবলমাত্র অবশিষ্ট মালের দাম লইয়া বিবাদ মিটাইয়া লয়েন। একদা তিনি তাঁহার অংশীদার গৌরী সেনের নামে কিয়ৎ পরিমাণ দস্তা ক্রয় করেন। দস্তার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রৌপ্য পাওয়া যায়। ইহা তাঁহার অংশীর সৌভাগ্যে ঘটিয়াছে ভাবিয়া উহার লভ্যাংশ সমস্তই তাঁহাকে দেন। তাহাতে গৌরী সেন ধনবান হইয়া ঋণগ্রস্থ বা দাদনের টাকা প্রত্যর্পণ করিতে অপারক অথবা সদনুষ্ঠানের জন্য কলহাদি করিয়া যাহারা অর্থদণ্ডে কারাবাস ভোগ করিতেন, তিনি ঐ দৈবোপার্জ্জিত অর্থ হইতে সাহায্য

করিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিতেন। তাহাতেই "লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন" এই প্রবাদটি প্রচলিত। (১) খৃষ্টীয় সপ্তদ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে আমিন চাঁদ নামক জনৈক শিখ বণিক বঙ্গদেশে আসিয়া তদানীন্তন প্রথিত-যশা বণিক বৈষ্ণব চরণ ও তস্য ভ্রাতা মাণিকচাঁদ মহোদয়গণের নিকট কার্য্যে নিযুক্ত হন। ইনি বাঙ্গালার ইতিহাসে উমিচাঁদ নামে পরিচিত। স্বীয় কর্ম্মদক্ষতার গুণে ইনি অচিরেই শেঠ-গণের কারবারের প্রধান অধ্যক্ষ হইয়া উঠেন এবং প্রভূত ধনোপার্জ্জন করেন। পরিশেষে তিনি স্বয়ং পৃথক ভাবে ব্যবসা বাণিজ্য আরম্ভ করেন। (২) ইনি অন্তিম অবস্থায় লর্ড ক্লাইভের প্ররোচনায় পড়িয়া উন্মত্ত প্রায় হন। বর্গীর অত্যাচারের জন্য ১৭৪২ খৃঃ অঃ বৈষ্ণব দাস প্রমুখ শেঠ-বসাক বণিকবর্গের উদ্যোগে ও ব্যয়ে সুতানুটীর উত্তরাংশ হইতে গোবিন্দপুরের দক্ষিণাংশ পর্য্যন্ত মার্হাট্টা খাদ নামে এক পরিখা খনিত হয়। (৩) এ সময়ে সমাজ বন্ধন দৃঢ় ছিল। বৈষ্ণব চরণের সমাজ বন্ধন বাটীতে সমাজের গুণাগুণ বিচার হইত। তখন সমাজে পাঁচজন দলপতি ছিলেন, যথা—বৈষ্ণব চরণ শেঠ, চৈতন্য চরণ শেঠ, গৌর সুন্দর শেঠ, রাধাকৃষ্ণ বসাক ও বৃন্দাবন চন্দ্র বসাক। সমাজ বন্ধন বাটীতে যে সভা-সমিতি হইত, তাহা "সতেক" নামে বিদিত ছিল। বৈষ্ণব চরণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত একচেটে ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া ঐশ্বর্য্যবান হন। হরিপাল, ধনেখালি, গৌরীপুর, বাঁটরা, ২৪ পরগণা প্রভৃতি স্থানে তাঁহার বস্ত্র বয়নের কার্য্যালয় ছিল। সময়ে সময়ে তিনি কোম্পানীকে বহু অর্থ

---

(১) Calcutta in the Olden time—Its localities by Rev. J. Long.

(২) সরল বাঙ্গালা অভিধান—উমিচাঁদ, সুবলচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত। Memoir of D. N. Tagore by—K. M. Mitra, 1870

(৩) Ormas' History of Indostan, Vol. I. p. 45.

কর্জ্জ দিয়া তাঁহাদিগের যথেষ্ট উপকার করিতেন। তিনি পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে বহু স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি করিয়াছিলেন। তাহার মূল্য তেত্রিশ লক্ষ টাকা আর্কট ও মনিস্থরতি ধার্য্য হইয়াছিল। সেকালে সঞ্চিত অর্থাদি ভূগর্ভে প্রোথিত থাকিত। পরিশেষে ব্যবসা-বণিজ্যে লোকসান যাইলে, তিনি বহু সম্পত্তি উমিচাঁদের নামে বেনামা করিয়াছিলেন। (১) ইহার ভ্রাতা মাণিক চাঁদের মৃত্যুতে বর্দ্ধমানের বুড়ি রাণীর নিকট অর্থ সংক্রান্তে তিনি কিছু বিব্রত হইয়াছিলেন। কাশীজোড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানীয় রাজন্যবর্গের সহিত তাহার বন্ধুত্ব ছিল। স্বীয় পত্নী তনুমণি এবং তাঁহার দুই পুত্র—নিমাই চরণ ও গৌরচরণকে রাখিয়া ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি বৈকুণ্ঠ ধাম গমন করেন। তনুমণি শেঠাণী তাঁহার স্বামীর আত্মার তৃপ্তির জন্য কোতরঙ্গে দ্বাদশ শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বৃন্দাবনে তিনি তাঁহার সৎকীর্ত্তি ও দানশীলতার জন্য প্রসিদ্ধ। (২)

১২।২ **মাণিক চাঁদ শেঠ**।—জনার্দ্দনের দ্বিতীয় পুত্র। ইনি বৈষ্ণব চরণের সহিত নানা ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন। ১৭৪০ খৃঃ অঃ তিনি বর্দ্ধমান রাজ সরকারে দেওয়ান ছিলেন। বর্দ্ধমানের রাজা কীর্ত্তি চাঁদের পুত্র রাজা চিতি সিংহের নিকট তিনি সময়ে সময়ে অর্থাদি কর্জ্জ লইতেন। আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ে নবাব দরবারে ইহার প্রতিপত্তি হয় এবং নবাব প্রসাদে উন্নত হইতে উন্নতর পদ লাভ করেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত আলিবর্দ্দীর যুদ্ধকালে ইনি নবাবের পার্শ্বচর

---

(১) সুপ্রীম কোর্টের বিবরণ।

(২) Calcutta under the Government—the life of its localities. Chap. VII. The Early Annals of the English in Bengal, by C. R, Wilson M. A.

হইয়া যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন। (১) ইংরাজেরা সূতার কুঠীগুলি দুর্গে পরিণত করায় নবাব সিরাজদ্দৌলা ১৭৫৬ খৃঃ অঃ ৩০ সহস্র সৈন্য লইয়া কাশীপুর, বাগবাজার ও কলিকাতার দুর্গগুলি আক্রমণ করেন। তিনি কলিকাতা অধিকার করিয়া সেনাপতি মাণিকচাঁদের হস্তে কলিকাতার শাসন ভার দিয়া নিজে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। (২) মহারাজা মাণিকচাঁদ তিন সহস্র সিপাহীর সাহায্যে কলিকাতার শাসন ভার পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তাহাতে তিনি কলিকাতার শাসনকর্ত্তা (Governor) নামে বিদিত। (৩) নবাবের আদেশে কলিকাতার নাম আলিনগর হয়। অদ্যাপি আলিপুর নামটী তাহার কথঞ্চিৎ নিদর্শন। পরে ইংরাজেরা কলিকাতা পুনরুদ্ধার করেন বটে কিন্তু তখনও তাঁহারা জমিদার মাত্র ছিলেন। ১৭৫৮ খৃঃ অঃ নবাব মির্জ্জাফর তাঁহাদিগকে খাজনা দানে নিষ্কৃতি দেন। তিনি প্রজাগণের ক্ষতি পুরণের জন্য বিশ লক্ষ টাকা বিতরণ করেন। মাণিকচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁহার বঁড়িষা ও বেহালার বহু সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। তাঁহার তিন পুত্র—১ পীতাম্বর, ২ গোকুল চাঁদ—নিঃ, ৩ চৈতন্যচরণ—নিঃ।

১৩।১ **নিমাই চরণ শেঠ**।—বৈষ্ণব চরণের প্রথম পুত্র। ইনি নিমাই চাঁদ নামে বিদিত। ইহার স্ত্রী গুণমনি। ইনি নীলমনি ঠাকুরকে জোড়াসাঁকোয় কয়েক কাঠা জমি বাসার্থে দান করেন। (৪) ঐ স্থানে (বর্ত্তমান দ্বারিকানাথ ঠাকুর লেনে) এক্ষণে ঠাকুর

---

(১) সরল বাঙ্গালা অভিধান, সুবলচন্দ্র মিত্র প্রণীত—মাণিকচাঁদ।

(২) History of India, by Romesh Chandra Dutt, p, 177.

(৩) History of British India, by Hugh Murrey, p. 320.

(৪) বিশ্বকোষ, ৯ম ভাগ, ১০২ পৃঃ। Memoir of Dwarka Nath Tagore by Kishori Mohan Mitra, 1870,

প্রাসাদ অবস্থিত। ইনি অপুত্রক অবস্থায় ১৭৬৩ অব্দে পরলোক গমন করেন[৩]।

১৩।২ **গৌর চরণ শেঠ**।—বৈষ্ণব চরণের কনিষ্ঠ পুত্র। ইঁহার প্রথমা পত্নী পরমেশ্বরীর গর্ভে রামপ্রিয়া ও লক্ষীমনি নামে দুইটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী রামমণির গর্ভে কোন পুত্র সন্তান না থাকায়, নন্দরামের বংশধর চাঁদ মোহনের পুত্র কৃষ্ণ মোহনকে পোষ্য পুত্ররূপে গ্রহন করেন। গৌর চরণ ১৭৮০ অব্দে পরলোক গমন করেন।

১৪। **কৃষ্ণ মোহন শেঠ**।—গৌরচরণের পোষ্য পুত্র। তিনি তাঁহার পিতামহ বৈষ্ণব চরণ শেঠের নামাঙ্কিত গঙ্গাজল নানাস্থানে প্রেরণ করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম প্রেমবতী। তাঁহার গর্ভে রাজকুমার ও ব্রজকুমার নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। ১৮৫৫ অব্দে স্বর্গারোহণ করেন।

১৫।১ **রাজ কুমার শেঠ**।—কৃষ্ণ মোহনের প্রথম পুত্র। তাঁহার দুই পত্নী, মনিকর্ণিকা ও ভগবতী। তাঁহার পাঁচ পুত্র, ১ দেবেন্দ্র নাথ—নিঃ, ২ দনুজেন্দ্রনাথ—নিঃ, ৩ দাঁতু—নিঃ, ৪ মহীন্দ্রনাথ—নিঃ, ৫ নৃপেন্দ্রনাথ—নিঃ। রাজকুমার ১৮৪৬ অব্দে পরলোক গমন করেন। এক্ষণে তাঁহাদের বংশ লুপ্ত।

১৫।২ **ব্রজ কুমার শেঠ**।—কৃষ্ণমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার স্ত্রী লক্ষ্মীমণি। তিনি ধনবান ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র পন্নগেন্দ্র-মোহন ও সুজেন্দ্রমোহন, ব্রজকুমার ১৮৬৫ অব্দে পরলোক গমন করেন।

১৬।১ **পর্ণগেন্দ্র মোহন শেঠ**।—ব্রজকুমারের প্রথম পুত্র। ইঁহার পত্নী দমনমণি। ইঁহার চার পুত্র—১ শশীভূষণ, ২ গিরিজা ভূষণ—নিঃ, ৩ কৈলাসভূষণ—নিঃ, ৪ শ্যামাভূষণ—নিঃ। সকলে ধন-শালী ছিলেন। পন্নগেন্দ্র ১৮৬৯ অব্দে পরলোক গমন করেন।

১৭।১। **শশীভূষণ শেঠ**।—পন্নগেন্দ্রমোহনের প্রথম পুত্র। ধনশালী ছিলেন। ১৮৮৯ খৃঃ অঃ ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার তিন পুত্র—১ কানাইলাল—নিঃ, ২ গোবিন্দলাল, ৩ মতিলাল। গোবিন্দলালের পুত্র অমর নাথ, মতিলালের তিন পুত্র—১ সুশীল কুমার, ২ অনিলকুমার, ৩ পশুপতিকুমার—নিঃ। ইহারা এক্ষণে গোবিন্দ জীউর অন্যতম সেবায়েত।

১৬।২ **সুজেন্দ্র মোহন শেঠ**।—ইনি মনসা শেঠ নামে বিদিত। ব্রজকুমারের দ্বিতীয় পুত্র, ভুবনেশ্বরী তাঁর পত্নী। ইনি ধনশালী ছিলেন। ইহার পাঁচ পুত্র—১ অতুল চন্দ্র, ২ অনুকূল চন্দ্র, ৩ লালমোহন, ৪ মন্মথ নাথ, ৫ হীরালাল। ইহাদের জোড়াবাগানের জমির কিয়দংশ ১৯১৭ খৃঃ অঃ কলিকাতা কর্পোরেশন গ্রহণ করিয়া "জোড়াবাগান স্কোয়ার নামে সাধারণের বেড়াইবার উদ্যান রচনা করিয়া দিয়াছেন। তথায় একটী রাস্তা সুজেন্দ্র শেঠ লেন নামে বিদিত আছে। সুজেন্দ্র মোহন ১৩১২ সালে দেহ রাখেন।

১৭।১ **অতুলচন্দ্র শেঠ**।—তাঁহার পুত্র সতীশ চন্দ্র, তাঁহার ডাক নাম চণ্ডী। তিনি কিছুকাল সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। এক্ষণে গোবিন্দ জীউর সেবা করেন। অতুল চন্দ্র ১৮৯৪ অব্দে পরলোক গমন করেন।

১৭।২ **অনুকূল চন্দ্র শেঠ**।—ইনি স্বজাতির বহু ইতিহাস ও কুলুজী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ১৩১৪ সালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার দুইপুত্র—রামানুজ ও পান্নালাল। রামানুজের ছয় পুত্র, ১ রমেশ, ২ দীনেশ, ৩ নৃপেন্দ্র, ৪ রাজকুমার, ৫ নবীন, ৬ রবীন্দ্র। ইহারাও গোবিন্দ জীউর সেবা করেন।

১৭।৩ **লালমোহন শেঠ**।—১৩১১ সালে মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই পুত্র—বৃন্দাবন চন্দ্র ও গোবর্দ্ধন চন্দ্র—নিঃ। বৃন্দাবনের তিন পুত্র—১ অমল, ২ বিমল, ৩ নাম অজ্ঞাত। ইহারাও গোবিন্দজীউর সেবাইত।

১৭।৪ **মন্মথ নাথ শেঠ**।—১৩৪১ সালে মৃত্যু হয়। ইঁহার দুই পুত্র—সুশীল কুমার ও বলাই চাঁদ। সুশীলের দুই পুত্র—রবীন কুমার ও যতীন কুমার। ইহারাও গোবিন্দ জীউর সেবাইত। বলাইয়ের তিন পুত্র—সরোজ, মনোজ ও ধীরাজ। এক্ষণে সকলে ভবানীপুরে বসবাস করেন।

১৭।৫ **হীরালাল শেঠ**।—ইহার সাত পুত্র—১ ভবস্মরণ, ২ সত্যস্মরণ, তাহার পুত্র দিলীপ কুমার; ৩ হরিস্মরণ, ৪ শিবস্মরণ, ৫ রামস্মরণ, ৬ কার্ত্তিকস্মরণ, ৭ অনিলস্মরণ। ইহারা সকলে গোবিন্দজীর অন্যতম সেবাইত। এক্ষণে ভবানীপুরে বসবাস করেন।

(ঋ) ১২।২ **রাজা মাণিকচাঁদ শেঠ** (জনার্দ্দনের দ্বিতীয় পুত্র, পৃঃ ৩০)
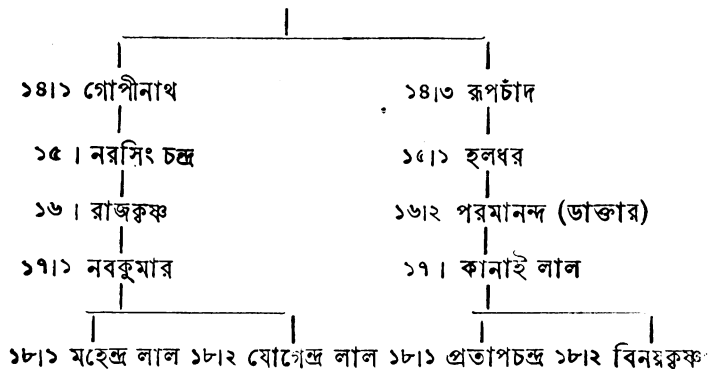
১৩।১ **পীতাম্বর শেঠ**।—মাণিকচাঁদের প্রথম পুত্র। ইনি রাজা নবকৃষ্ণকে ৬ কাঠা জমি ৩০০৲ আর্কট মূল্যে বিক্রয় করেন। যাহার উপর বর্ত্তমান শোভাবাজার রাজবাটী অবস্থিত। ১৭৯২ অব্দে পরলোক গমন করেন। ইহার তিন পুত্র—১ গোপীনাথ, ২ বলরাম—নিঃসন্তান, ৩ রূপচাঁদ। রূপচাঁদের দুই পুত্র—হলধর ও গদাধর।

১৫।১ **হলধর শেঠ।**—রূপচাঁদের ১ম পুত্র, রাণীবালা তাঁর স্ত্রী। তাঁর দুই পুত্র—লালচাঁদ—নিঃ ও পরমানন্দ। ১৬।২ পরমানন্দ সরস্বতীর পাণিগ্রহণ করেন। ইনি বাদুর বাগান হাঁসপাতালের ডাক্তার ছিলেন, পুঃ—কানাইলাল। ১৭। কানাইলালের শৈশবে মাতৃবিয়োগ হয়। চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রমকালে গগনমণিকে বিবাহ করেন। তিনি কয়লার ব্যবসা-বাণিজ্য করতঃ গাড়ীঘোড়া করিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র বিধবা পত্নী এবং দুটী শিশু পুত্র প্রতাপচন্দ্র ও বিনয়কৃষ্ণকে রাখিয়া ১৮৮৪ অব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁর পত্নী ১৯১৪ অব্দে স্বর্গলাভ করেন।

১৮।১ **প্রতাপ চন্দ্র শেঠ।**—কানাই লালের প্রথম পুত্র। পিতামহের দেহান্তে ১২৭৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে যদুপণ্ডিতের পাঠশালায় ভ্রাতৃযুগলে শিক্ষালাভ করিয়া বেঙ্গল একাডেমি (অধুনা লুপ্ত) এবং ট্রেণিং একাডেমিতে ইংরাজী শিক্ষালাভ করিতে থাকেন। পরে ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে প্রবেশ করেন। অবস্থার বিপর্য্যয়ে আত্মীয়-কুটুম্বের নিকট প্রতিপালিত হন। আর প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়া হইল না। অতঃপর জনৈক এটর্ণির অফিসে কার্য্য শিক্ষা করিতে যান। দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে অবস্থা ফিরান সুদূর পরাহত জানিয়া ইংরাজ বণিকদিগের অফিস হইতে উডকাট ও ইলেক্ট্রো ব্লকের অর্ডার আনিতে লাগিলেন তাঁহার ভ্রাতা বিনয়কৃষ্ণ উহা প্রস্তুত করিয়া দিতে থাকেন। এইরূপে স্বাধীন ব্যবসায়ে ভবিষ্যত উন্নতির সোপান গড়িয়া ওঠে। "শেঠ ব্রাদ্রার্স" নামে ব্লকের কারখানায় ২।১টী করিয়া কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতে লাগিল। পরে "সুষমা" নামে সুগন্ধি কেশ তৈল ও অন্যান্য

পুঃ=পুত্র। নিঃ=নিসন্তান।

প্রস্থাবন দেবী প্র...
একটী প্রেস খরি...
হয়। ক্রমশঃ ব্যবসা ব...
এমন সময়ে প্রতাপ চন্দ্র
দিনী সুন্দরীকে বিবাহ
পি, শেঠ এণ্ড কোং" নামে
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৮৯...
একখানি বাটী খরিদ করিয়া
করেন। পরে ইংরাজ টোলায়
বাটীতে বিস্কুটের কারখানা স্থা...
বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯১৪ খৃঃ অ...
করেন। ঐ সময়ে ইউরো...
বিস্কুট সরবরাহ করিয়া ধন...
মোটর গাড়ী করিলেন। বরান...
টালাঙ্গায়, রামকান্ত সেন
স্থায় বিস্কুটের কল কারখানা
করেন, তদবধি ইহা "লিলি
১৩৩১ সালে প্রতাপচন্দ্রের স...
স্থবায় সংরক্ষণী সমাজ" নামে
রূপে কারবারটী প্রাইভেট লি...
রিণত। কারবারটী ৫০ ...
উন্নত হয়। (১) ১৩৪৫ সালে ...
পত্নী ১৩৫১ সালে স্বর্গারোহণ

(১) দেশপ্রাণ—ভাদ্র, কার্ত্তিক ...
...—আত্মচরিত, বিনয়কৃষ্ণ শেঠ

প্রসাধন দ্রব্য প্রস্তুত করিতে থাকেন। বিজ্ঞাপন মুদ্রিত করিবার জন্য একটী প্রেস খরিদ করেন। পরে উহা "সুষমা প্রেস" নামে বিদিত হয়। ক্রমশঃ ব্যবসা বাণিজ্য উন্নতির শিখরে আরোহণ করিতে থাকে। এমন সময়ে প্রতাপ চন্দ্র অলম্বৃষী গোত্রীয় তুলসীদাস বসাকের কন্যা বিমলা সুন্দরীকে বিবাহ করেন। পরে যাবতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য "পি, শেঠ এণ্ড কোং" নামে চলিতে লাগিল। এই কারবারটী ভ্রাতৃদ্বয়ে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৮৯৭ খৃঃ অঃ রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য লেনে একখানি বাটী খরিদ করিয়া ১৯০০ খৃঃ অঃ তথায় কার্য্যালয় স্থাপিত করেন। পরে ইংরাজ টোলায় একটী অফিস খোলেন। ১৯০৯ খৃঃ অঃ সিঁথীতে বিস্কুটের কারখানা স্থাপিত হয়। বিস্কুটের কার্য্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯১৪ খৃঃ অঃ বরানগরে কল কারখানা স্থানান্তরিত করেন। ঐ সময়ে ইউরোপের মহাসমরে সৈন্যসামন্তগণের জন্য বিস্কুট সরবরাহ করিয়া ধনশালী হন। ক্রমশ ঘোড়ার গাড়ী পরে মোটর গাড়ী করিলেন। বরানগরে নূতন খাল কাটিবার সূচনা হওয়ায় উল্টাডাঙ্গায়, রামকান্ত সেন লেনে জমি খরিদ করিয়া ১৯২৪ খৃঃ অঃ তথায় বিস্কুটের কল কারখানা স্থানান্তরিত করতঃ বিস্তৃতভাবে প্রতিষ্ঠান করেন, তদবধি ইহা "লিলি বিস্কুট কোম্পানী" নামে অভিহিত হয়। ১৩৩১ সালে প্রতাপচন্দ্রের সভাপতিত্বে, তাঁহার বাসভবনে "বারেন্দ্র তন্তুবায় সংরক্ষণী সমাজ" নামে এক জাতীয় সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। এক্ষণে কারবারটী প্রাইভেট লিমিটেড (যৌত কারবার) কোম্পানীতে পরিণত। কারবারটী ৫০ বৎসরে পদার্পণ করিলে রজত জয়ন্তি উৎসব হয়। (১) ১৩৪৫ সালে প্রতাপচন্দ্র পরলোক গমন করেন। তাঁহার পত্নী ১৩৫১ সালে স্বর্গারোহণ করেন। ইঁহার সাত পুত্র — ১ প্রবোধ

(১) দেশপ্রাণ—ভাদ্র, কাত্তিক ও অগ্রহায়ণ, সংখ্যা, ১৩৪৮ সাল। মন্মথ নাথ পাল সম্পাদিত—আত্মচরিত, বিনয়কৃষ্ণ শেঠ লিখিত।

চন্দ্র, তিনি ইউরোপ হইতে বার্লি প্রভৃতি প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিয়া আসিয়া বার্লি এবং লজেঞ্জেসের কল-কারখানা স্থাপিত করেন। তাঁহার পুত্র—প্রশান্ত কুমার; ২ পরিতোষ চন্দ্র, তাঁর পুত্র— প্রফুল্ল কুমার; ৩ সুনীল চন্দ্র, ৪ অনিল চন্দ্র, ৫ ভূপালচন্দ্র, ৬ প্রদ্যুৎ চন্দ্র, ৭ বিদ্যুৎ চন্দ্র। এক্ষণে কোম্পানীর সমস্ত কার্য্য ভার সুযোগ্য পুত্র-গণের উপর অর্পিত। ১৯৪২-১৯৪৪ অব্দের জগৎ ব্যাপী মহাসমরে ইঁহারা বিস্কুট ও বার্লি যথেষ্ট সরবরাহ করিয়া সুনাম অর্জ্জন করেন। ইহার মগজ প্রতাপ চন্দ্র, আর দুখানি হাত হচ্ছে বিনয়কৃষ্ণ। আজ পাঁচ শতর অধিক কর্ম্মী প্রতিদিন পূর্ণ পরিশ্রম করিয়া বাজারে বিস্কুট ও বার্লির চাহিদা মিটাইতে পারেন না।

১৮।২ **বিনয় কৃষ্ণ শেঠ**।—কানাইলালের কনিষ্ঠ পুত্র। ১২৭৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতে মেকানিক্যাল কাজে ইঁহার দক্ষতা ছিল। পিতৃ বিয়োগের পর গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে শিক্ষা-লাভ করিতে থাকেন এবং যাদব চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট লিথো, এনগ্রেভিং প্রভৃতি কার্য্য শিক্ষা করেন। সামান্য উড্ এনগ্রেভিং করিয়া উপার্জ্জনের পথ উন্মুক্ত করেন। বিনয়কৃষ্ণ ও তাঁহার বন্ধু গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য, প্রতাপ চন্দ্র কর্ত্তৃক গাজিপুর, জৌনপুর, হ্যাটরাস প্রভৃতি স্থানে শিক্ষা লাভার্থে প্রেরিত হন। তথা হইতে বিশেষজ্ঞ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ "সুষমা" নামে সুগন্ধি কেশ তৈল ও অন্যান্য প্রসাধন দ্রব্যের কারখানা স্থাপিত করেন। কিছুকাল পরে গৌরী বাবু তাঁহার অংশ ছাড়িয়া দেন। ১৮৯৮ খৃঃ অঃ বিনয়কৃষ্ণ কলত্রিষী গোত্রীয় চৈতন্য চরণ হালদারের কন্যা পুষ্পবতীর পাণিগ্রহণ করেন। পরে হাফ্‌টোন কার্য্য শিখিবার জন্য তিনি ট্রেল কোম্পানীর অফিসে কিছুদিন যাবৎ কার্য্য শিক্ষা করেন। ১৯১৬ খৃঃ অঃ কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথমে ত্রিবর্ণের চিত্র ইঁহাদের সুষমা প্রেসে মুদ্রিত হয়। বিনয়

কৃষ্ণ তাহাতে সুনাম অর্জ্জন করেন। কঠোর পরিশ্রম করিয়া তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া যায়। ১৯২৫ খৃঃ অঃ মধুপুরে একখানি স্বাস্থ্য-নিবাস খরিদ করিয়া তথায় বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে থাকেন। ৬০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বিনয় কৃষ্ণ এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র প্রবোধ চন্দ্র ইউরোপে বিস্কুট প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষালাভ করিবার জন্য প্রতাপ চন্দ্র কর্ত্তৃক প্রেরিত হন। তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া লিলি বার্লির ও লজেঞ্জেসের কল কারখানা স্থাপিত করেন। অগ্রজ স্বর্গারোহণ করিলে, বিনয় কৃষ্ণ সুযোগ্য পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্রগণের উপর কল-কারখানার সমস্ত কার্য্যের ভার অর্পণ করতঃ কর্ম্ম জীবনে যবনিকা টানিয়া দিয়া মধুপুরে স্বাস্থ্য-নিবাসে বিশ্রাম করিতে থাকেন। ভ্রাতৃভক্তি-পরায়ণ বিনয় কৃষ্ণ অতিশয় কর্ম্ম-সহিষ্ণু, নিরভিমানী এবং সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। যেমন তাঁর নাম তেমনি বিনয়ী ও চরিত্রবান। তাঁহারা অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইলেও, সাধারণ ভাবে দিনাতিপাত করিতেন। বৃদ্ধ বয়সে নিষ্ঠাবান হইয়া সদাসর্ব্বদা পূজা আহ্নিক লইয়া থাকিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রকাশ চন্দ্র শ্রীরামপুরে গঙ্গার উপর পিতা ঠাকুরের বাসের জন্য একখানি আশ্রম-বাটীকা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। বিনয় কৃষ্ণ তথায় ১৩৫৬ সালে ৺গঙ্গালাভ করেন। ইহার মৃত্যুর প্রায় মাস দেড়েক মধ্যে সহধর্ম্মিণী পতির পথানুসরণ করেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্রগণ পিতা ঠাকুরের নির্দ্দেশ মত সমাজে প্রথমে দ্বাদশাশৌচ পালন করেন। বিনয় কৃষ্ণের আট পুত্র—১। প্রকাশ চন্দ্র, ইনি চণ্ডী নামে বিদিত, তাঁর পুত্র—প্রবীর চন্দ্র। ২। বিকাশ চন্দ্র, তাঁর পুত্র—অভয় চন্দ্র। ৩। প্রভাষ চন্দ্র, তাঁর পুত্র—কার্ত্তিক চন্দ্র। ৪। বিভাষ চন্দ্র। ৫। সুভাষ চন্দ্র। ৬। সত্যনারায়ণ। ৭। শচীন্দ্রনাথ। ৮। হৃষীকেশ। সকলেই বিদ্যাশিক্ষান্তে বিস্কুট বার্লির কলকারখানা তত্ত্বাবধান করেন।

সম্প্রতি তাঁহারা "শেঠ ব্রাদার্স" নামে পাঁউরুটীর কারবার করিয়া বাজারে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন।

(চ) ১১।২ **বারাণসী শেঠ** (কিরণ চন্দ্রের ২য় পুত্র, পৃঃ ৩০)

১২।১ শ্যামসুন্দর

১৩।১ রাসবিহারী ১৩।২ বিনোদবিহারী

১২।১ **শ্যামসুন্দর শেঠ**।—বারাণসীর প্রথম পুত্র। তাঁহার দুই পুত্র—**রাসবিহারী** ও **বিনোদবিহারী**। ইঁহারা গোবিন্দপুরে (বর্ত্তমান চার্চ্চ লেন নামক স্থানে) বসবাস করিতেন। ঐস্থানে উঁহাদের নামে পূর্ব্বে একটি রাস্তা ছিল। (১) ইঁহারা জোড়া বাগান দুইটী উত্তরাধিকারী সূত্রে পাইয়াছিলেন। বর্ত্তমান বিডন উদ্যানস্থিত স্থানে শেঠ বসাকগণের বসতি ছিল। ১৭৬৬ খৃঃ অঃ বিডন উদ্যান রচনাকালে রাস বিহারী ও বিনোদ বিহারী শেঠ ৬ কাঠা জমি ১০৮৲ আর্কট মূল্যে বিক্রয় করেন। (২) ইঁহারা ১৭৬১ খৃঃ অঃ ২ বিঘা ১৩ কাঠা ৮ ছটাক জমি রাজা নবকৃষ্ণকে ২২৮৲ আর্কট মূল্যে বিক্রয় করেন। ঐ জমিতে শোভা বাজারের রাজবাটী পত্তন হয়। রাস বিহারীর ২ পুঃ—লক্ষ্মীনারায়ণ ও শ্রীনারায়ণ। বিনদ বিহারীর ৪ পুঃ—১। রামমোহন, ২। রূপচাঁদ—নিঃ, ৩। যুগল চাঁদ—নিঃ, ৪। স্বরূপ চাঁদ—নিঃ। ইঁহাদের বংশে উল্লেখযোগ্য কিছু না থাকায় ইতিহাসের কলেবর বৃদ্ধি করিলাম না।

---

(১) Poster of Blackhole.—এশিয়াটিক সোসাইটীতে রক্ষিত আছে।

(২) রাসবিহারী ও বিনোদবিহারী শেঠীর বিক্রয় কোবালা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে।—জ্ঞান চন্দ্র বসাক প্রদত্ত।

(ছ) ১১।৩ **নন্দরাম শেঠ** (কিরণচন্দ্রের ৩য় পুঃ, পৃঃ ৩০)

১২।১ কালি চরণ

১৩।১ গোপীমোহন ১৩।২ হরিমোহন ১৩।৩ চাঁদমোহন

১৪ মথুরমোহন ১৪ রসিকলাল ১৪ কৃষ্ণমোহন (গৌর চরণের পোষ্য পুত্র)

১২।১ **কালিচরণ শেঠ**।—নন্দরামের ১ম পুঃ। তাঁহার ২য় পুঃ—হরিমোহন। তাঁর পুঃ—রসিক লাল। ইহার ১ম পুঃ—রতনলাল। তাঁর পুঃ—রাধিকা মোহন। ইহার পত্নী গৌরমণিকে রাখিয়া ১৮৭১ অব্দে পরলোক গমন করেন। গৌরমণি মাথাঘসা গলিতে শ্রীশ্রী৺শ্রীধর জীউ নামক এক নারায়ণ শীলা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শ্রীশ্রী৺গোপীনাথ জীউকে ঐ বাটীর এক বিভিন্ন অংশে ১৮৮৩ অব্দে আশ্রয় দেন।

১৫।২ **নব কিশোর শেঠ**।—রসিক লালের ২য় পুঃ। ইঁহার পুঃ—রাজকৃষ্ণ, তাঁর পত্নী কৃষ্ণমণি। তাঁর ২য় পুঃ—অমুল্য কুমার, স্বর্ণ কুমারীকে বিবাহ করেন। ইনি ওয়ারিসন সূত্রে রাধিকা মোহনের সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। তাঁর পুঃ—শ্যামলাল, ১৮৯৩ অব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁর স্ত্রী গোপেশ্বরী, পুঃ—মাণিক চাঁদ। তাঁহার সময়ে ১৩১২ সালে গোপীনাথ জীউ আহিরীটোলায় উঠিয়া যান। মাণিকচাঁদের দুই পত্নী, রাধারাণী ও মোহনমালা। তাঁর পুঃ—রাম মূর্ত্তি পরলোক গমন করিবার পর মাণিকচাঁদ ১৩৫৪ সালে ইহলোক পরিত্যাগ করায় হরিমোহনের বংশ লুপ্ত হয়।

১৩।৩ **চাঁদ মোহন শেঠ**।—কালি চরণের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার পুঃ—কৃষ্ণমোহন। ইঁহাকে বৈষ্ণব চরণ শেঠের ২য় পুঃ, গৌর চরণ পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ইতিপূর্ব্বে ইঁহার বংশ পরিচয় বর্ণিত হইয়াছে।
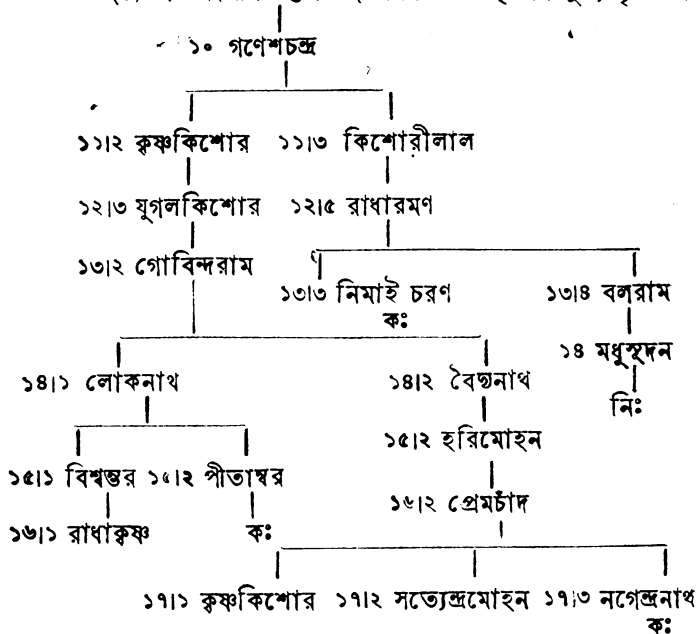
১০ **গণেশ চন্দ্র শেঠী**।—বংশীধরের পুত্র। ইনি গোবিন্দপুরে বসবাস করিতেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কাশীমবাজার, ঘাটাল, শান্তিপুর, বালেশ্বর, কাশীজোড়া প্রভৃতি অঞ্চলে নীল ও রেশমের কুঠী পরিচালনা করিতেন। বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানের তন্তুবায়দিগকে সূতা দাদন দিয়া অতি উৎকৃষ্ট এবং সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি বয়ন করাইয়া আনিয়া সূতানুটীর হাটে পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরাজ, ফরাসী, জার্ম্মাণী প্রভৃতি বৈদেশিক বণিকবর্গের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া সুনাম অর্জ্জন করেন। বর্গীর হাঙ্গামায় এবং চুয়াড়ের

কঃ=কন্যা। পুঃ=পুত্র। নিঃ=নিঃসন্তান।

অত্যাচারে ও মুসলমানদিগের উৎপীড়নে প্রজাগণ নানা দেশ হইতে ইতস্ততঃ পলায়ন করেন। অনেকে মার্হাট্টা খাদে সুরক্ষিত কলিকাতা নগরে আসিয়া রক্ষা পান। সেই সময়ে ব্রাহ্মণগণ শ্রীশ্রী৺গোপীনাথ জীউকে লইয়া কলিকাতায় আসিয়া গোবিন্দপুরে তদানীন্তন ধনী গণেশচন্দ্র শেঠের প্রাসাদে আশ্রয় লন। ঐ ঠাকুর বাটী বর্ত্তমান লাল দিঘীর উত্তর ভাগে অবস্থিত ছিল। গণেশচন্দ্র ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেনিয়ান ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র—১ গোপালচন্দ্র—নিঃ, ২ কৃষ্ণ কিশোর, ৩ কিশোরী লাল, ৪ গৌরাঙ্গ প্রসাদ—নিঃ।

১১।১ **গোপাল চন্দ্র শেঠ**।—গণেশ চন্দ্রের প্রথম পুত্র। গোবিন্দপুরে বসবাস করিতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইংরাজ বণিকদিগের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া ঐশ্বর্য্যশালী হন এবং তাঁহাদের নিকট বিশেষ যশোপার্জ্জন করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দাদ্‌নী-বণিক (বেনিয়ান) ছিলেন। শেঠ বাগানের মালিকগণের মধ্যে একজন ছিলেন। গ্রামের উত্তরদিকের পথটী মেরামত রাখিবার জন্য ১৭০৭ খৃঃ অঃ ইংরাজদিগের মন্তব্যানুসারে ইঁহার উপরও ভারার্পিত হয়। (১) গোপীনাথজীউ প্রতিষ্ঠাকল্পে, ইনি বিশেষ উদ্যোগ আয়োজন করিয়া পিতাকে যথেষ্ট সহায়তা করেন। ঐ ঠাকুরের সহিত বিষ্ণুপুর নিবাসী যে ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ৪।৫ পুরুষানুক্রমে গোপীনাথজীউর পূজারী ছিলেন। (পরিশিষ্ট A দ্রষ্টব্য) অনুমান করা যায় যে, বিষ্ণুপুর বা মেদিনীপুর হইতে ঐ বিগ্রহ আনীত হয়। মেদিনীপুরের বিগ্রহের অন্নভোগের ব্যবস্থা ছিল। (২) অদ্যাবধি গোপীনাথজীউরও প্রত্যহ দশসের চাউলের অন্নভোগ হইয়া

(১) Bengal Public consultation, Fort William, September. 11th. 1707. Bengal. Vol. I.—The Seth's Garden.

(২) মেদিনীপুরের ইতিহাস।

ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, অতিথি এবং স্বজাতীয় অন্নাতুর ব্যক্তিবর্গ প্রসাদ পান। গোপালচন্দ্র স্বসমাজের এমনকি সাধারণের নিকটও অগ্রগণ্য ছিলেন। খড়দহের গোস্বামীগণ ইঁহাদের কুলগুরু ছিলেন। তাঁহাদের আপদ বিপদে ইনিও ভার লইতেন। ১৭১৪ অব্দে হারাণ চন্দ্র গোস্বামীর দেহত্যাগ হইলে, নবাবের নিকট যে গোলযোগ হইয়াছিল, বারানসী, গোপাল, যাদু ও বৈষ্ণব চরণ শেঠ তাহা মিটাইয়া দেন। (১)

১১।২ **কৃষ্ণ কিশোর শেঠ**।—গণেশচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র। ইঁহার সহধর্ম্মিণী জয়াবতী শেঠানী। ইনি গোবিন্দপুরে বসবাস করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত বস্ত্র বাণিজ্য করিতেন। ইনি ধার্ম্মিক ও দয়ালু ছিলেন। সদাসর্ব্বদা গরীব দুঃখীদিগকে সাধ্যমত দান করিয়া তাঁহাদের দুঃখ মোচন করিতেন। গোবিন্দপুরে বর্ত্তমান দুর্গের স্থান আবশ্যক হইলে, তিনি তাঁহার কুলদেবতা গোপীনাথ জীউর সহিত পরিবারবর্গকে লইয়া, বৈষ্ণব চরণ শেঠের সঙ্গে বড়বাজারে উঠিয়া আসিয়া বসবাস করেন। তথায় জাহ্নবীতটে, বর্ত্তমান ট্যাকসালের পূর্ব্ব-দক্ষিণে গোপীনাথজীউকে স্থাপন করেন। ঐ ভবনটী এক্ষণে ২ নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড নামে বিদিত। তিনি বৎসরে ছয়মাস গোপীনাথ জীউর সেবা করিতেন। তাঁহার ছয় পুত্র—১ রসিকলাল নিঃ, ২ শ্যামলাল—ইহার পুত্র হরিদাস, তাঁহার পুত্র লক্ষণচন্দ্র নিঃ; ৩ যুগলকিশোর, ৪ গিরিধর-নিঃ, ৫ চাঁদমোহন, ইহার পুত্র লাল-মোহন, তাঁহার পুত্র রামমোহন-নিঃ; ৬ দামোদর-নিঃ।

১১।৩ **কিশোরীলাল শেঠ**।—গণেশচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র। ইঁহার ছয় পুত্র—১ গিরিরাম-নিঃ, ২ নিধিরাম-নিঃ, ৩ মুরারীমোহন-নিঃ, ৪ মনোহর-নিঃ, ৫ রাধারমণ, ৬ রাধাবল্লভ-নিঃ। কিশোরীলাল গোপীনাথের ছয়মাস সেবা করিতেন। রাধারমণের ৩য় পুত্র নিমাই

(১) Fort William 1716, 28th July, P. 984.

চরণ, তাঁর কন্যা অনঙ্গমণি। কোন পুত্র সন্তান না থাকায়, তাঁহার দৌহিত্র সন্তান অলঙ্গদঋষি গোত্রজ রামকৃষ্ণ দত্ত গোপীনাথের একমাস সেবা করিতেন। (১) রাধারমণের কনিষ্ঠ পুত্র বলরাম, তাঁর পুত্র মধুসূদন, গোপীনাথের একমাস পালা করিতেন। (২) ইনি ১২৫৮ সালে স্বর্গারোহণ করিলে কিশোরীলালের বংশ লোপ পায়। এক্ষণে গোপীনাথজীউর সমুদয় পালা গোবিন্দরামের বংশে বর্ত্তমান।

১২।৩ **যুগলকিশোর শেঠ**।—কৃষ্ণকিশোরের তৃতীয় পুত্র। ইঁনি বড়বাজারে বসবাস করিতেন। ইঁহার পত্নী মঞ্জরী শেঠানী। যুগলকিশোর বিদ্যোৎসাহী, ধনশালী এবং দানশীল ছিলেন। ইঁনি পারসী ভাষায় লেখাপড়া জানিতেন। ঐ সময় পারসী শিক্ষার চলন ছিল। নিজ দক্ষতার গুণে এবং ন্যায় বিচার দ্বারা পদমর্য্যাদার সহিত অর্থ উপার্জ্জন করেন। ইহার চার পুত্র—১ ব্রজলাল-নিঃ, ২ গোবিন্দরাম, ৩ গোপীনাথ-নিঃ, ৪ মদনমোহন, তাঁহার তিন পুত্র, কাশীনাথ-নিঃ, রামচন্দ্র-নিঃ, লক্ষ্মণচন্দ্র-নিঃ।

১৩।২ **গোবিন্দরাম শেঠ**।—যুগলকিশোরের দ্বিতীয় পুত্র। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেনিয়ান ছিলেন। ইনি বড়বাজার হইতে উঠিয়া

(১) ১২৪৪ সালে, ইং ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে, ১৮৩ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটস্থ দেবত্র জমির প্রজাবিলি বন্দোবস্তের কবুলতিতে নিমাই চরণ শেঠের নামোল্লেখ আছে। ঐ জমির পরিমাণ তখন ৯ কাঠা ৪ ছটাক ৩৬ বর্গ ফিট ছিল। ১৮৫৪ খৃঃ অঃ ১৮৩ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট নামে খ্যাত হয়। ১৮৫৭ অব্দে জমির পরিমাণ ৬ কাঠা ৮ ছটাক হয়, যেহেতু রাস্তা প্রশস্ত হওয়ায় উহার কিয়দংশ চলিয়া যায়। পরে ১৮৭৬ অব্দে উহা ২ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট নামে বিদিত। আবার ১৯৪২ অব্দে উহা ২নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড নামকরণ হয়। রামকৃষ্ণের দ্বিতীয়া পত্নী লক্ষ্মীমণিকে আমরা ফাল্গুন মাসের পালা করিতে দেখিয়াছি। ইঁনি ১৩১৩ সালে পরলোক গমন করেন।

(২) আমার পিতামহ হরিমোহন শেঠ বলিতেন যে, মধুসূদন গোপীনাথ জীউর একমাস সেবা করিতেন। তাহা আমরা পাইয়াছি।

আসিয়া জোড়াবাগানে বসবাস করিতেন। ইহার স্ত্রী সোনামণি। ধনবান ছিলেন। পিতার ন্যায় মান সম্ভ্রম সংরক্ষণে ক্রটী করিতেন না। ধর্ম্মপরায়ণ, সদাশয় ও দয়ালু ছিলেন। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। চড়কডাঙ্গায় (বর্ত্তমান বিডন উদ্যানস্থিত স্থানে) তাঁহার একটী বাটীতে বৈষ্ণবদিগের আশ্রম ছিল। বিডন উদ্যানের স্থান আবশ্যক হইলে ১৭৬৬ খৃঃ অঃ উহা মিউনিসিপ্যালিটী দখল করেন। তিনি গোপীনাথ জীউর সেবা বৎসরে ছয়মাস ভক্তি সহকারে নির্ব্বাহ করিতেন। গোপীনাথ অতিথিশালায় স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিতেন। তখন ঝুলন, রাস, দোল প্রভৃতি পর্ব্বাদি মহাসমারোহের সহিত নির্ব্বাহ হইত। তাঁহার দুই পুত্র—লোকনাথ ও বৈদ্যনাথ।

১৩৷৩ **গোপীনাথ শেঠ**।—যুগলকিশোরের তৃতীয় পুত্র। সকলে ইহাকে মেতি বলিয়া ডাকিত। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ে মুর্শিদাবাদ হইতে বিনা শুল্কে বস্ত্রাদি আমদানি করিয়া ইংরাজদিগকে সরবরাহ করিতেন। তাহাতে নবাবের সহিত গোলযোগ বাধে। (১) ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেনিয়ান ছিলেন। ইংরাজ বণিকগণ ১৭৫৩ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত শেঠ-বসাকগণের মধ্যস্থতায় বস্ত্রাদি খরিদ করিতেন। পরে শিল্পী তন্তুবায়দিগের নিকট বস্ত্রাদি বয়ন করাইয়া লইতেন। ১৭৫৫ খৃঃ অঃ বরানগরে ইংরাজেরা বস্ত্রাদি নির্ম্মাণের আড়ঙ্গ স্থাপন করেন। (২) ১৮৩৮ খৃঃ অঃ ম্যানচেষ্টার হইতে সুলভ মূল্যে বস্ত্রাদি আমদানি হওয়ায়, ইংরাজদিগের আরঙ্গ উঠিয়া যায়। রপ্তানি মালের উপর অত্যধিক শুল্ক ধার্য্য হয়। এই সকল নানা কারণে শেঠ-বসাকগণের ব্যবসা-বাণিজ্য একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

---

(১) Government Journal 1750-51. Hunters—Vol. IX. P. 257-258.
(২) Ibid—p. 63-64.

১৪।১ **লোকনাথ শেঠ**।—গোবিন্দরামের প্রথম পুত্র। ইনি চন্দ্রাবলীকে বিবাহ করেন। উমাসুন্দরী নামে এক কন্যা ও দুই পুত্র বিশ্বম্ভর ও পীতাম্বরকে রাখিয়া ১২৫০ সালে স্বর্গারোহণ করেন।

১৪।২ **বৈদ্যনাথ শেঠ**।—গোবিন্দরামের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি ধর্ম্মপরায়ণ; দয়াবান ও লোকপ্রিয় ছিলেন। সমাজে স্বজাতীয়গণ তাঁহাকে অতি সমাদর করিতেন। তিনি অলদ্‌ঋষি গোত্রীয় কৃষ্ণচরণ মল্লিকের কন্যা ছিরুময়ীর পাণি গ্রহণ করেন। জোড়াবাগানে বসবাস করিতেন। ১২৩০ সালে আহিরীটোলায় একটী বাটী তাঁহার পত্নীর নামে খরিদ করেন। আনুমানিক ১২৪৪ সালে বড়বাজার হইতে গোপীনাথজীউকে উঠাইয়া আনিয়া মাথাঘসা গলিতে (বর্ত্তমান বৈকুণ্ঠ নাথ সেন লেনে) আলম্যান গোত্রজ, শুরলের তিলকচাঁদ বসাকের বাটীতে স্থাপিত করেন। ঐ বাটীতে পর্ব্ব উপলক্ষে যাত্রা, মহোৎসব, কীর্ত্তন, ভাগবতপাঠ প্রভৃতি মহাসমারোহের সহিত হইত। ঐ ঠাকুর বাটীতে তিলকচাঁদ বসাকের শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণজীউ নামে এক নারায়ণ শীলা প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহা বর্ত্তমানকালে গোপীনাথ জীউর নিকট পূজিত হন। গোপীনাথের ১২ মাসের সেবা এক্ষণে লোকনাথ ও বৈদ্যনাথ ভ্রাতৃযুগলের বংশধরগণ নির্ব্বাহ করিতেছেন। বৈদ্যনাথ ১২৬০ সালে পরলোক গমন করেন। ইহার তিন পুত্র—১ নারায়ণ চাঁদ, ইহার স্ত্রী অনঙ্গমণি, তাঁহার একটী কন্যা ছিল। ১২৫৭ সালে নারায়ণ চাঁদ স্বর্গারোহণ করেন। ২ হরিমোহন, ৩ শ্যামচাঁদ। ইনি কাশ্যপ গোত্রজ রামমোহন সেটের কন্যা বিন্দুবাসিনীকে বিবাহ করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র সন্তান শৈশবস্থায় কালগ্রাসে পতিত হন। বিন্দুবাসিনী ১৯০৯ অব্দে ৺গঙ্গালাভ করেন।

১৫।১ **বিশ্বম্ভর শেঠ**।—লোকনাথের প্রথম পুত্র। ইঁহার পত্নী লালপ্যারী। ইঁহার ময়দার কল ছিল। এতদ্ব্যতীত রাধাবাজারে

খেলনার দোকান ছিল। তাঁহার ১ম পুত্র রাধাকৃষ্ণের উদ্যোগ আয়োজনে মমবাতির কল কারখানা স্থাপিত করিয়াছিলেন। রেঙ্গুন হইতে চর্ব্বির বাতি আমদানী হইলে, কারবারে ক্ষতি হইতে লাগিল। ১২৮১ সালে ইনি লোকান্তর প্রাপ্ত হন। ইহার পাঁচ পুত্র—১ রাধাকৃষ্ণ, ২ রমণকৃষ্ণ, ৩ রামকৃষ্ণ নিঃ, ৪ প্রাণকৃষ্ণ নিঃ, ৫ জীবনকৃষ্ণ নিঃ।

১৫।২ **পীতাম্বর শেঠ**।—লোকনাথের কনিষ্ঠ পুত্র। ইহার প্রথম পত্নী জীবনমণির গর্ভে দুই কন্যা গৌরমণি ও দুর্গামণি জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয়া স্ত্রী শঙ্করীর গর্ভে তিন কন্যা হয়। ১ লক্ষ্মীমণি, ২ সরস্বতী, ৩ ভগবতী। পীতাম্বর ১২৮৮ সালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। শঙ্করী ১২৯৪ সালে লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে তাঁহার তিন দুহিতা গৌরমণি, লক্ষীমণি ও সরস্বতী গোপীনাথ জীউর সেবা করিতেন। তাঁহারা পরলোক গমন করিলে, পীতাম্বরের চতুর্থী কন্যা সরস্বতীর ওয়ারিসন সূত্রে অলঙ্গদঋষি গোত্রজ হরিচরণের দুই কুমার, যতীন্দ্র নাথ দত্ত ও বরেন্দ্র নাথ দত্ত ঐ তিন মাস সেবা করিতেছেন।

১৬।১ **রাধাকৃষ্ণ শেঠ**।—বিশ্বম্ভরের প্রথম পুত্র। ১৮১৯ খৃঃ অঃ জন্মগ্রহণ করেন। বাগবাজারে বসবাস করিতেন। গৌরমোহন আঢ্যের (বর্ত্তমান ওরিয়েন্টাল সেমিনারী) স্কুলে শিক্ষা লাভ করেন। ইংরাজী শিক্ষায় বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন। ইনি প্রথমে ভজমণির পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার ১২৫৬ সালে মৃত্যু হইলে রাধাগোবিন্দ-মণিকে বিবাহ করেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ লাট বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারীর অফিসে প্রথমে প্রবেশ করেন। পরে ১৮৪৮ খৃঃ অঃ ধনা-গারের (Treasury) একাউন্টেন্টের পদ প্রাপ্ত হইয়া ওপরওয়ালাদিগের প্রশংসাভাজন হন। অবশেষে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্যানিং লাটসাহেবের দেওয়ান এবং ট্রেজারার পদে নিযুক্ত হন। লাটসাহেবের সহিত সিমলা, নীলগিরী প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশে যাইতেন। তাঁহার সঙ্গে

সমুদ্র যাত্রা করায়, সমাজে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা বহু অর্থব্যয়ে শতেক (সভাসমিতি) ডাকিয়া সমাজে মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। ১৮৫৭ অব্দে সিপাই বিদ্রোহকালে, কঠোর পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, সেই কারণে ১৮৬৪ খৃঃ অঃ লর্ড এলগিনের সময়ে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সিপাই বিদ্রোহের বহ্নি প্রথমে কানপুরে নানা ধুন্দুপন্তের অধিনায়কত্বে জ্বলিয়া উঠে, পরে লক্ষ্ণৌ, আগ্রা প্রভৃতি স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। ১৮৬২ অব্দে তিনি "রায় বাহাদুর" উপাধিলাভ করেন। অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যে সময়াতিপাত করিতেন। তিনি সঙ্গীতপ্রিয় এবং ঢোল বাদ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সৎপ্রকৃতি, শান্তস্বভাব, অনির্ব্বচনীয় বুদ্ধিশালী এবং ব্যবসায় স্বভাব-সিদ্ধ ছিলেন। কার্য্যকলাপে এবং ন্যায় বিচারে দৃঢ় জ্ঞান ছিল। ১২৮৯ সালে ইং ১৮৮২ খৃঃ অঃ ৺গঙ্গালাভ করেন। তন্তুবায় সমিতির উদ্যোগে ১৩২৯ সালে রঘুনাথ বসাকের ভবনে তাঁহার একখানি চিত্র উন্মোচন করিয়া মর্য্যাদা বর্দ্ধন করা হয়। রঘুনাথ বাবু স্বজাতিয়গণকে ভূরি ভোজনে আপ্যায়িত করেন। তাঁহার চার পুত্র—১ নন্দলাল, তার পত্নী মাতঙ্গিনী নিঃ, ২ নৃত্যলাল, ৩ ব্রজলাল, ৪ হরলাল।

১৬।২ **রমণকৃষ্ণ শেঠ**।—বিশ্বম্ভরের দ্বিতীয় পুত্র। তাঁহার স্ত্রী বিন্দুবাসিনী। ইঁহার দুই পুত্র জগদ্দুর্লভ ও মোক্ষদাচরণকে রাখিয়া ১৩১২ সালে লোকান্তর প্রাপ্ত হন।

১৭।২ **নৃত্যলাল শেঠ**।—রাধাকৃষ্ণের দ্বিতীয় পুত্র। মৌদ্গল্য গোত্রীয় কমলাকান্ত বসাকের কন্যা ত্রৈলোক্য মোহিনীকে বিবাহ করেন। নৃত্যলাল ১২৯৬ সালে পরলোক গমন করেন এবং ত্রৈলোক্য মোহিনী ১৩৩০ সালে স্বর্গারোহণ করেন। তাঁর তিন পুত্র—১ কালী চরণ, ২ সত্যচরণ, ১৩১৪ সালে পরলোক গমন করেন, তাঁর স্ত্রী লীলাবতী নিঃ; ৩ নিবারণ চন্দ্র।

১৭।৩ **ব্রজলাল শেঠ**।—রাধাকৃষ্ণের তৃতীয় পুত্র। ইহার পত্নী মহামায়া। ইনি বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইঞ্জিনিয়ার হন। ১২৮৮ সালে পরলোক গমন করেন। ইহার দুই পুত্র রজনীকান্ত ও নলিনীকান্ত।

১৭।৪ **হরলাল শেঠ**।—রাধাকৃষ্ণের চতুর্থ পুত্র। ইহার দুই স্ত্রী, পান্নামণি ও চম্পকলতা। ইনি বি, এ পাশ করিয়া কেশব একাডেমিতে দ্বিতীয় শিক্ষক হন। এতদ্ব্যতীত "দে এণ্ড কোং" নামে গাছ ও বীজের ব্যবসায় করিতেন। ১৩২৮ সালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার তিন পুত্র—১ ইন্দ্রনাথ, ছোট আদালতের উকীল, তাঁর পুত্র জয়ন্ত; ২ নারায়ণ, ৩ মধুসূদন।

১৮।১ **কালিচরণ শেঠ**।—নৃত্যলালের প্রথম পুত্র। ইহার তিন পত্নী, ১ সুশীলা বালা, ২ প্রমিলাবালা, ৩ চুণীবালা। প্রথম স্ত্রীর গর্ভে দুলালচাঁদ জন্মগ্রহণ করেন, ইনি হাইকোর্টের এটর্ণী, তাঁর পুত্র চিন্ময় কুমার। তৃতীয় পত্নীর গর্ভে দুই পুত্র জন্মায়, নারায়ণ চন্দ্র ও পরাণচন্দ্র। কালীচরণ ১৩৩৭ সালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

১৮।৩ **নিবারণচন্দ্র শেঠ**।—নৃত্যলালের তৃতীয় পুত্র। ইহার পত্নী উমাশশী। ইনি অর্ডার সাপ্লাই, ছাপাখানা প্রভৃতি নানাবিধ ব্যবসা বাণিজ্য করিতেন। ইংরাজটোলায় সাইকেল ও পেট্রোলের ব্যবসা বাণিজ্য করিতেন। ইহার দুই পুত্র--১ জয়দেব, তাঁর দুই পুত্র, লোকনাথ ও আলোকনাথ; ২ মহাদেব। ইহারা পৈত্রিক ব্যবসা বাণিজ্য করেন।

১৮।১ **রজনীকান্ত শেঠ**।—ব্রজলালের প্রথম পুত্র। ১৩৫৪ সালে মৃত্যু হয়। ইহার পত্নী অমরাবতী। ইনি হোমিওপ্যাথী ডাক্তার ছিলেন। "শেঠ ব্রাদার্স" নামে চশমার ব্যবসায় করিতেন। ইহার সাতটী কন্যা সন্তান।

১৮।২ **নলিনীকান্ত শেঠ**।—ব্রজলালের কনিষ্ঠ পুত্র। ১৩৫৬ সালে

মৃত্যু হয়। স্ত্রী আঙ্গুরবালা। ইনিও অগ্রজের সহিত চশমার ব্যবসায় করিতেন। তার পুত্র প্রভাত চন্দ্র, একজন উকিল। ইনি "পি, শেঠ এণ্ড কোং" নামে তীর্থযাত্রীগণের স্পেশাল ট্রেন পরিচালনা করিয়াছিলেন। এক্ষণে অফিসে কাজ কর্ম করেন।

১৭।১ **জগদ্দুর্লভ শেঠ**।—রমণ কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইহার স্ত্রী—কৈলাস কামিনী। দরজীপাড়ায় ,এক নারায়ণ শীলা প্রতিষ্ঠা করিয়া ১৩২৩ সালে পরলোক গমন করেন। ইহার পুত্র—চণ্ডীচরণ। তাঁহার দুই পত্নী, প্রভাবতী ও শৈলবালা। প্রথম স্ত্রী প্রভাবতীর গর্ভে চার পুত্র জন্মায়, ১ গোপীনাথ, ২ কমলকৃষ্ণ, ৩ শৈলেন্দ্রনাথ, ৪ মদনমোহন। রমণ কৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র—মোক্ষদাচরণ মাণিকমণিকে বিবাহ করেন। তাঁহার দুই পুত্র—১ গণেশচন্দ্র, তার পুত্র নিলমনী; ২ নিতাইচাঁদ।

১৫।২ **হরিমোহন শেঠ**।—বৈদ্যনাথের দ্বিতীয় পুত্র। ১২২১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অগ্নিঋষি গোত্রজ মধুসূদন বসাকের কন্যা দয়াময়ীকে বিবাহ করেন। আহিরীটোলায় বসবাস করিতেন। ইনি তিলক বসাকের বাটী হইতে গোপীনাথ জীউকে উঠাইয়া আনিয়া ১৮৮৩ অব্দে গৌরমণির ২৫ নং রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীটস্থ ভবনে স্থাপিত করেন। ইনি গৌরবর্ণ, দীর্ঘঋজুদেহ, ধর্ম্মভীরু, চরিত্রবান, শান্ত স্বভাব, উদারচেতা এবং দানশীল ছিলেন। প্রতি বৎসর গোপীনাথের ছয় মাস সেবা করিতেন। ইহার দুই পুত্র—নবীনচাঁদ ও প্রেমচাঁদ। কনিষ্ঠ পুত্র প্রেমচাঁদকে শৈশবস্থায় রাখিয়া ১২৫২ সালে দয়াময়ী স্বর্গারোহণ করেন। বৃদ্ধ বয়সে হরিমোহনের চক্ষু দুইটী নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ১৩০০ সালে সজ্ঞানে ৺গঙ্গালাভ করেন। নবীনচাঁদ ১২৪৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অলম্বঋষি গোত্রজ জগন্নাথ দত্তের কন্যা হরিবালার পাণিগ্রহণ করেন। কলেজে পাঠ

স্থলে ১২৭৩ সালে নবীনচাঁদ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ১২৬১ সালে হরিবালার জন্ম এবং ১৩৪০ সালে মৃত্যু হয়।

১৬।২ **প্রেমচাঁদ শেঠ**।—হরিমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র। ১২৫১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবাবস্থায় মাতৃবিয়োগ হইলে পাথুরিয়া ঘাটায় মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন। গৌরমোহন আঢ্যের (বর্ত্তমান ওরিয়েণ্টেল সেমিনারী) বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে কণ্ট্রোলার জেনারেল পোষ্ট অফিসে প্রবেশ করেন। স্বীয় প্রতিভা বলে তথায় প্রধান পদ প্রাপ্ত হইয়া যশোলাভ করেন। সময়ে সময়ে বিচারালয়ে জুরার নির্ব্বাচিত হইতেন। ১২৭৪ সালে নাগঋষি গোত্রীয় বংশীবদন মল্লিকের এক মাত্র কন্যা রাজলক্ষ্মীর পাণিগ্রহণ করেন। সামান্য ব্যবসাও করিতেন। অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গকে অর্থাদি কর্জ্জ দিয়া তাঁহাদের উপকার করিতেন। ১২৮১ সালে পাথুরিয়াঘাটা হইতে উঠিয়া আসিয়া আহিরী-টোলায় বসবাস করেন। তথায় সংস্কার কার্য্য এবং গৃহাদিও নির্ম্মাণ করেন। ১৩০৬ সালে তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। উপার্জ্জিত অর্থ, তাঁহার সহধর্ম্মিণীর সহযোগে এবং পুত্রগণের উদ্যোগ আয়োজনে নানা ধর্ম্ম কর্ম্মে ব্যয়িত হয়। সরস্বতী, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, এমন কি দুর্গোৎসবাদিও করেন। গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থ-গুলি, পত্নী ও পুত্রগণ সমভিব্যাহারে পরিভ্রমণ করেন। ১৩১২ সালে আহিরীটোলায় শ্রীশ্রী৺গোপীনাথ জীউ ও শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর ঠাকুর বাটী সম্পূর্ণ নিজব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়া, মাথাঘসা গলি হইতে ঐ সকল দেবতাকে উঠাইয়া আনিয়া মহাসমারোহের সহিত তথায় প্রতিষ্ঠা করিয়া মহত্ত্ব লাভ করেন। তাহাতেই তিনি মহাত্মা নামে প্রসিদ্ধ। ঐ ঠাকুর বাটী এক্ষণে ১০ নং বাবুরাম ঘোষ লেনে অবস্থিত। তিনি প্রতি বৎসর গোপীনাথ জীউর ছয় মাস সেবা করিতেন। এক্ষণে তাঁর

বংশধরগণের মধ্যে উহা বর্ত্তমান। ধর্ম্মে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। প্রতিদিন ঠাকুর বাটীতে যাইয়া প্রেমানন্দে বিভোর হইতেন। শ্যামবর্ণ, খর্ব্বঋজুদেহ, সৌম্যশান্ত, প্রিয়দর্শন, স্নিগ্ধ মাধুর্য্য মূর্ত্তি, মিষ্টভাষী, নির্ম্মল চরিত্র, নির্ব্বিবাদী, দয়াবান, দানশীল এবং পরোপকারী ছিলেন। তাঁহার নয় তনয়—১ কৃষ্ণকিশোর, ২ সত্যেন্দ্র মোহন, ৩ নগেন্দ্রনাথ, ৪ দেবেন্দ্রনাথ, ৫ যোগেন্দ্রনাথ, ৬ মৃগাঙ্কশেখর ৭ সুধাংশুশেখর, ৮ চন্দ্রশেখর, ৯ শশাঙ্কশেখর; এবং তিন দুহিতা—১ হেমাঙ্গিনী ১২৮০-১৩৫৩ সাল, ২ গিরীবালা ১২৮৩-১৩৫৩ সাল, ৩ শশীপ্রভা ১২৮৮-১৩২৩ সাল। প্রেমচাঁদ ১৩২৪ সালে পরিবারবর্গকে শোক সাগরে ভাসাইয়া অমরধামের পথিক হন। তাঁহার পত্নী রাজলক্ষ্মী শেঠানী ১২৬৪ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি প্রত্যহ গোপীনাথ আতিথিশালার তত্ত্বাবধান করিতেন। অতিথিগণকে ভূরি ভোজন করাইয়া আনন্দে উল্লাসিতা হইতেন। তিনি নানা ধর্ম্ম কর্ম্ম ও নানা তীর্থ পর্য্যটন করতঃ অতি সুখে সংসার নির্ব্বাহ করিয়া ১৩৩৭ সালে স্বর্গারোহণ করেন। লোকে বলিতেন, ইঁহাদের ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হইয়াছে।

১৭।১ **কৃষ্ণকিশোর শেঠ**।—প্রেমচাঁদের প্রথম কুমার। ১২৭৮ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। ফ্রীচার্চ্চ ইনষ্টিটিউসনে (ডফ্ কলেজে) শিক্ষালাভ করিয়া, জেনারেল পোষ্ট অফিসে প্রবেশ করেন। প্রথমে মৌদ্গল্য গোত্রজ উপেন্দ্রনাথ বসাকের কন্যা সরলা বালাকে ১২৯৬ সালে বিবাহ করেন। ১৩০০ সালে তাঁহার মৃত্যু হইলে, অলঙ্গদঋষি গোত্রজ ডাক্তার বটকৃষ্ণ দত্তের ২য়া কন্যা কিরণশশীর সহিত ১৩০১ সালে তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার গর্ভে দুইটি তনয়, মাধবচন্দ্র ও ভোলা-নাথ এবং চারিটি কন্যা শৈবলিনী, মৃণালিনী, সরোজিনী ও পঙ্কজিনী জন্মায়। কৃষ্ণকিশোর জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। মধ্যম

ভ্রাতা সত্যেন্দ্রমোহনের সহিত "শেঠ এণ্ড কোং" নামে জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার্স এজেন্সি খোলেন। ভারতের নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া তিনি আনন্দ উপভোগ করেন। ধর্ম্মে তাঁহার অচলা ভক্তি এবং শান্তশিষ্ট স্বভাব ছিল। পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগকালে, ১৩৪৭ সালে শোভাবাজার অঞ্চলে বাটী খরিদ করিয়া আহিরীটোলা হইতে উঠিয়া যান। ১৩৫১ সালে পরলোক গমন করেন।

১৭।২ **সত্যেন্দ্রমোহন শেঠ**।—প্রেমচাঁদের দ্বিতীয় তনয়। ১২৮৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। আহিরীটোলায় বসবাস করিতেন। আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করতঃ ডফ্ কলেজ হইতে অতি যশের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্ণ পদক ও বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ১৩০৪ সালে অগ্নিঋষি গোত্রজ ডাক্তার নৃত্যলাল বসাকের কনিষ্ঠা কন্যা প্রভাবতীর সহিত বিবাহ হয়। ডফ্ কলেজ হইতে বি, এ পরীক্ষা দেন। পরে নাগপুর হিস্‌লপ কলেজে প্রবেশ করেন। পরে একাউণ্টেণ্ট জেনারেল অফ্ বেঙ্গল অফিসে কার্য্য করিতে থাকেন, অফিসের কার্য্য ত্যাগ করিয়া ডেরাডুন ফরেষ্ট কলেজ হইতে প্রশংসার সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মধ্য ভারতে ফরেষ্ট রেঞ্জার পদে ১৯০৮ অব্দে ব্রতী হন। ১৯২৩ অব্দে বন বিভাগের একস্ট্রা এসিষ্ট্যাণ্ট কনজারভেটার হন, তদবধি সবডিভিসন্যাল ফরেষ্ট অফিসারের কার্য্য অতি যোগ্যতার সহিত নির্ব্বাহ করিয়া রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হন। সর্ব্বপ্রথমে তিনি রাজপুতানায় সরকারী বন-বিভাগে কিয়ৎকাল কার্য্য করেন, পরে ভাণ্ডারা, বালাঘাট, বিলাসপুর, রায়পুর, নিমার, ইযোৎমল প্রভৃতি নানাস্থানে কার্য্য করিতেন। আহিরীটোলা হইতে পেয়ারা বাগানে উঠিয়া যাইয়া বসবাস করিতেছেন। ১৯৩৭ অব্দে অবসর গ্রহণ করিয়া আলোয়ার ষ্টেটে বন বিভাগে প্রধান কনজারভেটাররূপে প্রায় দুই বৎসর কার্য্য করেন। ইনি ধর্ম্মপরায়ণ,

মহাত্মা

স্বর্গীয় প্রেমচাঁদ শেঠ

জন্ম ঃ ২৭শে আষাঢ় ১২৫১]   [মৃত্যু ঃ ১৬ই শ্রাবণ ১৩২৪

(পৃঃ ৬২)
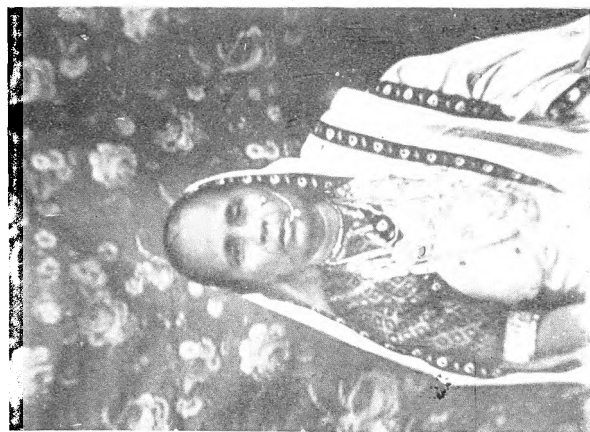
মহীয়সী

পরলোকগতা রাজলক্ষ্মী শেঠ

জন্ম ঃ ১লা আষাঢ় ১২৬৪]   [মৃত্যু ঃ ২৬শে বৈশাখ [illegible]৬৭

(পৃঃ ৬৩)

নিষ্ঠাবান, হরিনাম সংকীর্ত্তন প্রিয় এবং মাতৃভক্তি পরায়ণ ছিলেন। বাল্যে পাঠ্যাবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া নিরামিষাশী হন। তাঁহার ৪ পুত্র—১ সরোজকুমার, তার তিন পুত্র—অরুণকুমার, চণ্ডীচরণ ও দেবকুমার; ২ সন্তোষকুমার, ৩ সুধীরকুমার, ৪ সুনীলকুমার।

১৭।৩ **নগেন্দ্রনাথ শেঠ**।—প্রেমচাঁদের তৃতীয় পুত্র। লেখকের বিচিত্র আত্মচরিত। নিজমুখে আত্মগরিমা ব্যক্ত করা শোভা পায় না, কিন্তু না লিখিলেও ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকে। ১২৯০ সালে আহিরীটোলায় জন্ম হয়। মাতাপিতা অতিশয় স্নেহ করিতেন। ইনি গৌরবর্ণ, শীর্ণকায়, চঞ্চলমতি, ভ্রমণপ্রিয়, বেদান্তবাদী, কর্ম্মবীর, পরোপকারী, নীতিজ্ঞ, আশ্চর্য্য মনোবল, অসমসাহসী এবং উৎসাহী পুরুষ। শৈশবে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা করিয়া ডফ্ কলেজিয়েট স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা লাভ হয়। ১৩১০ সালে এট্‌কিনসন সাহেবের বিদ্যালয়ে বুককীপিং ও একাউণ্টেন্সী শিক্ষা করিয়া প্রায় পাঁচ বৎসরাবধি তথায় অধ্যাপনা করিয়া থাকি। শৈশব হইতে নানা কলাবিদ্যার অনুশীলন করিতাম। ১৩১২ সালে কতিপয় স্বজাতি বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে চড়কডাঙ্গা ষ্ট্রীটে (বর্ত্তমান ঠাকুর ক্যাসল রোডে) "তন্তুবায় সমিতি" নামে এক জাতীয় সমিতি প্রতিষ্ঠা করা যায়। তথায় প্রায় পাঁচ বৎসর কাল অঃ সম্পাদক থাকিয়া স্বজাতিগণের বিভিন্ন ২২টী গোত্রের ২৩টী বংশমালা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা যায়। সেই সময় হইতে জাতীয় প্রাচীন ইতিহাসের তথ্যানুসন্ধান করিতে থাকি। ১৩১৩ সালে অলম্বঋষি গোত্রজ যোগেন্দ্রলাল বসাক মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা মেনকারাণীর সহিত বিবাহ হয়। তাহার জন্ম ১৩০৩ সালে হইয়াছিল। বাল্যকাল হইতে ভ্রমণ স্পৃহা মনোমধ্যে জাগরিত ছিল। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতের নানাতীর্থ এবং হিমালয়ের দুর্গম তীর্থসমূহ, এমন কি এই ৬৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে হিমালয় অতিক্রম করিয়া

তি[illegible] কৈলাস-মানসসরোবরের প্রাকৃতিক লীলাময় মনোরম বিচিত্র নয়নাভিরাম সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া বিপুল আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। তুষার কিরীট শোভিত হিমাদ্রির বিরাট সৌন্দর্য্য, প্রতি শৃঙ্গবিনির্গত নির্ঝরিণীর রজত শুভ্র সলিলের কলকল, ছলছল তান, জলপ্রপাতের মহান দৃশ্য, জাহ্নবী, যমুনা, সিন্ধু, কাবেরী, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদ-নদীর বক্রগতি সলিল শোভা, দিগন্ত-বিস্তৃত অরণ্যানী, প্রাচীনকালের পরিত্যক্ত ঐতিহাসিক তীর্থসমূহের কঙ্কাল চিহ্ন ও নাগরিক শোভা সম্পদের সুরম্য চিত্র এবং নীলোর্ম্মীমালার উন্মত্ত তরঙ্গোচ্ছাস এখনও আমার হৃদয়ে সুস্পষ্ট অঙ্কিত রহিয়াছে। আমার ভ্রমণ-কাহিনী প্রকাশ করিবার বাসনা আছে। শেঠ-বসাকাদি সমিতি আমার এই বৃদ্ধ বয়সের অসমসাহসী মনোবল অনুভব করিয়া একখানি অভিনন্দন পত্র পাঠাইয়াছেন (পরিশিষ্ট B দ্রষ্টব্য)। ১৩১৫ সালে অধ্যাপনা কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সওদাগরী অফিসে কার্য্যে ব্রতী হই। কিয়ৎকাল কার্য্যের পর ঐ সালে বেনারস সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজিয়েট স্কুলে কমার্শিয়ল শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হই। তথায় বিশেষ যশোলাভ হয়। ১৩১৭ সালে বন্ধুবর জ্যোতিষচন্দ্র বসাকের সহিত অংশী হইয়া "এড্ভারটাইজিং কোং" নামে বিজ্ঞাপন প্রচারের কার্য্য করি। তাহা ছাড়িয়া আবার সওদাগরী অফিসে ক্যাশিয়ার এবং বুককীপারের পদ লাভ হয়। ১৩১৭ সালে বাঁশতলায় "বসাক সমিতি" নামে আর একটী জাতীয় সমিতি স্থাপিত হয়। তথায় আমি অঃ যুগ্ম সম্পাদক নির্ব্বাচিত হই। কিছুকাল পরে তন্তুবায় সমিতি ও বসাক সমিতি মিলিত হইয়া "শেঠ—বসাকাদি সমিতি" নামে অভিহিত হয়। ১৩১৮ সালে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা ভবানীরাণী জন্মগ্রহণ করে। অফিসে কার্য্যকালে, ১৩১৯ সালে আমার জ্ঞাতি বন্ধু নিবারণচন্দ্র শেঠের সহিত অংশী হইয়া "রয়েল গার্ডেনিং এসোসিয়েসন" নামে গাছ ও বীজের নার্শরী করি।

এই সময়ে নেপিয়র এন, শেঠ নাম গ্রহণ করিয়া লণ্ডন রয়েল হর্টিক্যালচারেল সোসাইটীর সভ্য শ্রেণীভুক্ত হই। তৎকালে [illegible] চাষ, সরল ইংরাজী শিক্ষা, কেরাণী দর্পণ প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক সঙ্কলন করি। বাটীতে কোন কিছু বার-ব্রত, পূজাদি হইলে উৎসাহের সহিত যোগদান করিতাম। ১৩২০ সালে অফিসের কাজ ছাড়িয়া দিয়া "নেপিয়র হোসিয়ারী ওয়ার্কস" নামে মোজার কল কারখানা স্থাপিত করি। ১৩২১ সালে ইউরোপের মহাসমর কালে আত্মীয় শশিভূষণ বসাকের সহিত অংশী হইয়া "এস্, বি, রিভিট কোম্পানী" নামে রিভিট নির্ম্মাণের কল কারখানা স্থাপিত করি। রিভিটের ব্যবসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইলে বরানগরে স্থানান্তরিত হয়। ১৩২২ সালে আমার অংশ ছাড়িয়া দিয়া আবার অফিসের কার্য্যে যোগদান করি। ১৩২৪ সালে আমার পিতৃবিয়োগ হয়। ১৩২৭ সালে অভ্র ব্যবসায়ী জেসিনিয়া মিনারেলস্ মাইনিং কোং লিঃ এর অফিসে একাউণ্টেণ্টের কার্য্যে ব্রতী হই। ১৩২৮ সালে আমার কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীরাণী জন্মগ্রহণ করে। ঐ বৎসর তন্তুবায় সমিতির সভ্যগণ দমদমার ফুল-বাগানে মহাসমারোহের সহিত আমাকে একখানি অভিনন্দন পত্র দেন ও আমার একখানি তৈলচিত্র উপহার দেন। (পরিশিষ্ট C. দ্রষ্টব্য)। ফুলবাগানে স্বজাতি কুটুম্ব নারায়ণগণ ভুরিভোজে পরিতৃপ্ত হন। গোপীনাথের ঠাকুর বাটীতে পূজ্যপাদ পিতৃদেবের আবক্ষ প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া স্বজাতিগণকে ভূরিভোজে আপ্যায়িত করা যায়। কিছুদিন স্টুডেন্টস ইউনিয়ন ফ্রী কোচিং ক্লাসে কমার্স শিক্ষা দান করিতাম। ১৩৩১ সালে "বারেন্দ্র তন্তুবায় সংরক্ষণী সমাজ" নামে আর একটী জাতীয় সমিতি রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য লেনে স্থাপিত হয়, তথায় কিছুকাল সম্পাদকতা করি। ঐ বৎসর ঘুস্থরীতে একখানি বাটী খরিদ করিয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম। ১৩৩৩ সালে কনিষ্ঠা কন্যা

পরলোকগমন করে। আমাদের শোক অপনোদনার্থে বিজয় বসন্ত বাবু বিশেষ চিন্তিত হইলেন। জেসিনিয়া অফিসে প্রায় ১১।১২ বৎসর কার্য্যের পর, প্যাইসর পেগলার নামীয় চাটার্ড একাউণ্টেণ্টের অডিট অফিসে ১৩৩৬ সালে বড় বাবুর পদ প্রাপ্ত হই। তথা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কর্ম্মজীবনে যবনিকা টানিয়া দিই। ১৩৩৭ সালে আমার মাতৃবিয়োগ হয়। ভ্রাতৃ বিবাদে আহিরীটোলার বাটী পরিত্যাগ করিয়া ১৩৩৮ সালে নলিন সরকার ষ্ট্রীটে একখানি বাটী খরিদ করিয়া উঠিয়া যাই। উহা পছন্দমত না হওয়ায়, বেনিয়াটোলায় একখানি বাটী ১৩৪১ সালে খরিদ করতঃ গৃহাদি সংস্কার করিয়া উঠিয়া যাইয়া বসবাস করিতেছি। এই বাটী গঙ্গার সন্নিকটে অবস্থিত। সাধু সন্ন্যাসীরা বলেন, "ভাগীরথী কুলে বাস, তুল্য হয় কাশীবাস" কিছুকাল সাধু সঙ্গ বাসে শান্তি পাইয়াছিলাম। আত্মীয়স্বজনের ভাগবাঁটোয়ারা ও হিসাব নিকাস লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইলে, তাহা মিটাইয়া দিতাম। সভা-সমিতিতে বক্তৃতাদিও করিয়াছি। ১৩৫৩ সালে নাগানন্দ স্বামী নাম গ্রহণ করিয়া হাজারীবাগ রোডে সৃষ্টির প্রতীক "নাগেশ মহাদেব" প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৩৫৫ সালে কৈলাস-মানসসরোবর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ঠাকুর বাটীতে জীবনমহোৎসবে আত্মীয় কুটুম্বগণকে ভুরি ভোজনে পরিতোষ করান হয়। ১৩৫৬ সালে "কৈলাসপতি" নামে আর এক শিবলিঙ্গ মাণিকতলা মেন রোডে প্রতিষ্ঠা করা যায়। জীবনে কয়েকবার কঠিন পীড়া হইয়াছিল। ১৩৫৬ সালে অসুস্থ হইয়া জীবনের আশা পরিত্যাগ করিতে হয়। জাতীয় ইতিহাসখানি ভবদাকাশে পরিবেশ করিবার জন্যই, ভগবানের আশীর্ব্বাদে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়াছি। ইহা সাদরে গৃহীত হইলে, আমার এই ৪৫ বৎসরের পরিশ্রম সার্থক জ্ঞানে ধন্য হইব।

১৭।৪ **দেবেন্দ্রনাথ শেঠ**।—প্রেমচাঁদের চতুর্থ তনয়। ইহার

ডাক নাম খগেন। ১২৯৩ সালে জন্ম এবং ১৩৩৮ সালে মৃত্যু হয়। ১৩১৫ সালে ব্রহ্মাঋষি গোত্রজ মদনমোহন বসাকের প্রথমা কন্যা গিরিবালার সহিত বিবাহ হয়। ১৩১৭ সালে তাহার মৃত্যু হইলে, ১৩১৮ সালে কাশ্যপ গোত্রজ জগদ্দুর্লভ শেঠের দ্বিতীয়া কন্যা মেনকারাণীর সহিত বিবাহ হয়। জয়ন্ত কুমার নামে তার এক পুত্র জন্মিয়াছিল, কিন্তু শৈশবে তাহার মৃত্যু ঘটে। দুর্গেশনন্দিনী, রমাবতী ও শক্তি নামে তার তিন কন্যা হয়। দেবেন্দ্রনাথ হোমিওপ্যাথী ডাক্তার হয়, পরে হোরমিলার অফিসে কার্য্য করিত।

১৭।৫ **যোগেন্দ্রনাথ**—১২৯৫—১৩৫২ সাল। ঘড়ি মেরামতির কার্য্য করিত, তাহার পত্নী ব্রজবালা, দুই আত্মজ গোকুলচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র।

১৭।৬ **মৃগাঙ্কশেখর**—১২৯৯—১৩৩৩ সাল, ডাক্তারী পড়িয়াছিল। তার স্ত্রী বিভাবতী, তার একটী সুত, বিজয়কুমার ও একটী দুহিতা, বিজনবাসিনী।

১৭।৭ **সুধাংশুশেখর**—১৩০২ সালে জন্ম হয়, স্ত্রী লক্ষীমণি, তার এক কুমার ধনঞ্জয় ও এক কন্যা বিদ্যুৎলতা। সুধাংশু রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কার্য্য করিত। ২।৩টী ভূ-সম্পত্তি করে। ভ্রাতৃবিচ্ছেদে আহিরীটোলায়, ভগবান ব্যানার্জ্জী লেনে একটি বাটী নির্ম্মাণ করিয়া উঠিয়া যায়।

১৭।৮ **চন্দ্রশেখর**—১৩০৪ সালে জন্মগ্রহণ করে, ভগবতী তার পত্নী, একটী পুত্র সনৎ কুমার ও এক কন্যা। হার্ডওয়ারের ব্যবসা করিয়াছিল। পরে গভর্ণমেণ্ট কমর্শিয়ল বিদ্যালয়ে একাউণ্টেন্সী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নানা সওদাগরী আফিসে কার্য্য করে। ভ্রাতৃবিবাদে ভবানীপুরে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় উঠিয়া গিয়া বসবাস করিতেছে।

১৭।৯ **শশাঙ্কশেখর**—১৩০৭—১৩৫১ সাল। ইহার দুইটী বিবাহ, দ্বিতীয়া পত্নী দুর্গামণির গর্ভে সঞ্জয় কুমার নামে এক নন্দন হইয়াছিল। কিছুকাল পরে তাহার মৃত্যু হইলে, শশাঙ্ক ১৩৫১ সালে নিরুদ্দিষ্ট হয়।

(গ) ৮।২ **ধনপতি শ্রেষ্ঠী** (রাজ্যধরের দ্বিতীয় পুত্র, পৃঃ ১৯)

৯ দুর্গাদাস

১০।১ পুরুষোত্তম — ১০।২ পঞ্চানন (ঝ)

১০।১ পুরুষোত্তম → ১১।১ পরশুরাম — ১১।২ যাদবিন্দু (ঞ)

১১।১ পরশুরাম → ১২।১ প্রাণবল্লভ — ১২।২ উদ্ভবকৃষ্ণ (ট)

১২।১ প্রাণবল্লভ → ১৩।২ আনন্দরাম — ১৩।৩ পীতাম্বর

১৩।২ আনন্দরাম → ১৪।৩ বলরাম — ১৪।৪ নরহরি — ১৪।৫ মথুরচাঁদ

১৩।৩ পীতাম্বর → ১৪।৩ বীরনারায়ণ

১৪।৩ বলরাম → ১৫।১ বৈষ্ণবচরণ → ১৬।৩ হরেকৃষ্ণ (গৌরসুন্দরের পোষ্যপুত্র)

১৪।৪ নরহরি → ১৫।৩ গৌরসুন্দর → ১৬ হরেকৃষ্ণ (পোষ্যপুত্র) → ১৭ অপূর্ব্বকৃষ্ণ

১৪।৩ বীরনারায়ণ → ১৫।১ হরলাল — ১৫।২ ভাগবত

১৫।২ ভাগবত → ১৬ গোবিন্দলাল → ১৭ হেমচন্দ্র

১৭ হেমচন্দ্র → ১৮।১ রামচন্দ্র — ১৮।২ বঙ্কিমচন্দ্র
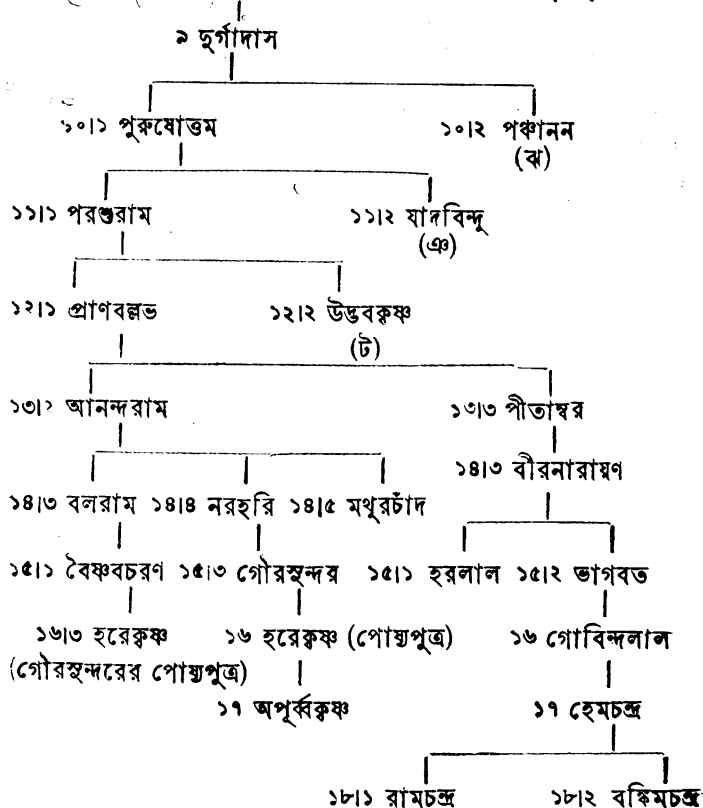
৮।২ **ধনপতি শ্রেষ্ঠী**।—রাজ্যধরের দ্বিতীয় পুত্র। গোবিন্দপুরে বসবাস করিয়া ইউরোপীয়ান বণিকবর্গকে বস্ত্রাদি সরবরাহ করিতেন। ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা তিনি ধনপতি হন। তাঁহার পুত্র দুর্গাদাস।

৯। **দুর্গাদাস শেঠী**।—ধনপতির পুত্র। ইহার পত্নী মালতী এবং দুই পুত্র—পুরুষোত্তম ও পঞ্চানন। দুর্গাদাস, কনিষ্ঠ পুত্রের বাটীতে

লক্ষ্মীজনার্দ্দনজীউ নামে এক নারায়ণ শীলা প্রতিষ্ঠা করেন। পুরুষোত্তমের স্ত্রী নবমল্লিকা, তাঁর দুই পুত্র—পরশুরাম ও যাদবিন্দু। পঞ্চাননের পুত্র রাঘবচন্দ্র।

১১।১ **পরশুরাম শেঠী**।—পুরুষোত্তমের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইঁহার বণিতা অন্নপূর্ণা এবং দুই পুত্র—প্রাণবল্লভ ও উদ্ভবকৃষ্ণ।

১১।২ **যাদবিন্দু শেঠ**।—ইনি যাদবেন্দ্র নামে বিদিত। পুরুষোত্তমের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি গোবিন্দপুরে বসবাস করিতেন। তথাকার শেঠ বাগানের একজন অংশীদার। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেনিয়ান ছিলেন। ইনি বৃন্দাবন বসাকের সহিত অংশী হইয়া রপ্তানি দ্রব্যের কারবার করিতেন। ইনি ধনাঢ্য ব্যক্তি, স্বসমাজের অগ্রগণ্য। প্রবাদ বর্গীর হাঙ্গামায় ব্রাহ্মণগণ শ্রীশ্রী৺ রাধাকান্তজীউ নামক এক বিগ্রহ লইয়া আসিয়া তদানীন্তন ধনী যাদবিন্দু শেঠের প্রাসাদে আশ্রয় লন। দুর্গের স্থান আবশ্যক হইলে যাদবিন্দু, বৈষ্ণবচরণ ও কৃষ্ণকিশোরের সহিত রাধাকান্তজীউকে লইয়া উঠিয়া আসিয়া বড়বাজারে বসবাস করেন। এক্ষণে ঐ ঠাকুর ৫ নং স্যার হরিরাম গোয়েঙ্কা ষ্ট্রীটস্থ (বাঁশতলা) ঠাকুরবাটীতে প্রতিষ্ঠিত আছেন। তথায় প্রত্যহ পনের সের চাউলের অন্নভোগ হইয়া ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, অতিথি ও দরিদ্র নারায়ণ স্বজাতিবৃন্দকে ভোজন করান হয়। অধুনা শ্যামবাজার অঞ্চলে রাধাকান্তজীউর নামানুসারে রাকাকান্তজীউ ষ্ট্রীট নামে একটী রাস্তা আছে। ১১৩৬ সালে, ইং ১৭২৯ অব্দে যাদবিন্দু স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার তিন পুত্র—১ রামকৃষ্ণ, ২ নয়নসুখ, ৩ জগন্নাথ। নয়নসুখের স্ত্রী ললিতা—নিঃ।

১২।১ **প্রাণবল্লভ শেঠ**।—পরশুরামের ১ম পুত্র। ইঁহার পত্নী তুলসীরাণী। ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া ধনশালী হন। ১১৪৩ সালে স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার ছয় পুত্র—১ মুরারী মোহন—নিঃ,

২ আনন্দরাম, ৩ পীতাম্বর, ৪ নিধিরাম—নিঃ, ৫ ব্রজমোহন—নিঃ, ৬ নন্দলাল—নিঃ।

১৩।২ **আনন্দরাম শেঠ**।—প্রাণবল্লভের ২য় পুত্র। তাঁহার পাঁচ পুত্র—১ রামচন্দ্র—নিঃ, ২ কৃষ্ণমোহন—নিঃ, ৩ বলরাম, ৪ নরহরি, ৫ মথুর চাঁদ। বলরামের ১ম পুত্র বৈষ্ণব চরণ, তাঁহার ৩য় পুত্র হরেকৃষ্ণ, ইঁহাকে গৌরসুন্দর পোষ্য পুত্ররূপে গ্রহণ করেন।

১৪।৪ **নরহরি শেঠ**।—আনন্দরামের ৪র্থ পুত্র। ইনি পৈত্রিক ধনে ধনবান ছিলেন। ইঁহার তিন পুত্র—নিতাই চাঁদ—নিঃ, ২ অদ্বৈত চাঁদ—নিঃ, ৩ গৌরসুন্দর।

১৫।৩ **গৌরসুন্দর শেঠ**।—নরহরির কনিষ্ঠ পুত্র। পৈতৃক ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান ছিলেন। সমাজে পাঁচঘর দলপতি মধ্যে তিনি একজন ছিলেন। স্বজাতিগণ ইঁহাকে অতি সম্মান করিতেন। ইনি বৈষ্ণবচরণের কনিষ্ঠ পুত্র হরেকৃষ্ণকে পোষ্য পুত্ররূপে গ্রহণ করেন।

১৬ **হরেকৃষ্ণ শেঠ**।—গৌরসুন্দরের পোষ্য পুত্র। ইনি ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। বহু দাস-দাসী, গাড়ী-ঘোড়া এবং রৌপ্য নির্ম্মিত আঁটাসোটা, চতুর্দ্দোলা, মহাপায়া প্রভৃতি আসবাব ছিল। বিবাহাদিতে যখন যাঁহার আবশ্যক হইত, ইনি উহা তাঁহাকে দিতেন। দমদমায় একটী রাস্তা তাঁহার নামানুসারে হরেকৃষ্ণ শেঠ লেন নামে বিদিত। তাঁহার একমাত্র পুত্র অপূর্ব্বকৃষ্ণকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

১৭ **অপূর্ব্বকৃষ্ণ শেঠ**।—হরেকৃষ্ণের পুত্র। ইনি নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীটে বসবাস করিতেন। পৈতৃক ধনের অধিপতি হইয়া স্বসমাজে অতি সম্মানের সহিত অতিবাহিত করেন। ইনি মিতব্যয়ী ছিলেন, বহু ভূসম্পত্তি ছিল, তদুপযুক্ত গাড়ী-ঘোড়া, দাস-দাসীর ক্রটী ছিল না। ইঁহার তিন পুত্র—ক্ষেত্রমোহন—নিঃ, ২ আশুতোষ—নিঃ, ৩ গোপাললাল, সৌখীন ছিলেন। তাঁর পুত্র রামেশ্বর। ইঁহারা ব্যয়-ভূষণাদিতে সর্ব্বশান্ত হন।

১৪।৫ **মথুরচাঁদ শেঠ**।—আনন্দরামের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার প্রথম পুত্র গোলক চাঁদ। ইঁহার প্রথম পুত্র গোরাচাঁদ। তাঁর প্রথম পুত্র বিহারীলাল। বিহারীলালের দ্বিতীয় পুত্র উপেন্দ্রলাল নিঃ, হোমিওপ্যাথী ডাক্তার ছিলেন। গোলকচাঁদের দ্বিতীয় পুত্র তারাচাঁদ। তাঁর পুত্র—রমণলাল। রমণলালের কনিষ্ঠ পুত্র—**নন্দলাল** ডাক্তার ছিলেন।

১৩।৩ **পীতাম্বর শেঠ**।—প্রাণবল্লভের তৃতীয় পুত্র। তাঁর পত্নীর নাম দ্রৌপদী। ইঁহার চার পুত্র—১ মদনমোহন, ২ রাধামোহন—নিঃ, ১৮০৯ অব্দে মৃত্যু হয়; ৩ বীরনারায়ণ, ৪ রূপনারায়ণ। বীরনারায়ণের দুই পুত্র—১ হরলাল, ১৮৩০ অব্দে মৃত্যু হয়, ২ ভাগবত ১৮০৮ অব্দে মৃত্যু হয়। হরলালের ৪র্থ পুত্র, প্যারীমোহন। তাঁর পুত্র নন্দলাল। তাঁর পুত্র জ্ঞানচন্দ্র, রবার ষ্ট্যাম্পের ব্যবসায় করিতেন। হরলালের কনিষ্ঠ পুত্র—গোপীমোহন। তাঁর তনয়—গোষ্ঠবিহারী—নিঃ ঘড়ীর ব্যবসায় করিতেন।

১৫।২ **ভাগবত শেঠ**।—বীরনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁর পুত্র **গোবিন্দলাল শেঠ**। ইনি একজন কৃতবিদ্য পুরুষ। ওরিয়েণ্টেল ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের সভ্য এবং বণ্ডেজ ওয়ার হাউসের অন্যতম পরিচালক। ইনি কয়লার খনি ইজারা লইয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভবান হন। একমাত্র শিশুপুত্র হেমচন্দ্রকে রাখিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার পত্নী তুলসীরাণী, ১৩২২ সালে স্বর্গারোহণ করেন। হেমচন্দ্র রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য দুই পুত্র রামচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রকে রাখিয়া ৫২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১৩২৫ সালে পরলোক গমন করেন। ইঁহার দুই পত্নী, ১ কুঞ্জরাণী ও ২ নন্দরাণী।

১৮।১ **রামচন্দ্র শেঠ**।—হেমচন্দ্রের ঔরসে কুঞ্জরাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার সহধর্ম্মিণী হিরণ্ময়ী। পুত্র দিলীপকুমার। ইনি বি, এ পাশ করিয়া উকীল হন। ছোট আদালতে আইনজীবীর

ব্যবসায় করেন। সাধারণ হিতকর কার্য্যে একজন উৎসাহী যুবক। কলিকাতা কর্পোরেশনের একাধিকক্রমে নয় বৎসর যাবৎ ১৯২৭-১৯৩৬ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত ৫ নম্বর পল্লীর কাউন্সিলাররূপে করদাতাগণের সেবা করিয়াছিলেন। বেঙ্গল বণ্ডেড ওয়ার হাউস এসোসিয়েসনের একজন পরিচালক (Managing Director), বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক এবং ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর একজন পরিচালক। তিনি স্বজাতি এবং অন্যান্য ব্যক্তি-বর্গকে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে কর্ম্ম করিয়া দিয়া তাঁহাদের ধন্যবাদভাজন হন।

১৮।২ **বঙ্কিমচন্দ্র শেঠ**।—হেমচন্দ্রের ২য় পত্নী নন্দরাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার স্ত্রী জ্যোতির্ম্ময়ী ও তিন পুত্র—১ রঞ্জিৎকুমার, ২ সত্যেন্দ্রজিৎ কুমার, ৩ সুজিৎ কুমার। ইনি একজন ডাক্তার। মাড়োয়ারী হাসপাতালে কিছুকাল কার্য্য করিয়াছিলেন। বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের, শাখা অফিসের কর্ম্মাধ্যক্ষ। জাতীয় প্রতিষ্ঠানে একজন উৎসাহী যুবক ছিলেন।

(ট) ১২।২ **উদ্ধব কৃষ্ণ শেঠ** (পরশুরামের কনিষ্ঠ পুত্র, পৃঃ ৭০)
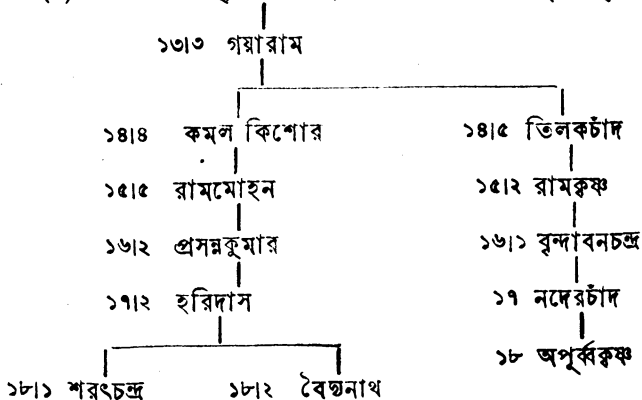
১২।২ **উদ্ধব কৃষ্ণ শেঠ**।—পরশুরামের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার চারি

পুত্র—১ কৃষ্ণরাম—নিঃ, ২ গোরাচাঁদ, ৩ গয়ারাম, ৪ চৈতন্য চরণ-নিঃ। গয়ারামের দ্বিতীয় পুত্র—গোবিন চাঁদ। তাঁর তৃতীয় পুত্র, গোপাল চাঁদ। ইহার দ্বিতীয় পুত্র ভোলানাথ। তাঁর প্রথম পুত্র নিকুঞ্জ বিহারী, সংসার ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করতঃ বৃন্দাবনে বাস করিতেন। গয়ারামের তৃতীয় পুত্র—নরসিংহ চাঁদ। তাঁর প্রথম পুত্র—হরেকৃষ্ণ। তাঁহার প্রথম পুত্র—মোহন চাঁদ, খাজাঞ্চি ছিলেন। গয়ারামের চতুর্থ পুত্র—কমল কিশোর, ইনি যুগল কিশোর নামে খ্যাত ছিলেন। ইনি কবি ছিলেন। ইহার তৃতীয় পুত্র—রাজকিশোর। তাঁর পুত্র সূর্য্যকুমার। সূর্য্যকুমারের চতুর্থ ও পঞ্চম পুত্র—বেণীমাধব ও ব্রজগোপাল, দরজীর ব্যবসায় করিতেন। কমলকিশোরের পঞ্চম পুত্র—রামমোহন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র প্রসন্ন কুমার। ইহার দ্বিতীয় পুত্র—হরিদাস। তাঁহার দুই পুত্র—শরৎচন্দ্র ও বৈদ্যনাথ।

১৮।১ **শরৎচন্দ্র** ও ১৮।২ **বৈদ্যনাথ শেঠ**।—হরিদাসের পুত্র। ইহারা শৈশবে পিতৃহীন হইয়া অতিকষ্টে দিন যাপন করিতেন। শরৎচন্দ্র ছেলে পড়াইয়া বেড়াইতেন। বৈদ্যনাথ স্বজাতির দোকানে কাজ কর্ম্ম করিতেন। ১৩২০ সালে, তাঁহাদের আত্মীয় গোপাল চন্দ্র বসাকের সহিত অংশী হইয়া কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে "বসাক শেঠ এণ্ড কোং" নামে বস্ত্রের ব্যবসায় খোলেন। ক্রমে ব্যবসা-বাণিজ্যে শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায় কিছু অর্থোপার্জ্জন করেন। গোয়াবাগানে একখানি বাটী খরিদ করিয়া বসবাস করিতেছেন। কিয়ৎকাল পরে গোপাল বাবু ঐ কারবারের অংশ ছাড়িয়া দেন। শরৎচন্দ্রের দুই পুত্র—আদিত্য-কুমার ও অনাদিকুমার। বৈদ্যনাথের পুত্র দিলীপ কুমার।

১৪।৫ **তিলকচাঁদ শেঠ**।—গয়ারামের পঞ্চম পুত্র। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র—রামকৃষ্ণ। ইহার প্রথম পুত্র—বৃন্দাবন চন্দ্র। তাঁর পুত্র নদের চাঁদ। নদের চাঁদের পুত্র—অপূর্ব্ব কৃষ্ণ, স্যাকরার ব্যবসায় করিতেন।
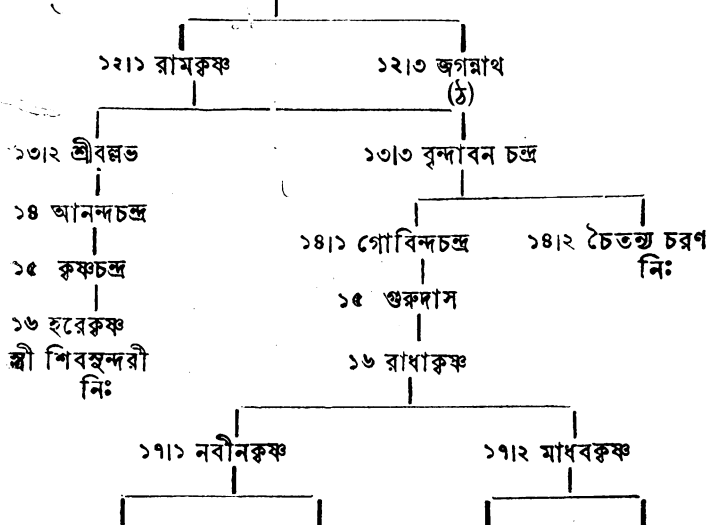
১২।১ **রামকৃষ্ণ শেঠ**।—যাদবিন্দুর প্রথম পুত্র। গোবিন্দপুরে, যথায় এক্ষণে মেটকাফ হল অবস্থিত, তথায় উঁহার আবাস ছিল। ইনি ধনশালী ছিলেন। ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেনিয়ান ছিলেন। ইংরাজেরা মোগল বাদশাহ ফরাকশিয়রের নিকট আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের উপর সমুদয় শুল্ক রেহাই করাইয়া লইয়াছিলেন। (১) তাহাতেই রামকৃষ্ণ ১৭৫০-৫১ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ হইতে সিয়ার চোকী মাশুল (শুল্ক) না দিয়া বস্ত্রাদি আমদানি করিয়া ইংরাজ বণিকবর্গকে সরবরাহ করিতেন। শুল্ক না দেওয়ায় নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সহিত গোলযোগ বাধে। (২) রামকৃষ্ণের তিন পুত্র—১ রাধাবল্লভ,

(১) Balls considerations on India Affairs. Part I, Vol. I. p. 190-191.
(২) Hunters Statistical Account of Bengal. Vol. IX. p. 257-258.

২ শ্রীবল্লভ, ৩ বৃন্দাবনচন্দ্র। ইহারাও ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন। শ্রীবল্লভের পুত্র, আনন্দচন্দ্র। ইনি ধনবান ছিলেন। ১৮১৪ খৃঃ অঃ পরলোক গমন করেন। তাঁর পুত্র, কৃষ্ণচন্দ্র। ইনিও প্রভূত ধনশালী ছিলেন। ১৮২৭ খৃঃ অঃ পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্র, হরেকৃষ্ণ।

১৬ **হরেকৃষ্ণ শেঠ**।—কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র। ইনি পিতা প্রপিতামহ অৰ্জ্জিত অতুল ধনের অধীশ্বর ছিলেন। তিনি তাঁহার ঐশ্বর্য্যানুযায়ী দাস-দাসী, গাড়ী-ঘোড়া প্রভৃতি ব্যয়-ভূষণাদি করিতেন। তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধে প্রায় নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি অল্প বয়সে একমাত্র বিধবা পত্নী **শিবসুন্দরী**কে রাখিয়া ১৮৩১ অব্দে স্বর্গারোহণ করেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। শিবসুন্দরী ঠাকুর বাটী ও অন্যান্য দাতব্য কার্য্যে প্রায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। বাঁশতলায় রাধাকান্ত জীউর ঠাকুর বাটী সংস্কার কার্য্যে প্রধান ব্যয় ভার লইয়াছিলেন। নূতন বাজারে, শেঠের বাগানে ১২৪৪ সালে শ্রীশ্রী৺রাধারমণ জীউ নামক এক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া কীর্ত্তি ও পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ঐ ঠাকুরের অন্নভোগের ব্যবস্থা আছে এবং অতিথিদিগকে ভোজন করান হয়। ঐস্থানে হরেকৃষ্ণ শেঠের বাগান ছিল, বলিয়াই ঐ স্থানের রাস্তাটীর নাম অদ্যাপি শেঠের বাগান লেন নামে বিদিত। এই সময়ে শিবসুন্দরীর ভগিনী হরসুন্দরী বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটে রাধানাথ জীউ নামে আর এক বিগ্রহ স্থাপনা করেন। শিবসুন্দরী ১৮৬৩ অব্দে স্বর্গলাভ করেন।

১৩।৩ **বৃন্দাবনচন্দ্র শেঠ**।—রামকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি ধনাঢ্য ব্যক্তি। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেনিয়ান ছিলেন। ইঁহার তিন পুত্র—১ গোবিন্দচন্দ্র, ২ চৈতন্যচরণ--নিঃ, ৩ ভারতচন্দ্র--নিঃ। গোবিন্দ-চন্দ্র ১৭৮১ অব্দে পরলোক গমন করেন। তিনি ধনশালী ছিলেন। তাঁর পুত্র গুরুদাস ১৮০২ অব্দে ইহলোক সম্বরণ করেন। তাঁর পুত্র রাধাকৃষ্ণ।

চৈতন্যচরণ শেঠ।—ইতি ধনশালী ছিলেন। সমাজে পাঁচজন দলপতি মধ্যে তিনি একজন ছিলেন। বড়বাজারে তাঁহার নামানুসারে একটী রাস্তা চৈতন্য চরণ শেঠ ষ্ট্রীট নামে অদ্যাবধি বিদিত আছে। ইনি ১৮২৮ অব্দে পরলোক গমন করেন। ভারতচন্দ্র ১৭৮২ অব্দে স্বর্গ-লাভ করেন। তাঁর স্ত্রী বিমলা সুন্দরী ১৮৩৬ অব্দে ৺গঙ্গালাভ করেন।

১৬ **রাধাকৃষ্ণ শেঠ।**—গুরুদাসের পুত্র। তাঁহার সহধর্ম্মিণী ষষ্ঠিমণি। তিনি বড়বাজারে বাঁশতলায় বসবাস করিতেন। প্রভূত ধনশালী ছিলেন। সাত রাজার (আত্মীয় কুটুম্বের) ধনে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিলেন। নূতন বাজারে চড়কডাঙ্গা ষ্ট্রীটে জয়নারায়ণ মল্লিকের "চণ্ডেশ্বর মহাদেব" নামে এক শিবলিঙ্গ ইনি প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বে তথায় (বিডন উদ্যানস্থিত স্থানে) শিবের গাজন ও চড়ক হইত বলিয়া তথাকার একটী রাস্তার নাম চড়কডাঙ্গা ষ্ট্রীট নামে বিদিত ছিল। বহুদূর হইতে গ্রামবাসীগণ তথায় আসিয়া মেলায় যোগদান করিতেন। এক্ষণে ছাতুবাবুর বাজারে ঐ চড়ক হয় ও মেলা বসে। রাধাকৃষ্ণের বংশধরগণ এক্ষণে রাধাকান্ত জীউ, রাধারমণ জীউ ও চণ্ডবিশ্বেশ্বরের সেবা করেন। নিমতলায় তাঁহাদের প্রজাবিলি জমিতে কাঠগোলার স্থানে একটী রাস্তা তাঁহার নামানুসারে রাধাকৃষ্ণ শেঠ ষ্ট্রীট নামে খ্যাত আছে। মাণিকতলায় তাঁহার পঞ্চবটী ভীলা নামক উদ্যানে, মাণিকপীর নামক এক ফকিরের আস্থানা ছিল। তাঁহার নামানুসারে সমগ্র স্থানের নাম মানিকতলা হয়। তাহার দুই পুত্র, নবীনকৃষ্ণ ও মাধবকৃষ্ণকে রাখিয়া ১৮৭৫ অব্দে স্বর্গ লাভ করেন।

১৭।১ **নবীন কৃষ্ণ শেঠ।**—রাধাকৃষ্ণের প্রথম পুত্র। বড়বাজারে বসবাস করিতেন। ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাহার দুই পুত্র কানাইলাল ও গোপাললালকে রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার পত্নী লক্ষ্মীমণি ১৮৮৯ অব্দে পরলোক গমন করেন।

১৭।২ **মাধবকৃষ্ণ শেঠ**।—রাধাকৃষ্ণের দ্বিতীয় পুত্র। সারদাময়ী তাঁর স্ত্রী। বাঁশতলায় বসবাস করিতেন। ধনশালী ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের, কুলীন ব্রাহ্মণদের বহু বিবাহ রোধকল্প আন্দোলনে, ৫৭ জন নেতার মধ্যে ইনি একজন ছিলেন। (১) ইনি ১৩১০ সালে নূতন বাজারে চণ্ডেশ্বর মহাদেবের (চণ্ডবিশ্বেশ্বরের) মন্দির সংস্কার করিয়া পুণ্যার্জ্জন করেন। ১৮৮৬ অব্দে পরলোক গমন করেন। ইঁহার ছয় পুত্র—১ রামলাল—নিঃ, ২ শ্যামলাল—কঃ, ১৮৮৯ অব্দে মৃত্যু হয়, ৩ পূর্ণচন্দ্র, ৪ নলিনীনাথ, ৫ চুনীলাল—নিঃ, ৬ পান্নালাল।

১৮।১ **কানাইলাল শেঠ**।—নবীনকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠপুত্র। ইঁহার পত্নী ক্ষীরোদাময়ী। ইনি ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। ১৯০৯ অব্দে মৃত্যু হয়। ইঁহার পাঁচ পুত্র। ১ হৃষিকেশ, ১৯০৮ অব্দে মৃত্যু হয়, তাঁর পুত্র চৈতন্যচরণ। ২ ব্যোমকেশ ১৩৫৬ সালে মৃত্যু হয়, তাঁর পুত্র বরেন্দ্রকুমার। ৩ মদনমোহন ১৩৫০ সালে মৃত্যু হয়, তাঁর কোন সন্তানাদি হয় নাই। ৪ ভুবনমোহন ১৩৪১ সালে মৃত্যু হয়, তাঁর পুত্র অজয়কুমার। ৫ মোহিনীমোহন—কঃ, ১৩৩৩ সালে মৃত্যু হয়। চৈতন্যের পাঁচ পুত্র—১ তরিৎ কুমার ২ সরিৎ কুমার, ৩ জ্যোতিকেশ, ৪ সমরেশ, ৫ কমলেশ। বরেন্দ্রের দুই পুত্র, বিপ্রকুমার ও প্রণব কুমার। ইঁহারা রাধাকান্তের সেবায়েত।

১৮।২ **গোপাললাল শেঠ**।—নবীনকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র। ধনবান ছিলেন। বড়বাজার হইতে উঠিয়া যাইয়া কাশীপুরে ভাগিরথীতটে কাশীবাস করিতেন। ঐ বাটী কেলসেল হাউস নামে ইতিহাস প্রসিদ্ধ। ঐ বাটীর ফটকে বড়লাট সাহেব, লর্ড কার্জ্জন বাহাদুরের স্থাপিত একখানি প্রস্তরফলকে লিখিত আছে যে, সুপ্রীম আদালতের বিচার-

(১) বিদ্যাসাগর—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

পতি স্যার রবার্ট চেমবার্স ১৭৯১—১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ঐ প্রাসাদে বাস করিতেন। গোপালচন্দ্র মিতব্যয়ী ছিলেন। তিনি ১৯১৩ অব্দে স্বর্গ গমন করেন। তাঁর স্ত্রী পান্নামণি ১৯১৯ অব্দে ইহলোক সম্বরণ করেন। তাঁর নয় পুত্র—১ শশীশচন্দ্রনাথ—কঃ, ১৯২৮ অব্দে মৃত্যু হয়, তাঁর স্ত্রী সরোজিনী; ২ নগেন্দ্রচন্দ্র, ইহার পত্নী দুর্গামণি এবং তিন পুত্র—গণেশচন্দ্র, বলদেবচন্দ্র ও সত্যনারায়ণ; ৩ জ্ঞানেন্দ্রনাথ, স্ত্রী উমাশশী, দুই পুত্র—শঙ্করকুমার ও গঙ্গাপ্রসাদ; ৪ ফণীন্দ্রচন্দ্র, স্ত্রী তরুবালা, তিন পুত্র—প্রতীপ, প্রবীর ও প্রনীল; ৫ রমেন্দ্রচন্দ্র, স্ত্রী গিরীবালা, পুত্র ধীরাজকুমার; ৬ শৈলেন্দ্রচন্দ্র-কঃ, দুই পত্নী ফুলেলবালা ও বিভাবতী; ৭ রবীন্দ্রচন্দ্র—কঃ, স্ত্রী অন্নপূর্ণা; ৮ মণিন্দ্রচন্দ্র, স্ত্রী পার্ব্বতী, তিন পুত্র—মৃণালকান্তি, মনোজকান্তি ও মোহনকান্তি; ৯ হরেন্দ্র নাথ, স্ত্রী সুশীলাবালা, পুত্র হিমাদ্রীনাথ। ইঁহারা রাধাকান্তজীউ, রাধারমণজীউ ও চণ্ডবিশ্বেশ্বরের সেবা করেন।

১৮।১ **রামলাল শেঠ**।—মাধবকৃষ্ণের প্রথম পুত্র। ইনি প্রভুত ধনশালী ছিলেন। সমাজ মধ্যে একজন স্বনামখ্যাত ব্যক্তি। কেবল তাহা নহে, সর্ব্বসাধারণের নিকটও সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। অনেক সময়ে জুরার নির্ব্বাচিত হইতেন। তিনি সমাজশাসনে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তিনি দানশীল ব্যক্তি ছিলেন, সময়ে সময়ে স্বজাতিগণের কন্যাদায় উদ্ধারে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিতেন। রাধাকান্ত জীউ ও রাধারমণ জীউ এবং চণ্ডবিশ্বেশরের সেবা করিতেন। নিমতলায় কাঠগোলার নিকট তাহার নামানুসারে একটী রাস্তা রামলাল শেঠ রোড নামে বিদিত আছে। কামারহাটীতে তাহার স্থাপিত একটি বাজার আছে। সময়ে সময়ে মধুপুরে তাঁহার নির্ম্মিত "শেঠ ভীলা" নামক স্বাস্থ্যনিবাসে বিশ্রাম করিতেন। তিনি অপুত্রক অবস্থায় ১৯১৩ অব্দে স্বর্গলাভ করেন।

১৮।৩ **পূর্ণচন্দ্র শেঠ**।—মাধবকৃষ্ণের তৃতীয় পুত্র। ডাক্তার নিতাই চন্দ্র হালদারের কন্যার সহিত বিবাহ হয়। ধনশালী ছিলেন। বড়বাজারে বসবাস করিতেন। ১৩১৭ ... ইঁহার ভবনে "বসাক সমিতি" স্থাপিত হয়। কয়েক বৎসর পর ...াক সমিতি ও তন্তুবায় সমিতি মিলিত হইয়া "শেঠ-বসাকাদি সমিতি" নামে খ্যাত হয়। ইনি ১৯৩৭ অব্দে পরলোক গমন করেন। ইঁহার দুই পুত্র—প্রমোদ কুমার ও প্রভাতকুমার। প্রমোদকুমার ব্যবসা-বাণিজ্য করেন। ইনি একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ কণ্ট্রাক্টর। তাঁর তিন পুত্র—১ বিজন কুমার, ২ মলয়কুমার, ৩ দেবকুমার। প্রভাতকুমার একজন ব্যারিষ্টার। তাঁহার বিবাহ ভিন্ন সমাজে ভবানীপুর নিবাসী বটকৃষ্ণ প্রামাণিকের কন্যার সহিত ১৩৩০ সালে হয়। মলয়কুমারের বিবাহ ঢাকা সমাজস্থ, বর্ত্তমান ভবানীপুর নিবাসী খ্যাতনামা উকীল স্বর্গীয় ডক্টার শরৎচন্দ্র বসাকের পৌত্রীর সহিত হয়।

১৮।৪ **নলিনীনাথ শেঠ**।—মাধবকৃষ্ণের চতুর্থ পুত্র। ইনি ১২৮৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বড়বাজারে বসবাস করিতেন। তথায় তাঁহার নামানুসারে একটী রাস্তা নলিনী শেঠ রোড নামে খ্যাত আছে। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ব্রহ্মঋষি গোত্রজ জগদ্দুর্লভ বসাকের কন্যাকে বিবাহ করেন। শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি, চরিত্রবান, বিনীত ও নিরহঙ্কারী পুরুষ। প্রথমে হিন্দুস্কুলে শিক্ষালাভ করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ১৮৯৯ অব্দে বি, এ পাশ করেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টের এটর্নী হন। অর্থোপার্জ্জনই তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না, কারণ তিনি প্রভূত ধনশালী ছিলেন। স্বদেশ-হিতৈষিতা, পরদুঃখকাতরতা, ন্যায়পরায়ণতা, এবং বিদ্যানুরাগ প্রভৃতি তাঁহার উন্নত জীবনের সহচর ছিল। নানাপ্রকার কলাবিদ্যার অনুশীলন করিতেন। তিনি তন্তুবায় সমিতি ও শেঠ-বসাকাদি সমিতির

সহকারী সভাপতি ছিলেন। তিনি ১৯১৫-১৯২৭ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত বার বৎসর যাবৎ ৫নং পল্লী কমিশনাররূপে করদাতাগণের সেবা করিয়াছিলেন। ১৯১৫ অ... কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনর নির্ব্বাচনকালে দুই দিন ... বৎ ভোট গ্রহণ করা হয়। ইহা কর্পোরেসনের ইতিহাসে প্রথম। ১৯২৩ অব্দে "রায় বাহাদুর" উপাধি লাভ করিলে, শেঠ-বসাকাদি সমিতি ও স্বজাতি জনসাধারণ তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন পত্র দিয়া সম্বর্দ্ধনা করেন। ঐ অব্দে তিনি ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট বোর্ডের সভ্য হন। ১৯২৬ অব্দে রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের নানাতীর্থ ভ্রমণ করিয়া বহু জ্ঞান লাভে অতুল আনন্দ পাইয়াছেন। ১৩৩৫ সালে তিনি দিল্লীর রাষ্ট্রীয় পরিষদ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ, পরিবারবর্গকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার তিন পুত্র—১ নরেন্দ্র কুমার, ২ ধীরেন্দ্র কুমার, ৩ বীরেন্দ্র কুমার। নরেন্দ্রের পুত্র সুকুমার। ধীরেন্দ্রের দুই কুমার, সুপ্রিয় ও সুশান্ত।

১৮।৬ **পান্নালাল শেঠ**।—মাধবকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র। ধনশালী ছিলেন। বড়বাজারে বসবাস করিতেন। কাশ্যপ গোত্রীয় লক্ষ্মণ চন্দ্র সেটের কন্যাকে বিবাহ করেন। কাশীতে ১৯২০ অব্দে দেহত্যাগ করেন। ইঁহার তিন পুত্র—১ প্রভাংশুকুমার, ২ হিমাংশুকুমার, ৩ সুধাংশুকুমার। প্রভাংশুকুমার একজন এটর্ণী, ১৯৪১ অব্দ হইতে উপর্য্যুপরি দুইবার কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হন। হিমাংশুকুমার ইউরোপ হইতে সিভিল সার্জ্জেন হইয়া আসিয়া মেডিক্যাল কলেজের কার্য্যভার লইয়াছিলেন। উপস্থিত লেক হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার। তিনি ইউরোপ হইতে এফ, আর সি, এস উপাধি লাভ করিয়াছেন। সুধাংশুকুমার ডাক্তার হইয়া কারমাইকেল কলেজে কার্য্য করিতেন।

১২।৩ **জগন্নাথ শেঠ**।—যাদবিন্দুর কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া ঐশ্বর্য্যশালী হন। তাঁর ৩য় পুত্র, ব্রজদুলাল ১৭৮২ অব্দে পরলোক গমন করেন। ইহার দুই পুত্র, নন্দলাল ও স্বরূপচন্দ্র—কঃ। নন্দলাল ১৮০৮ অব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার দুই পুত্র, গৌরাঙ্গদাস ও বিশ্বম্ভরদাস—কঃ। গৌরাঙ্গ ১৮৩৩ অব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁর স্ত্রী ত্রিপুরাসুন্দরী, ১৮৪১ অব্দে মৃত্যু হয়। গৌরাঙ্গদাসের পুত্র, রাধাকান্ত ১৮৪৬ অব্দে মৃত্যু হয়। তাঁর পত্নী শ্যামাসুন্দরী, ১৮৫৯ অব্দে পরলোক গমন করেন। বিশ্বম্ভরদাস, অগ্নিঋষি গোত্রজ গোবিনচাঁদ বসাকের কনিষ্ঠা কন্যা গোলাপমণিকে বিবাহ করেন। বিশ্বম্ভর ১৮২২ অব্দে স্বর্গলাভ করেন। গোলাপমণি ১৮৫১ অব্দে পরলোক গমন করেন। গোবিনচাঁদ বসাকের দ্বিতীয়া

পত্নী ভাগ্যবতীর প্রতিষ্ঠিত আনন্দময়ী ঠাকুরাণীর সেবা এবং সম্পত্তি লইয়া আদালতে শতবর্ষ ব্যাপী তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল।

১৭।১ **প্রিয়নাথ শেঠ**।—রাধাকান্তের প্রথম পুত্র। ইনি ধনশালী ছিলেন। বড়বাজারে বসবাস করিতেন। ইহার স্ত্রী সৌদামিনী ইনি তৎকালীক সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কুলীন ব্রাহ্মণদিগের বহুবিবাহ রোধকল্পে ৫৭ জন নেতার মধ্যে ইনিও একজন ছিলেন। ইনি মাইকেল মধুসূদন দত্তের সমসাময়িক। ১৮৫৯ অব্দে বেলগেছিয়ায় মাইকেলের শর্ম্মিষ্ঠা নামক অভিনয়ে ইনিও রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত সওদাগরের অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহাদের বন্ধু গৌরদাস বসাক বালেশ্বরে ছিলেন। ইহাই কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম অভিনয়। সময়ে সময়ে ইনি অভাবগ্রস্থ স্বজাতিবৃন্দকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়া উপকার করিতেন। এমন কি অর্থ দিয়া তাঁহাদের দণ্ডাদেশ রোধ করিতেন। ১৮৮২ অব্দে পরলোক গমন করেন। রাধাকান্তজীউর সেবা করিতেন। তাঁহার তিন পুত্র—১ বলাইলাল, ২ শ্যামলাল, ৩ বিহারীলাল--কঃ। বলাইলালের ছয় পুত্র—১ নগেন্দ্রনাথ, ২ যোগেন্দ্রনাথ, ৩ উপেন্দ্রনাথ, ৪ দেবেন্দ্রনাথ ৫ যতীন্দ্রনাথ—নিঃ ৬ মুনীন্দ্রনাথ—নিঃ। শ্যামলালের পুত্র পুলিনবিহারী—কঃ।

১৮।৩ **বিহারীলাল শেঠ**।—প্রিয়নাথের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি বীরুশেঠ নামে খ্যাত। ১৮৬৬ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। লৌহ ঢালাইয়ের কলকারখানা স্থাপিত করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন। তাঁহার প্রচুর ধনসম্পত্তি ছিল। সভাসমিতিতে বিশেষ উৎসাহের সহিত যোগদান করিতেন। কলিকাতা শেঠ-বসাকাদি সমিতির সভাপতি ছিলেন। অতি সৌখীন ব্যক্তি ছিলেন, ভোগবিলাসে সর্ব্বস্বান্ত হন। ১৩৫২ সালে তাঁর একমাত্র কন্যাকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁর স্ত্রী শকুন্তলা ১৩৩৯ সালে স্বর্গারোহণ করেন।

১৭।২ **রমানাথ শেঠ**।—রাধাকান্তের কনিষ্ঠ পুত্র। ধনবান ছিলেন। বড়বাজারে বসবাস করিতেন। ১৯০১ অব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁর পত্নী কাদম্বিনী ১৯১০ অব্দে স্বর্গলাভ করেন। ইঁহার তিন পুত্র—১ হীরালাল, ২ অমৃতলাল—নিঃ, ৩ হেমলাল। হীরালালের স্ত্রী গণেশজননী এবং তিন পুত্র—১ কমলচন্দ্র, ২ গোকুলচন্দ্র, ৩ অতুল চন্দ্র। হেমলালের স্ত্রী নিস্তারিণী এবং দুই পুত্র—গোষ্ঠবিহারী ও বনবিহারী, বনবিহারী হাইকোর্টের এটর্নী।

(ঋ) ১০।২ **পঞ্চানন শেঠী** (দুর্গাদাসের কনিষ্ঠ পুত্র, পৃঃ ৭০)

১১ রাঘবচন্দ্র

১২।১ শুকদেব

১৩।২ রামস্মরণ

১৪।১ রাধাকান্ত — ১৪।২ কমলাকান্ত নিঃ — ১৪।৩ গোপীকান্ত

১৪।১ রাধাকান্ত → ১৫।১ দয়ারাম, ১৫।২ হরিমোহন, ১৫।৪ হরেরাম,

১৪।৩ গোপীকান্ত → ১৫ রামকান্ত

১৫।১ দয়ারাম → ১৬।৪ কৃষ্ণসুন্দর → ১৭।২ উমাচরণ

১৫।৪ হরেরাম / ১৫ রামকান্ত → ১৬।১ চণ্ডীচরণ → ১৭।৩ বদনচন্দ্র

১৬।২ দেবীচরণ → ১৭।২ নবীনচন্দ্র
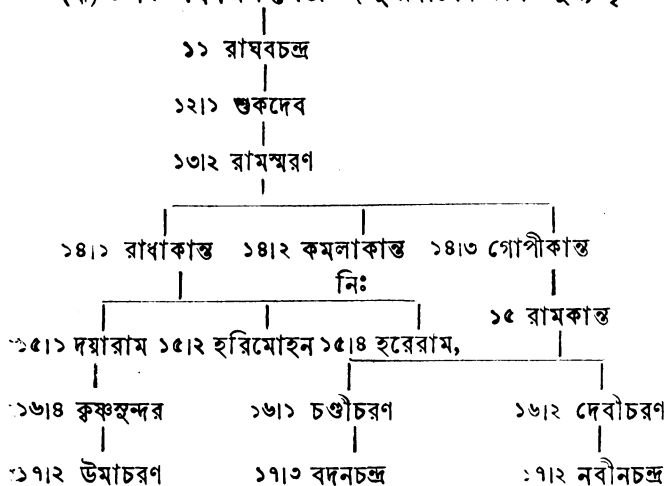
১১ **রাঘবচন্দ্র শেঠ**।—পঞ্চাননের পুত্র। ধনবান ছিলেন। প্রবাদ ১০৮টী দিঘী প্রতিষ্ঠা করেন। কালীঘাটে রাঘব দিঘীটি তাহার অন্যতম। ইঁহার দুই পুত্র, শুকদেব ও মটুকচাঁদ। শুকদেবের কনিষ্ঠ পুত্র, রামস্মরণ। তাঁর তিন পুত্র—১ রাধাকান্ত, ২ কমলাকান্ত—নিঃ, ৩ গোপীকান্ত। রাধাকান্তের ছয় পুত্র—১ দয়ারাম, ২ হরিমোহন, ৩ গৌরমোহন-নিঃ, ৪ হরেরাম, ৫ বংশীধর,—নিঃ, ৬ রামলোচন-নিঃ।

১৫।১ **দয়ারাম শেঠ**। রাধাকান্তের প্রথম পুত্র। তাঁর সাত পুত্র—১ শ্যামসুন্দর—নিঃ, ২ রামসুন্দর—নিঃ, ৩ নিতাইসুন্দর, ৪ কৃষ্ণসুন্দর, ৫ ব্রজসুন্দর, ৬ নৃসিংহসুন্দর—নিঃ, ৭ হরসুন্দর। নিতাইসুন্দরের জ্যেষ্ঠ পুত্র—গদাধর। তাঁর তিন পুত্র—১ গোপাল দাস, ২ গুরুদাস, ৩ বৈষ্ণবদাস—নিঃ।

১৯ **হৃদয়লাল শেঠ**।—গোপালদাসের পুত্র। ইনি "এইচ, এল, শেঠ এণ্ড সন্স" নামে কার্ডবোর্ড বক্সের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন "কোহিনুর কেমিক্যাল ওয়ার্কস" নামে এক কারবার স্থাপন করিয়া নানা পেটেণ্ট ঔষধ এবং প্রসাধন দ্রব্যের ব্যবসায়ে ধনবান হন। ইহার পাঁচ পুত্র—১ গিরীন্দ্র কুমার, ২ শচীন্দ্র কুমার, ৩ যতীন্দ্র কুমার, ৪ অহীন্দ্র কুমার—নিঃ, ৫ হরেন্দ্র কুমার। ইহারাও পৈতৃক ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করেন, তাছাড়া কার্ডবোর্ড বক্স, ছাপাখানা ও পেষ্টবোর্ড কাগজের ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া ধনশালী হইয়াছেন এবং সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন।

১৯।১ **সুজনী কুমার শেঠ**।—গুরুদাসের প্রথম পুত্র। তাঁর দুই পুত্র—ফটিকচাঁদ—নিঃ, প্রভাস চন্দ্র—নিঃ। ইহারা অপার চিৎপুর রোডে পোষাক পরিচ্ছদের ব্যবসায় করিয়াছিলেন।

১৭।২ **উমাচরণ শেঠ**।—কৃষ্ণসুন্দরের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি ১৮১৬ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ বৎসর হিন্দুকলেজ স্থাপিত হয়। তথায় তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া ১৮৩৫ অব্দে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হইলে, তথায় প্রবেশ করেন। ১৮৩৮ খৃঃ অঃ চারিটী মাত্র ছাত্র ডাক্তারী পরীক্ষা দেন। তন্মধ্যে তিনি এবং কাশ্যপ গোত্রজ রাধাপ্রসাদ সেট ছিলেন। উমাচরণ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া প্রথম ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৩৯ অব্দে বড়লাট সাহেব লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড বাহাদুর তাঁহাকে একটী স্বর্ণের ঘড়ী উপহার দিয়া

সমাদৃত করেন। ঐ বৎসর তিনি আগ্রা ডিস্পেনসারীতে প্রবেশ করেন। তথা হইতে বর্দ্ধমান, কানপুর গাজীপুর, মির্জাপুর, নৈনিতাল এবং ফতেপুর প্রভৃতি স্থানে কার্য্য করিয়া সুনাম অর্জ্জন করেন। তিনি ৩৩ বৎসর কালাবধি শ্রমশীল এবং সম্মানজনক কর্ম্ম করিয়া ফতেপুর হইতে ১৮৭১ অব্দে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি চরিত্রবান, জ্ঞানবান এবং কর্ম্মীষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। ১৮৮৮ অব্দে স্বর্গারোহণ করেন। কলিকাতা শেঠ বসাকাদি সমিতি এবং স্বজাতি সর্ব্বসাধারণ বহু অর্থ ব্যয়ে তাঁহার একখানি তৈলচিত্র, ১৯২২ অব্দে মেডিক্যাল কলেজে উন্মোচন করিয়া তাঁহার সম্মান বর্দ্ধন করেন। তাঁহার পুত্র গিরীশচন্দ্র হাইকোর্টের উকীল ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র—১ ধর্ম্মদাস, হাই-কোর্টের উকীল। ২ শিবদাস, হাইকোর্টের এর্টণী। ৩ বৈষ্ণবদাস, সি, ই, পি, এইচ ডি ডিপ্লোমা প্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার।

১৮।৩ **যুগল কিশোর শেঠ**।—বলাইচাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র। হরসুন্দরের পৌত্র। যুগলকিশোর বড়বাজারে বসবাস করিতেন। তাঁহার বাটীতে মন্দির আছে বলিয়া মন্দিরওয়ালা বাটী নামে খ্যাত। তিনি বড়বাজারে ১৩০৮ সালে বস্ত্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করিয়া উদ্যম ও উৎসাহের সহিত বাণিজ্য করিতে থাকেন। বর্ত্তমানে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার তিন পুত্র—১ ইন্দ্রভূষণ, ২ কালিদাস—নিঃ, ৩ দুলালচাঁদ। ইঁহারা এক্ষণে ঐ পৈতৃক ব্যবসা-বাণিজ্য করেন।

১৫।২ **হরিমোহন শেঠ**।—রাধাকান্তের দ্বিতীয় পুত্র। তাঁর তিন পুত্র—১ রামলোচন, ২ রামনরসিংহ, স্ত্রী দিগম্বরী, ৩ বিজয়কৃষ্ণ। রামনরসিংহের তিন পুত্র ১ কালাচাঁদ, ২ জয়গোপাল, ৩ বিহারীলাল —নিঃ। কালাচাঁদের স্ত্রী লক্ষীপ্রিয়া। তাঁর পুত্র রাজেন্দ্রনাথ। জয়গোপালের পুত্র ভূতনাথ।

১৮ **রাজেন্দ্রনাথ শেঠ**।—কালাচাঁদের পুত্র। হাইকোর্টের

উকিল ছিলেন। তথায় অনুবাদকের পদে যোগ্যতার সহিত বহুকাল কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র—১ নৃপেন্দ্রনাথ, ২ নরেন্দ্রনাথ, ৩ যতীন্দ্রনাথ, ৪ ফণীন্দ্রনাথ, ৫ ধীরেন্দ্রনাথ। নৃপেন্দ্রনাথ ডাক্তার, স্ত্রী মোহিত কুমারী, তিন পুত্র—বলাই, কানাই—নিঃ ও প্রবোধ। নরেন্দ্র নাথ হাইকোর্টের উকিল। তাঁর স্ত্রী কনকমঞ্জরী। ইনি কলিকাতা কর্পোরেসনে ১৯২১-১৯২৪ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত ৩নঃ পল্লীর কমিশনররূপে করদাতাগণের সেবা করিয়াছিলেন। স্বদেশসেবায় জীবনাতিপাত করেন। তজ্জন্য বহুদিন যাবৎ কারাবাস ভোগ করেন। হিন্দু মহাসভার একজন নেতা ছিলেন। তন্তুবায় সমিতির সহকারী সভাপতি ছিলেন। তিনি একজন সুবক্তা। তাঁর কন্যার বিবাহ বিভিন্ন সমাজে দিয়াছেন। ১৩৫৫ সালে পরলোক গমন করেন। যতীন্দ্র নাথ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাঁর পত্নী—মাধবিকা ও শেফালিকা, ইনি ইউরোপ হইতে ইঞ্জিনিয়ার হইয়া আসেন। ইনকাম্ ট্যাক্স অফিসার ছিলেন। ফণীন্দ্র নাথের স্ত্রী প্রতিমা এবং ধীরেন্দ্র নাথের স্ত্রী আশালতা, ইঁহারা উভয়ে ইউরোপ হইতে নানা প্রকার যন্ত্রপাতি আমদানি করিয়া "শেঠ ব্রাদার্স" নামে লজেঞ্জেসের ব্যবসায় করেন।

২০।১ **বলাই চাঁদ শেঠ**।—নৃপেন্দ্র নাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি "শেঠ দাস এণ্ড কোং" নামে ফিনাইল, মেটাল পলিস প্রভৃতি এবং বৈদেশিক দ্রব্যের ব্যবসা-বাণিজ্য করেন।

১৯।১ **মণীন্দ্র নাথ শেঠ**।—ভুতনাথের ১ম পুত্র। ইনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি প্রবেশিকা হইতে এম্, এস, সি পর্য্যন্ত প্রতি পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষস্থান অধিকার করেন। দেশের সর্ব্বশ্রেণীর ছেলেদের সংগ্রহ করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেন। গভর্ণমেণ্টের কুনজরে পড়িয়া অকালে প্রাণ হারাইয়াছেন।

১৬।৩ **বিজয় কৃষ্ণ শেঠ**।—হরিমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁর

প্রথম পুত্র মদন মোহন, পদ্মলোচন নামে খ্যাত। তাঁহার দুই পুত্র—রজনীলাল—নিঃ, ইনি ডাক্তার ও জগদ্দুর্লভ, ইনিও ডাক্তার, জাহাজে কার্য্য করিতেন। ইঁহার ছয় পুত্র—১ উমাকান্ত, সার্ভেয়ার। ২ মুকুন্দলাল, দিয়াশলাইয়ের ব্যবসায় করিয়াছিলেন। ৩ লালবিহারী, হাবড়া কর্পোরেসনের ওভারসিয়র। ৪ অনুকুল—নিঃ, অঃ ম্যাজিষ্ট্রেট এবং হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর সদস্য। ৫ নন্দলাল—নিঃ। ৬ অনাথনাথ। ইঁহারা সকলে শালকিয়ায় বসবাস করেন। বিজয় কৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র মাধব লাল। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ—নিঃ। মতিহারীতে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া মুদ্রন কার্য্যের ব্যবসা করিতেন।

১৫।৪ **হরেরাম শেঠ**।—রাধাকান্তের চতুর্থ পুত্র। তার ১ম পুত্র গুরুপ্রসাদ। তাঁর ৫ম পুত্র তারিণী চরণ। তাঁর ১ম পুত্র—হেমচন্দ্র। ইঁহার ১ম ও ৫ম পুত্র রমেশচন্দ্র ও গৌর গোপাল, মোজার কল কারখানা স্থাপিত করিয়া ব্যবসায় করেন। হেমচন্দ্রের ৩য় পুত্র—মাধবচন্দ্র, রুমালের কল কারখানা স্থাপিত করিয়া ব্যবসায় করেন। হরেরামের কনিষ্ঠ পুত্র গঙ্গানারায়ণ। তাঁর পুত্র গোকুল চন্দ্র, নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীটে বসবাস করিতেন। ধনশালী ছিলেন। তাঁহার প্রথম পুত্র তুলসীদাস। তাঁর প্রথম পুত্র অরুণ চন্দ্র, বৃষকাষ্ঠের একচেটিয়া ব্যবসায় করিতেন। তাঁহার প্রথম পুত্র বীরেন্দ্র নাথ, ঐ পৈতৃক ব্যবসা করেন।

১৪।৩ **গোপীকান্ত শেঠ**।—রামস্মরণের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁর পুত্র রামকান্ত। রামকান্তের দুই পুত্র—চণ্ডীচরণ ও দেবীচরণ।

১৬।১ **চণ্ডীচরণ শেঠ**।—রামকান্তের প্রথম পুত্র। ইনি বড়লাট সাহেব লর্ড উইলিয়ম বেন্টীক বাহাদুরের দেওয়ান ছিলেন। ইঁহার চার পুত্র—১ মধুসূদন, ২ মদনচন্দ্র—নিঃ, ৩ বদনচন্দ্র, ৪ নারায়ণচন্দ্র। বদনচন্দ্র বিডন ষ্ট্রীটে বসবাস করিতেন। ধনশালী ছিলেন। জাতীয় তথ্যানুসন্ধান করিয়া ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ১৮৯০ অব্দে

স্বর্গলাভ করেন। তাঁর স্ত্রী নিস্তারিণী ১৯১৪ অব্দে স্বর্গলাভ করেন। ইহার ছয় পুত্র—১ বিপিনবিহারী, ২ প্রফুল্লচন্দ্র, ৩ নিকুঞ্জবিহারী ৪ রাসবিহারী, ৫ বটবিহারী, ৬ গোষ্ঠবিহারী—কঃ। প্রফুল্লচন্দ্র, গাছ ও বীজের ব্যবসায় করিতেন। তাঁর এক কন্যার বিবাহ ভিন্ন সমাজে ঢাকা নিবাসী খ্যাতনামা উকীল ডাঃ শরৎ চন্দ্র বসাকের পুত্রের সহিত ১৩২৯ সালে দেন। তাঁহার ১ম ও ২য় পুত্র—প্রভাসচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র গাছ ও বীজের ব্যবসায় করিতেন। প্রভাস রবার্ট শেঠ নাম গ্রহণ করিয়া লণ্ডনে হর্টিক্যালচারেল সোসাইটীর সভ্য হন। গোষ্ঠবিহারীও গাছ এবং বীজের নার্শরী করিতেন।

১৬।২ **দেবীচরণ শেঠ**।—রামকান্তের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র—নবীনচন্দ্র। ইহার দুই পুত্র, ফকীরচাঁদ ও সারদাপ্রসাদ। বড়বাজারে মাথাঘসা গলিতে বসবাস করিতেন। বাসস্থানের নিকট শেঠেদের বসবাস থাকায় তথাকার একটী রাস্তা শেঠ লেন নামে খ্যাত ছিল। তাঁহারা জোড়াসাঁকোয় দেশীয় তাঁতের বস্ত্র ব্যবসায় করিতেন। ফকীরচাঁদের পুত্রগণও ঐ পৈতৃক ব্যবসায় করিতেন। ফকীরচাঁদের প্রথম পুত্র, যুগলকিশোর ছোট আদালতে আইনজীবির ব্যবসা করেন।

(ঘ) ৮।৩ **দামোদর শেঠী**।—রাজ্যধরের কনিষ্ঠ পুত্র। (পৃঃ ১৯) গোবিন্দপুরে বসবাস করিতেন। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত বিপুল ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া ধনশালী হন। তাঁহাদের মালপত্র খরিদ বিক্রয় করিয়া দিতেন। প্রথম ইংরাজ ব্যবসায়ীদের এদেশে জিনিষপত্র ক্রয় বিক্রয়ের জন্য দালাল ভিন্ন চলিত না। তাঁহারা গোটাকতক ইংরাজী শব্দ শিখিয়া লইতেন মাত্র। তাঁহারাই গ্রামে গ্রামে ঘুরিরা মালপত্রের অনুসন্ধান করিয়া সওদা করিতেন। ইংরাজ-দের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা থাকায়, ১৬৭৯ অব্দে তাঁহারা একজন দ্বোভাষী চাহিয়া পাঠান। শেঠেরা তাঁহাদের রতু ধোপাকে পাঠান।

সে খুব চালাক চতুর ছিল। ঐ ব্যক্তি দীর্ঘকাল কোম্পানীর কার্য্যে থাকিয়া ধনশালী হন। (১) রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীটটী তাহার নামেই খ্যাত। দামোদরের পুত্র—নারায়ণচন্দ্র, ইনিও ইংরাজ বণিকদিগকে বস্ত্রাদি সরবরাহ করিতেন। তাঁর পুত্র নন্দরাম। ইহার পুত্র ব্রজরাম, ইনি গোবিন্দপুর হইতে উঠিয়া আসিয়া বড়বাজারে বসবাস করিতেন। ব্রজরামের তিন পুত্র—১ পঞ্চানন, ২ গৌরহরি, ৩ যুগলকিশোর—নিঃ। পঞ্চাননের পুত্র—কমলাকান্ত। তাঁর দুই পুত্র—জয়গোপাল ও লছমন চন্দ্র। জয়গোপালের পুত্র বরদাকান্ত—নিঃ, ইনি পাঠশালায় গুরুমহাশয়গিরি করিতেন, অন্ধ ছিলেন।

১৪।২ **লছমন চন্দ্র শেঠ**।—কমলাকান্তের কনিষ্ঠ পুত্র। পাথুরিয়াঘাটায় বসবাস করিতেন। ইনি ধনশালী ছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র—১ মতিলাল, তাঁর পুত্র—শরৎভূষণ, অবিবাহিত। ২ মনিলাল, তাঁর তিন পুত্র—ক্ষীরোদভূষণ, বলাইলাল ও কৃষ্ণলাল—নিঃ। ৩ গোবিন্দলাল—নিঃ। ৪ নবীনচাঁদ, ইহার পুত্র—গিরীজাভূষণ। ৫ উপেন্দ্রলাল, তাঁর পত্নী বৃন্দারাণী এবং পুত্র হরিদাস। শরৎ, ক্ষীরোদ, গিরীজা ও হরিদাস মিলিতভাবে ত্রিজলায় "সায়ান্টিফিক এ্যাপারেটর্স" নামে কলকব্জা সরঞ্জাম মেরামতের কল কারখানা স্থাপিত করিয়া অত্যুন্নতির সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইয়াছিলেন। গৃহ বিবাদে ১৯১৪ সালে উহা বন্ধ হইয়া যায়। কিছুদিন পরে শরৎভূষণ ও ক্ষীরোদভূষণ যন্ত্রাদি মেরামতের কল কারখানা স্বতন্ত্রভাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেছেন।

মৌদ্গল্য পর্ব্ব সমাপ্ত

---

(১) ভারতবর্ষ, ১৮শ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা—প্রাচীন কলিকাতার পরিচয়, হরিহর সেট লিখিত—English in India—by C. R. Wilson.

কাশ্যপ গোত্রীয়—সেট বংশ।

কশ্যপ ঋষি হইতে কাশ্যপ গোত্র সমুদ্ভব হয়। কাশ্যপ গোত্রের প্রবর যথা, কাশ্যপ—অপ্সার—নৈধ্রুব।

আকবরের রাজত্বকালে বরেন্দ্র প্রদেশের অন্তর্গত, ঢাকার সন্নিকটস্থ, সোনার গাঁয়ে জনৈক তন্তু-বণিক বসবাস করিতেন। তিনি মোগল রাজদরবারে নানা শিল্প নৈপুণ্যযুক্ত বস্ত্রাদি সরবরাহ করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মোগল রাজদরবার হইতে তিনি "সেট" উপাধি প্রাপ্ত হন। ইঁহারা পচা সেট নামে বিদিত।
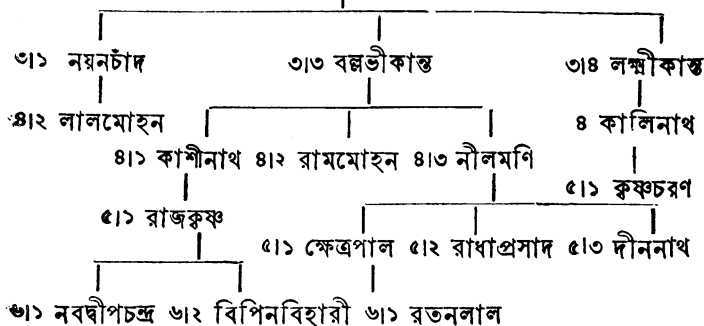
১ম পুরুষ। **চৈতন্য চরণ সেট**।—বর্গীর ভয়ে ইনি কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করেন। নবাব আলিবর্দ্দীর শাসনকালে ১৭৪২—১৭৫০ খৃঃ অঃ বর্গীর হাঙ্গামা ভীষণাকার ধারণ করে। তাঁহার পুত্র, গোবিন্দরাম। গোবিন্দরামের পাঁচ পুত্র—১ নয়নচাঁদ, ২ গিরীধর-নিঃ ৩ শ্রীধর, ৪ বল্লভীকান্ত, ৫ লক্ষ্মীকান্ত। বল্লভীকান্তের চার পুত্র—১ কাশীনাথ, ২ রামমোহন, ৩ নীলমনি, ৪ প্রাণকৃষ্ণ। কাশীনাথের ১ম পুত্র, রাজকৃষ্ণ। তাঁর দুই পুত্র, নবদ্বীপ চন্দ্র ও বিপিনবিহারী। ইঁহারা বেনিয়াটোলায় বসববাস করিতেন। প্রতিবাসী বটকৃষ্ণ পালের সহিত

অংশী হইয়া "বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং" নামে এক ঔষধালয় স্থাপন করেন। নবদ্বীপচন্দ্রের সাত পুত্র—১ পাঁচকড়ি, ২ লক্ষ্মণচন্দ্র—কঃ। ৩ মন্মথনাথ—নিঃ। ৪ হৃদয়নাথ, ৫ কুঞ্জবিহারী, ৬ রাসবিহারী—নিঃ। ৭ পুলিনবিহারী। পিতার মৃত্যুর পর ইঁহারা বেনিয়াটোলা হইতে উঠিয়া গিয়া কাশীপুরে তাঁহাদের পিতামহ রাজকৃষ্ণের খরিদা বাগান বাটীতে বসবাস করেন। লক্ষণচন্দ্র কাশীপুর মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার ছিলেন।

৪।৩ **নীলমনি সেট**।—বল্লভীকান্তের ৩য় পুত্র। তাহার চার পুত্র—১ ক্ষেত্রপাল, ২ রাধাপ্রসাদ, ৩ দীননাথ, ৪ গোপীনাথ—নিঃ।

৫।২ **রাধাপ্রসাদ সেট**।—নীলমনির ২য় পুত্র। ১৮৩৮ অব্দে মেডিক্যাল কলেজে পাশ করিয়া ডাক্তার হন। উমাচরণ শেঠ তাহার সহপাঠি ছিলেন। তাহার দুই পুত্র, যোগেন্দ্রনাথ ও হরিদাস।

৬।১ **রতনলাল সেট**।—ক্ষেত্রপালের প্রথম পুত্র। ডাক্তার ছিলেন।
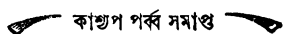
কাশ্যপ পর্ব্ব সমাপ্ত

দত্ত বংশ।

দত্ত, শ্রেষ্ঠিদিগের ন্যায় বৈশ্যের প্রাচীন উপাধি। যতদূর নিদর্শন পাওয়া যায় যে, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর অন্তে উজ্জয়িনী নগরে চারুদত্ত নামীয় জনৈক বৈশ্য শ্রেষ্ঠী চত্বরে বসবাস করিতেন। তাঁহার পিতা সাগর দত্ত, পিতামহ বিনয় দত্ত। তাঁহারা তথায় শ্রেষ্ঠীদিগের সহিত বস্ত্রবাণিজ্য করিয়া ঐশ্বর্য্যশালী হন। শ্রেষ্ঠী বণিকবর্গের সহিত তাঁহারা বাণিজ্যব্যপদেশে সপ্তগ্রামে আসিয়া বসবাস করেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রথমে কে যে প্রাচীন কলিকাতায় আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন, পূর্ব্বপুরুষগণ ধারাবাহিক ইতিহাস বা বংশাবলী না রাখায়, সঠিক বর্ণনা করা কঠিন। ইঁহাদের তিনটী গোত্র প্রচলিত।

অলম্বুষী গোত্রীয়—দত্ত বংশ।
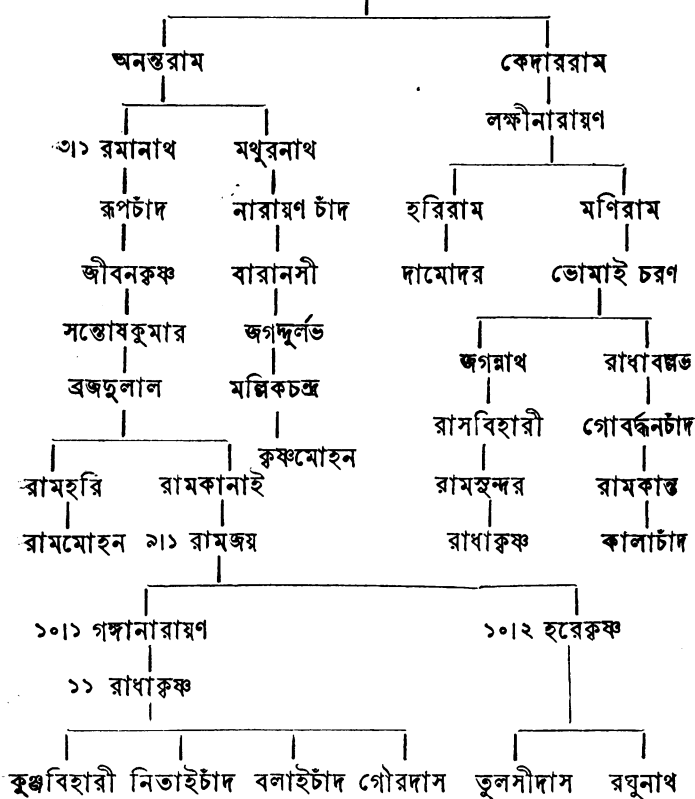
অনন্তরাম দত্ত ও কেদাররাম দত্ত।—ইহারা সূতানুটী হাটের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া, শেঠ-বসাকদিগের কলিকাতায় আগমনের ন্যূনাধিক শত বৎসর পরে সপ্তগ্রাম হইতে গোবিন্দপুরে আসিয়া শ্রেষ্ঠীদিগের নিকট বসবাস করেন এবং সূতানুটী হাটে সূত্র ও বস্ত্রাদির ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে থাকেন। অনন্তরামের দুই পুত্র, রমানাথ ও মথুর-নাথ। কেদাররামের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ।

৮। **রমানাথ দত্ত**।—অনন্তরামের জ্যেষ্ঠপুত্র। তাঁর পুত্র রূপচাঁদ। ইঁহার দুই পুত্র, জীবনকৃষ্ণ ও পরশুরাম, জীবনকৃষ্ণের পুত্র সন্তোষকুমার। তাঁর পুত্র, ব্রজদুলাল। ইঁহার তিন পুত্র—১ রামহরি, ২ উদয়চাঁদ ৩ রামকানাই। রামহরি পাথুরিয়াঘাটায় বসবাস করিতেন, ধনশালী ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, রামমোহন। ইঁহার ২য় পুত্র, মাণিকচাঁদ। তাঁর ২য় পুত্র, রাধানাথ। ইঁহার ২য় পুত্র নবকৃষ্ণ। মুরগীহাটায় চুরুটের ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া ধনোপার্জ্জন করেন। তাঁর পুত্র নিতাই চরণ।

৯। **রামজয় দত্ত**।—রাম কানাইয়ের প্রথম পুত্র। অতি সামান্য লোক ছিলেন। তিন পুত্র—১ গঙ্গানারায়ণ, ২ হরেকৃষ্ণ, ৩ প্রাণকৃষ্ণ।

১০। **গঙ্গানারায়ণ দত্ত**।—রামজয়ের প্রথম পুত্র। ১২২৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প শিক্ষা লাভ করিয়া তৎকালীন আগাবেশ কোং অফিসে নামমাত্র বেতনে কার্য্য করিতেন। তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। ঠিক সেই সময়ে তাঁহার সহধর্ম্মিণী শিশুপুত্র রাধাকৃষ্ণকে ও এক শিশু কন্যাকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, চাকরী পরিত্যাগ করিয়া ১২৪৬ সালে, ইং ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রিয়পুত্র "রাধাকৃষ্ণ দত্ত" নামে বড়বাজারে খোংরাপটীতে একটী ছাতার কাপড়ের বিপণি স্থাপিত করিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া ১২৪৯ সালে পুরাতন চীনাবাজারে আর একটী কাটা কাপড়ের (জামার বস্ত্রের) দোকান খোলেন। কারবারের কাজকর্ম্ম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখিয়া তিনি তাঁহার পুত্র রাধাকৃষ্ণের সাহায্য লইলেন। তিনি কলিকাতাস্থ বড় বড় ইনডেণ্ট অফিসের মারফতে নানাপ্রকার বিলাতী সূতী ও পশমী জামার বস্ত্র আমদানি করতঃ কলিকাতার বাজারে বাণিজ্য করিয়া বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। ক্রমোন্নতিকালে তাঁহার

পৌত্র কুঞ্জবিহারী যোগদান করিলেন। তিনি ইউরোপ হইতে সরাসরি মাল আমদানি করিয়া ইউরোপীয়ান প্রভৃতি নানা বণিকবর্গের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য করতঃ প্রভূত ধনোপার্জ্জন করেন। গঙ্গানারায়ণ রাধাকৃষ্ণকে কৃতবিদ্য বুঝিয়া কারবারের সমস্ত ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিয়া নিজে অবসর গ্রহণ করিলেন। তিনি নারায়ণ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল হইলেন। নৌকাযোগে বৃন্দাবনে যাইয়া এক নারায়ণ শীলা সহ প্রত্যবর্ত্তন করিলেন। তিনি ও তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা হরেকৃষ্ণ ৮২ নং বিডন ষ্ট্রীটস্থ ভবনটী খরিদ করিয়া, তথায় ১৮৬৮ অব্দে "শ্রীশ্রী৺রঘুনাথ জীউ" নামে ঐ নারায়ণ শীলা উভয়ে প্রতিষ্ঠা করেন। ঠাকুরের সেবার কারণ দুই লক্ষাধিক মুদ্রার ট্রাষ্ট ফণ্ড করিয়া নিজ পুত্র রাধাকৃষ্ণ এবং ভ্রাতুষ্পুত্র তুলসীদাসকে ট্রাষ্টি নিযুক্ত করেন। কোন কারণবশতঃ ১৮৬৯ অব্দে ৮৩ নং বিডন ষ্ট্রীটস্থ জমি নিজ নামে খরিদ করিয়া তথায় ত্রিতল ঠাকুরবাটী নির্ম্মাণ করেন। ঐ স্থানে ১২৯৪ সালে, ইং ১৮৮৭ অব্দে "শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীজনার্দ্দন জীউ" নামে আর একটী নারায়ণ শীলা প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ ঠাকুর সেবার জন্য দুই লক্ষ টাকার ট্রাষ্ট ফণ্ড করিয়া নিজ পুত্র রাধাকৃষ্ণকে অছি নিযুক্ত করেন। তিনি নারায়ণ দুটী প্রতিষ্ঠা করিয়া অনাবিল শান্তিসুধা পান করিতে থাকেন। এমন সময়ে তাঁহার মধ্যম পৌত্র নিতাই চাঁদের ১২৯৬ সালে অকাল মৃত্যুতে শোকে কাতর হইয়া নিজ বাসভবন পরিত্যাগ করতঃ বরানগরে গঙ্গাতটে দীন হীন বেশে কালাতিপাত করিতে থাকেন। ১২৯৭ সালে ভাগিরথীকুলে, কুঠীঘাটের সন্নিকটে এক খণ্ড জমি খরিদ করিয়া, তথায় এক মনোরম দেবালয় নির্ম্মাণ করতঃ ১৩০৪ সালে "শ্রীশ্রী৺গোপাল লাল জীউ নামে এক গোপাল ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন। শেষ জীবনের দিনগুলি এই গঙ্গাতটে শ্রীভগবানের পাদপ্রান্তে অতিবাহিত করেন। তিনি পদব্রজে দুইবার কাশী, বৃন্দাবন

সিভিল সার্জ্জান

স্বর্গীয় উদয়চাঁদ দত্ত

জন্ম ঃ ১০ই জানুয়ারী ১৮৩৪] [মৃত্যু ঃ ৫ই জুন ১৮৮৪

(পৃঃ ১০২)

স্বর্গীয়া রাণী দাসী

পুরীধাম প্রভৃতি তীর্থসমূহ পর্য্যটন করিয়া আনন্দ উপভোগ করেন। তিনি বিদ্যালয়ে, বিদ্যার্থীদিগকে, কন্যাদায়গ্রস্থকে যখন যিনি যাহা যাচ্ঞা করিতেন, তাঁহাকে গোপনে দান করিতেন। চৈতন্য লাইব্রেরী তাঁর কীর্ত্তিস্তম্ভ। একটি স্নানঘাট নির্ম্মাণ করিবার বাসনা করিয়াছিলেন, তাহা ফলবতী না হওয়ায় তাঁর কনিষ্ঠ পৌত্র গৌরদাস ও তাঁর প্রপৌত্র রামকৃষ্ণের চেষ্টা ও যত্নে পরিপূর্ণ হয়। তিনি নিষ্ঠাবান, ভক্তিপরায়ণ, দানশীল, ধর্ম্মবিশ্বাসী ও অধ্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র রাধাকৃষ্ণকে রাখিয়া ৭৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ১৩০০ সালে স্বীয় দেবালয়ে ৺গঙ্গালাভ করেন।

১১ **রাধাকৃষ্ণ দত্ত**।—গঙ্গানারায়ণের পুত্র। ১২৪৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া পৈতৃক ব্যবসায়ে যোগদান করেন। অল্পকাল মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষা করিয়া সুচারিতরূপে পরিচালনা করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গারোহণ করিলে, তাঁহার তৃতীয় পুত্র বলাইচাঁদ ঐ কারবারে যোগদান করেন। তিনি ১৩০৭ সালে বোম্বাইয়ের কতকগুলি মিলের এজেন্সি পাইয়া বহু রকমের গরম বস্ত্রাদি আমদানি করতঃ কলিকাতার বাজারে বিক্রয় করিতে থাকেন। ১৩০৯ সালে মাদ্রাজের মিলগুলির এজেন্সি প্রাপ্ত হইয়া নানাপ্রকার সূতি জামার বস্ত্র আমদানি করেন। ১৩১২ সালে স্বদেশী আন্দোলন হইয়া বাজারে মাদ্রাজের মাল প্রচুর পরিমাণে কাটিতে লাগিল। ঐ সময়ে স্বদেশী শিল্প প্রদর্শনীতে সুনাম অর্জ্জন করিয়া একখানি রৌপ্য পদক প্রাপ্ত হন। রাধাকৃষ্ণের অবসর গ্রহণ কালে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র গৌরদাস যোগদান করেন। তখন কুঞ্জ-বিহারী, বলাইচাঁদ ও গৌরদাসের উপর ব্যবসা-বাণিজ্যের সমস্ত ভার অর্পিত হয়। তাঁহারা কারবারে প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়া ধনশালী হন। ১৩০৯ সালে আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীটে "শ্রীরামকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন দত্ত" নামে

এক শাখা বিপণি খোলেন। এই সময়ে রাধাকৃষ্ণের দৌহিত্র মন্মথনাথ বসাক কারবারে যোগদান করেন। তাঁহাকে বস্ত্র বাণিজ্য শিক্ষা দিবার জন্য প্রথমে বোম্বাই প্রেরণ করেন। তথা হইতে তিনি গভর্ণমেণ্ট বৃত্তি লাভ করিয়া ম্যানচেষ্টার ও লণ্ডনে শিক্ষার্থে গমন করেন। ১৩১৫ সালে রাধাকৃষ্ণ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার চার পুত্র—১ কুঞ্জবিহারী, ২ নিতাইচাঁদ—নিঃ, ৩ বলাইচাঁদ, ৪ গৌরদাস।

কুঞ্জবিহারী দত্ত।—রাধাকৃষ্ণের প্রথম পুত্র। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষালাভ করেন। পাঠকালে পিতামহের নিকট একটি লাইব্রেরী করিয়া দিবার জন্য আব্দার করায়, তিনি ১২৯৫ সালে শ্রীপঞ্চমী দিবসে, নিজবাস ভবনে "চৈতন্য লাইব্রেরী" নামে একটি পুস্তকাগার করিয়া দেন। পরবর্ত্তীকালে কুঞ্জবিহারী তাঁহার প্রাণের বন্ধু গৌরহরি সেন প্রমুখ ২।৪ জন বন্ধুর সাহচর্য্যে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে চৈতন্য লাইব্রেরীর ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এক্ষণে তাহার তহবিলে একলক্ষ বার হাজার টাকা মজুত। তিনি বিদ্যাশিক্ষার উন্নতিকালে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া পৈতৃক কারবারে যোগদান করেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর রাধাকৃষ্ণ দত্ত নামটী পরিবর্ত্তন করিয়া "রাধাকৃষ্ণ দত্ত এণ্ড সন্স" নামকরণ করেন। মান্দ্রাজী মিলের বস্ত্রের নানাপ্রকার পোষাক পরিচ্ছদ প্রস্তুত করাইয়া, দক্ষিণ আফ্রিকায় সরবরাহ করেন। তথায় রপ্তানি বস্ত্রের ট্রেড মার্ক "আরকেডি" করা হয়। তাঁহার পিতামহের অভিলাষানুসারে দুই ভগ্নিকে দুইখানি বাড়ী খরিদ করিয়া দিয়া বদান্যতা প্রকাশ করেন। ১৩১২ সালে তাঁহার কুলদেবতা লক্ষ্মীজনার্দ্দনজীউসহ ভ্রাতাগণ এবং পরিবারবর্গকে লইয়া বিডন ষ্ট্রীট হইতে উঠিয়া যাইয়া ৮নং জগন্নাথ সুর লেনে সুরম্য প্রাসাদে বসবাস করেন। ইনি রঘুনাথ জীউরও সেবা করিতেন। ১৩২৬ সালে দুই পুত্র রামকৃষ্ণ ও গোবর্দ্ধনকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

বলাইচাঁদ দত্ত।—রাধাকৃষ্ণের তৃতীয় পুত্র। তিনি পৈতৃক ব্যবসায়ে ১৩০৩ সালে যোগদান করেন। তিনি বোম্বাই ও মাদ্রাজ মিলের এজেন্সী সংগ্রহ করিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের চরম শিখরে আরোহণ করেন। তাঁহার অগ্রজ কুঞ্জবিহারীর মৃত্যুর একদিন পরে ১৩২৬ সালে ঘোড়ার গাড়ী দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার একমাত্র পুত্র পূর্ণচন্দ্র ১৩৩৮ সালে কারবারে প্রবেশ করেন, পরে শিক্ষার জন্য লণ্ডনে প্রেরিত হন। বর্ত্তমান কালে তিনি রাধাকৃষ্ণ দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ কারবারের অন্যতম পরিচালক (Director)।

গৌরদাস দত্ত।—রাধাকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি পৈতৃক ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করিতেন। তিনি ১৩২৮ সালে ব্যাঙ্গালোর যাইয়া তথাকার এক মিলের এজেন্সী লইয়া আসেন এবং তথা হইতে বস্ত্রাদি আমদানী করিয়া পোষাক পরিচ্ছদ নির্ম্মাণ করাইয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় রপ্তানি করিতে থাকেন। তথায় জোহান্সবার্গে রাধাকৃষ্ণ দত্ত এণ্ড সন্স নামীয় প্রতিষ্ঠানের সুনাম ও সুখ্যাতি জানিয়া ১৩৩১ সালে জাম্পার স্মিথ এণ্ড কোং লিমিটেড ফার্মটী এজেন্ট হন। "আরকেডি" মার্কা বস্ত্রাদির একচেটিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য তথায় সগৌরবে চলিতে থাকে। এক্ষণে জগতের সর্ব্বত্র এজেণ্ট আছে। ১৩৩৯ সালে রাধাকৃষ্ণ দত্ত এণ্ড সন্স নামীয় ফার্ম্মটী প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীতে (যৌত কারবারে) পরিণত করা হয়। তাঁহার পিতামহ, গঙ্গানারায়ণের পরিকল্পনানুযায়ী ১৩৪০ সালে পিতামহ, পিতা এবং অগ্রজ ভ্রাতাদিগের স্মরণার্থে ভাগীরথী তটে মাণিকবোসের ঘাটের সন্নিকটে, সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারার্থে, "নূতন ঘাট" নামে একটী মনোরম চাঁদনী নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তাঁহার তিন পুত্র—১ কমলকুমার, ২ অমলকুমার, ৩ বিমলকুমার। কমলকুমার কারবারে যোগদান করিবার কিছুদিন পরে আকস্মিক মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায়

১৩৩৬ স্যালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। গৌরদাস অবসর গ্রহণ করিলে অমলকুমার কারবারে প্রবেশ করেন। তিনি রাধাকৃষ্ণ দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম পরিচালক। বিমলকুমার ১৩৪৭ সালে পৈতৃক ব্যবসায়ে প্রবেশ করেন। গৌরদাস ১৩৫৪ সালে দেহত্যাগ করেন।

রামকৃষ্ণ দত্ত।—কুঞ্জবিহারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন দত্ত নামীয় যে শাখা ১৩০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, বর্ত্তমানে তিনি তাহার একজন মালিক। তিনি ১৩৪৪ সালে রাধাকৃষ্ণ দত্ত এণ্ড সন্স ও ইহার শাখা কারবারে প্রবেশ করেন। অদ্যাবধি দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁহাদের রপ্তানি কাজ কর্ম্ম সগৌরবে চলিতেছে। এক্ষণে রাধাকৃষ্ণ দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ কারবারের তিনি অন্যতম পরিচালক। বর্ত্তমানে তিনি শেঠ-বসাকাদি সমিতির একজন সহকারী সভাপতি। ইনি রঘুনাথ জীউর সেবা করেন। ইঁহাদের বন্দোবস্ত অনুযায়ী বংশের প্রথম সন্তান রঘুনাথ জীউর সেবা করেন। ইঁহার একমাত্র পুত্র নবকুমার ১৩৪৭ সালে পৈতৃক ব্যবসায়ে প্রবেশ করেন। তিনি রাধাকৃষ্ণ দত্ত এণ্ড সন্স লিমিটেড নামীয় প্রতিষ্ঠানের একজন পরিচালক। (Managing Director.) তিনি ভিন্ন সমাজে বিবাহ করিয়াছেন।

গোবর্দ্ধন দত্ত।—কুঞ্জবিহারীর কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি ১৩২৪ সালে পৈতৃক ব্যবসা-বাণিজ্যে যোগদান করেন। অধুনা তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন দত্ত নামীয় প্রতিষ্ঠানের একজন অংশী। রাধাকৃষ্ণ দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ নামীয় কারবারের তিনি অন্যতম পরিচালক। তাঁহার ছয় পুত্র—১ নন্দদুলাল—নিঃ, ১৩৫৫ সালে স্বর্গলাভ করেন; ২ ব্রজদুলাল, পৈতৃক ব্যবসা-বাণিজ্য তত্ত্বাবধান করেন, ইনি ঐ প্রতিষ্ঠানের একজন অংশীদার; ৩ বিমানবিহারী, ৪ বনবিহারী, ৫ বিজনবিহারী, ১৩৫৬ সালে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন; ৬ অরুণ কুমার।

অলম্বৃষি পর্ব্ব সমাপ্ত
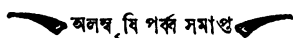
অলঙ্গদঋষি গোত্রীয়—দত্ত বংশ।
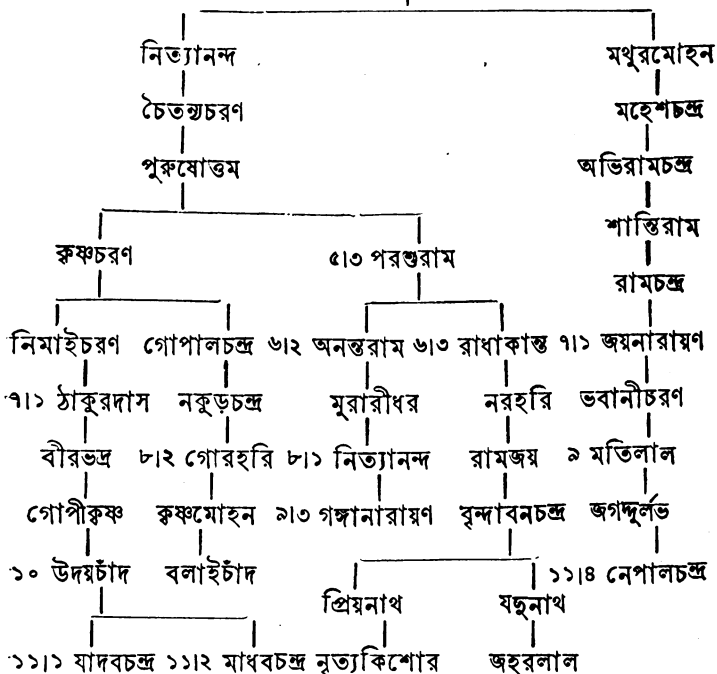
১ **গণেশদাস দত্ত**।—ইনি হলদিপুরে বস্ত্র ও সূত্রের ব্যবসায় করিতেন। আনুমানিক ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে তথা হইতে উঠিয়া আসিয়া গোবিন্দপুরে বসবাস করেন। সুতানুটীর হাটে বস্ত্র ও সূত্রের ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন। ইঁহার দুই পুত্র, নিত্যানন্দ ও মথুরমোহন।

৭।১ **ঠাকুরদাস দত্ত**।—নিমাই চরণের প্রথম পুত্র। তাঁহার দুই পুত্র, মদনচন্দ্র ও বীরভদ্র। মদনচন্দ্রের পুত্র ভোলানাথ, ইনি

মৌদ্গল্য গোত্রজ নিমাই চরণ শেঠের কন্যা অনঙ্গমণিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রামকৃষ্ণ—নিঃ। ইনি নিমাই চরণের উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রতি বৎসর গোপীনাথ জীউর ফাল্গুন মাসে সেবা করিতেন। রামকৃষ্ণের ১ম স্ত্রী স্বর্গলাভ করিলে পর, তিনি ব্রহ্মাঋষি গোত্রজ বিশ্বম্ভর বসাকের কন্যা লক্ষ্মীমণিকে বিবাহ করেন, লক্ষ্মীমণি ১৩১৩ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বীরভদ্রের তিন পুত্র—১ রাধাকৃষ্ণ, ২ গোপীকৃষ্ণ, ৩ রামকৃষ্ণ। রাধাকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র রামলোচন। তাঁর ২য় পুত্র, নিধুলাল, কবিরাজ ছিলেন। রামলোচনের কনিষ্ঠ পুত্র, রাসবিহারী, ঘড়ির ব্যবসায় করিতেন। গোপীকৃষ্ণের পুত্র, উদয়চাঁদ। রামকৃষ্ণের ১ম পুত্র, গোপালচন্দ্র। তাঁর দুই পুত্র, ঋষিকেশ ও শশিভূষণ, ইঁহারা বড়বাজারে ছাতার ব্যবসায় করিতেন।

১০ **উদয়চাঁদ দত্ত**।—গোপীকৃষ্ণের পুত্র। শুড়ীপাড়ায় (মাণিকতলা ষ্ট্রীটে) বসবাস করিতেন। ইনি দারিদ্রতার মধ্য দিয়া অতি সম্মানের সহিত মেডিক্যাল কলেজ হইতে ডাক্তারী পাশ করেন। বাঙ্গালীর মধ্যে ইনিই প্রথম সিভিল সার্জ্জন হইয়া শ্রীরামপুরে কার্য্যে অধিষ্ঠিত হন। সংস্কৃত শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া চড়কাদি নানা আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্র হইতে তথ্যানুসন্ধান উদ্ঘাটন করিয়া হিন্দু ভৈষজ্য বিজ্ঞান (Materia Medica), নিদান (Pathology) প্রণয়ন করেন। বেঙ্গল ফার্ম্মাকোপীয়ার অন্তর্গত আয়ুর্ব্বেদ ভৈষজ্যাবলীর যোগাযোগ সংস্থাপন করেন। বহুদূর পর্য্যন্ত তাঁহার যশ বিস্তার লাভ করিয়াছিল। আচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহার পুস্তকাদি আলোচনা করিয়া হিন্দু কেমিষ্ট্রি প্রণয়ন করেন এবং বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফারমাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপনকল্পে সহায়তা লাভ করেন। তাঁহার চার পুত্র—১ যাদবচন্দ্র, ২ মাধবচন্দ্র, ৩ মোহনচন্দ্র—নিঃ, ৪ কৈলাসচন্দ্র—নিঃ।

১১।১ **যাদবচন্দ্র দত্ত।**—উদয়চাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি এম, এ পরীক্ষায়, অতি সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া হাইকোর্টে এটর্নী হন। আইন ব্যবসায়ে, তাঁহার যশ বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। অতি অল্পকাল মধ্যে আইনজীবির ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নতি সাধন করেন এবং প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিয়া অকালে ৩৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে কালাগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার চার পুত্র—১ হীরালাল—নিঃ ২ পান্নালাল—কঃ, ৩ জহরলাল—নিঃ, ৪ মনিলাল। হীরালাল ও মনিলাল বিষয় সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করিতেন। পান্নালাল ইন্‌কাম ট্যাক্স অফিসে কার্য্য করিতেন।

১১।২ **মাধবচন্দ্র দত্ত।**—উদয়চাঁদের দ্বিতীয় পুত্র। ইনি একাউন্টেন্ট জেনারেল অব্ বেঙ্গল অফিসে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইংরাজী সাহিত্যে এম, এ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। অকালে ৪০ বৎসর বয়ক্রমকালে ইহধাম পরিত্যাগ করেন। তাঁহার ছয় পুত্র— ১ মাণিকলাল, ২ মতিলাল, ৩ চুনিলাল, ৪ রসিকলাল—কঃ, ৫ শ্যাম-লাল—কঃ, ৬ কুঞ্জলাল—অঃ। কুঞ্জলাল বি, এস, সি অধ্যয়ন সময়ে, বাজি প্রস্তুত কালে আকস্মিক দুর্ঘটনায় ২৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর স্মরণার্থে হাজারীবাগ রোডে এক স্বাস্থ্য নিবাস নির্ম্মিত হইয়াছে।

মোহনচাঁদ দত্ত।—উদয়চাঁদের তৃতীয় পুত্র। ইনি বিশেষ বিদ্যানুশীলন না করিয়া বাদ্য সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞ হন। তাঁহার নামানুসারে "মোহন স্বর" নামে একটী গৎ প্রসিদ্ধ ছিল।

কৈলাস চন্দ্র দত্ত।—উদয়চাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি স্বকুমারীর সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। জগতের বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে অষ্ট্রেলিয়ায় বসবাস করেন। তিনি কে, সি, এডমণ্ড

পুঃ=পুত্র। কঃ=কন্যা। অঃ=অবিবাহিত। নিঃ=নিঃসন্তান।

নাম গ্রহণ করিয়া "এডমণ্ড ফ্রিজার" নামে বরফ জমাইবার কল আবিষ্কার করেন। তিনি ইংলণ্ডে ১৩২৩ সালে দেহ রক্ষা করেন। বারমিংহামে করিস্ ব্রুক্ সমাধিস্থানে তাঁহাকে কবর দেওয়া হয়।

মাণিক লাল দত্ত।—মাধবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। অতি অল্প বয়সে পিতৃহীন হইলে, সংসারের যাবতীয় ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইল। তিনি মিউনিসিপ্যাল অফিসে কার্য্য করিয়া এবং ছেলে পড়াইয়া, অতি কষ্টে সংসার নির্ব্বাহ করিতেন। পরে মেডিক্যাল ষ্টেট ফ্যাকালটী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডাক্তারী করিতেন। অকালে ৩৯ বৎসর বয়ঃক্রমে কালে স্বর্গলাভ করেন। তাঁহার তিন পুত্র—১ প্রফুল্লকুমার, ২ প্রভাষকুমার, ৩ অনাথনাথ। ইঁহারা এস, এল, দত্ত এণ্ড কোং লিঃ প্রতিষ্ঠানে কাজকর্ম্ম করেন। প্রফুল্লকুমার ঐ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম পরিচালক (Director)। অনাথনাথ হিন্দু মুসলমান বিদ্রোহে ১৯৪৬ অব্দে প্রাণ হারান।

মতিলাল দত্ত।—মাধবচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র। ইনি এফ, এ পাশ করিয়া, বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটে বিদ্যার্থী হন। ১৯০৭ সালে জাপানে শিক্ষার্থে গমন করেন। তথায় অসুবিধা হওয়ায় আমেরিকায় স্যানফ্রান্সিস্কো যাইয়া ক্যালিফরনিয়া বার্কলে ইউনি-ভারসিটীতে তড়িৎ যন্ত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে থাকেন। দুই বৎসর পরে তিনি ইলিনোজ ইউনিভারসিটীতে উচ্চ শিক্ষালাভ করিয়া মেক্যানিকাল ইঞ্জিনিয়ারীং এম্, এস, সি এবং তড়িৎ বিদ্যায় এম্, এস, সি উপাধিলাভ করেন। তিনি একাধিক্রমে সাত বৎসর কাল আমেরিকায় থাকিয়া বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানে অর্থোপার্জ্জন করতঃ নিজের ব্যয়ভার বহন করিতেন। তাঁহার অদম্য উৎসাহ এবং অধ্যবসায় আদর্শ স্থানীয়। ১৯১৩ অব্দে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অলম্বঋষি গোত্রজ শ্যামলাল বসাকের তৃতীয় কন্যাকে বিবাহ করেন।
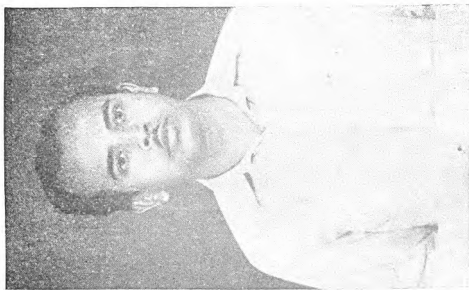
শ্রীঅনিল চাঁদ দত্ত
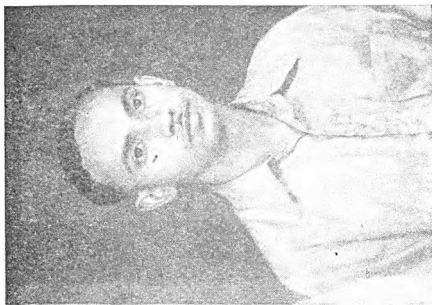
স্বর্গীয় মতিলাল দত্ত

জন্ম ঃ ১২ই সেপ্টেম্বর ১৮৮৫

মৃত্যু ঃ ১৭ই জানুয়ারী ১৯৩৬

(পৃঃ ১০৪)

শ্রীসুনীল চাঁদ দত্ত

প্রথমে তিনি টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীতে প্রবেশ করেন। গত মহাসমরকালে স্বজাতীয় প্রতিষ্ঠান বসাক ফ্যাক্টরীর বরানগরস্থ কারখানায় জালকাঁটি নির্ম্মাণার্থে লৌহ গলাইবার নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া সহায়তা করিয়াছিলেন। তৎপরে খড়গ্‌পুরে বি, এন রেলওয়ে ওয়ার্কসপে টেষ্ট হাউসের কার্য্যভার লইয়া অতি যোগ্যতার সহিত নির্ব্বাহ করেন। তারপর বেনারস হিন্দু ইউনি-ভারসিটীর ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজে অধ্যাপনা করেন। তথাকার কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কিছুদিন এস, এল, দত্ত এণ্ড কোং লিঃ প্রতিষ্ঠানে সহায়তা করিয়া উন্নতিসাধন করেন। বহু দেশীয় প্রতিষ্ঠানে উন্নতিকল্পে সাহায্য করেন। পরে বরদা রাজ্যে, কলাভবন টেকনিক্যাল ইন্‌ষ্টি-টিউটে মেক্যানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারীং এর অধ্যাপক হন। পরিশেষে কাঁচড়াপাড়া টেকনিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটে অধ্যাপক পদ লাভ করেন। তিনি বিস্তর অর্থোপার্জ্জন করিয়াছেন। দমদমায় কয়েকখানি বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কর্ম্মস্থল হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, দমদমায় নিজ বাসভবনে "আইডিয়ল সোপ ওয়ার্কস" নামে এক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতঃ ঠাণ্ডা উপায়ে নানাপ্রকার সাবান প্রস্তুত করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করেন। ৫১ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পরলোক গমন করেন। তাঁহার দুই পুত্র, অনিলকুমার ও সুনীলকুমার। অনিল-কুমার শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজ হইতে পাশ করিয়া এস, এল, দত্ত এণ্ড কোং লিঃ কারবারে কার্য্য করেন। তথাকার একজন পরিচালক। সুনীল কুমার, পৈতৃক সাবানের কারবার পরিচালনা করেন।

চুণিলাল দত্ত।—মাধবচন্দ্রের তৃতীয় সন্তান। ইনি বি, এস, সি পাশ করিয়া বিদ্যাসাগর কলেজে কেমিষ্ট্রির অধ্যাপনা করেন। প্রথমে তিনি কালি প্রস্তুত করিয়া ব্যবসায় করিয়াছিলেন। ১৯২২ অব্দে "ওষ্টার কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটীক্যাল ওয়ার্কস লিঃ" নামে নিজ

বাসভবনে, মাণিকতলা ষ্ট্রীটে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিয়া, বাগমারী রোডে কলকারখানা বসাইয়া নানাপ্রকার এসিড, ফিনাইল প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করেন। তাঁহার একমাত্র সন্তান, ধীরেন্দ্রনাথ বি, এস, সি উপাধি লাভ করিয়া ট্রপিক্যাল স্কুল অব্ মেডিসিন নামক বিদ্যালয়ে রিসার্চ কেমিষ্ট পদে নিযুক্ত আছেন।

রসিক লাল দত্ত।—মাধবচন্দ্রের চতুর্থ পুত্র। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম, এস, সি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টর অব্ সায়েন্স উপাধি লাভ করেন। তাহাতে শেঠ-বসাকাদি সমিতি এবং স্বজাতি জনসাধারণ তাঁহাকে একখানি অভি-নন্দন পত্র দিয়া সম্বর্দ্ধনা করেন। ঐ সম্মিলনীতে সমবেত স্বজাতি-গণকে জলযোগ করাইয়া আপ্যায়িত করা হয় এবং নারায়ণ চন্দ্র বসাক বায়স্কোপ অভিনয় দেখাইয়া সকলের মনোরঞ্জন করেন। তিনি এক ব্রাহ্ম কুমারীর সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। সময়ে সময়ে স্যার পি, সি, রায়ের সহিত বা স্বয়ং রাসায়নিক শাস্ত্রে নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া জগতে এক নূতন যুগ আনয়ন করতঃ পৃথিবীতে যশোলাভ করিয়াছেন। ইনি প্রথমে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা করেন। পরে ইউনিভারসিটী কলেজ অব্ সায়েন্সএ কিছুকাল শিক্ষা দান করেন এবং তথ্যানুসন্ধান করিতে থাকেন। "দত্ত কেমিক্যাল ওয়ার্কস" নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন। বহু রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠান তাঁহার সাহায্য লাভে উপকৃত হইয়াছেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য,—প্রথম মহাসমর কালে, ভারতে কুইনাইন দুষ্প্রাপ্য হইলে, স্বজাতির প্রতিষ্ঠান, শশিভূষণ বসাকের "কলোনিয়াল কুইনাইন কোং" নামীয় প্রতিষ্ঠানে ১৯১৫ অব্দে, কুইনাইন প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কার করিয়া সর্ব্বসাধারণের বিশেষ

উপকার সাধন করিয়া ধন্যবাদ ভাজন হন।—পরে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে গভর্ণমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কেমিষ্ট পদে অভিষিক্ত করেন। এক্ষণে তথা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি অতি প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি, কর্ম্মজীবনে প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করেন।

শ্যামলাল দত্ত।—মাধবকৃষ্ণের পঞ্চম পুত্র। ইনি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজ হইতে পাশ করিয়া প্রথমে তিন বৎসরকাল ইঞ্জিনিয়ারীং কোম্পানীতে কাজ কর্ম্ম করেন। অলম্বঋষি গোত্রজ বিনদবিহারী বসাকের একমাত্র কন্যা মোহনমালার পাণিগ্রহণ করেন। তিনি স্বর্গলাভ করিলে ১৯২৫ অব্দে কাশ্যপ গোত্রীয় হরেরাম সেটের কন্যা পদ্মাবতীকে বিবাহ করেন। ১৯১৭ অব্দে এস এল দত্ত এণ্ড কোং নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিয়া ইংরাজ পল্লীতে অফিস খোলেন এবং দত্ত ইঞ্জিনিয়ারীং এণ্ড ম্যানু-ফ্যাকচারীং ওয়ার্কস নামে, কলকব্জা সরঞ্জমাদি নির্ম্মাণের কারখানা পত্তন করেন। ১৯৪৬ অব্দে ঐ প্রতিষ্ঠানটী প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীতে (যৌত কারবারে) পরিণত করিয়াছেন। ১৯৪০—১৯৪৪ অব্দের জগৎব্যাপী মহাসমরে কলকব্জা সাজ-সরঞ্জমাদি সরবরাহ করিয়া ইংরাজ বাহাদুরের প্রীতিভাজন হইয়াছেন এবং প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিয়াছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানে স্বজাতীয় বহু লোক প্রতিপালিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে তিনি শেঠ-বসাকাদি সমিতির সভাপতি হইয়া উন্নতি সাধনের চেষ্টায় আছেন।

৮।২ **গৌরহরি দত্ত**।—নকুড়চন্দ্রের ২য় পুত্র। তাঁর তিন পুত্র—১ কৃষ্ণমোহন, ২ শ্যামসুন্দর, ৩ রাজকিশোর। কৃষ্ণমোহনের দুই পুত্র, বলাইচাঁদ ও দয়ালচাঁদ। বলাইচাঁদের দুই পুত্র, প্রসন্ন কুমার ও সূর্য্য কুমার—নিঃ। দয়ালচাঁদের দুই পুত্র বটকৃষ্ণ ও অবিনাশ চন্দ্র—নিঃসন্তান।

বিনদ বিহারী দত্ত।—প্রসন্ন কুমারের পুত্র। ঔষধের ব্যবসায় করিতেন। তাঁহার চার পুত্র—১ সৃষ্টিধর, ২ ইন্দ্রচন্দ্র, ৩ পূর্ণচন্দ্র, ৪ মন্মথনাথ। ইন্দ্রচন্দ্র, কল কারখানা স্থাপন করতঃ স্ক্রুপ প্রস্তুত করিয়া ব্যবসায় করেন। পূর্ণচন্দ্র ও মন্মথনাথ যন্ত্রপাতি মেরামতের কল কারখানা স্থাপিত করিয়া ব্যবসায় করেন।

বটকৃষ্ণ দত্ত।—দয়ালচাঁদের ১ম পুত্র। ১২৫৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ডাক্তার হইয়া ছাপরায় কর্ম্ম করিতেন। ১৩১০ সালে স্বর্গলাভ করেন। তাঁর পুত্র নরেন্দ্রকৃষ্ণ নানা ব্যবসা করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্র দত্ত।—শ্যামসুন্দরের ২য় পুত্র। ইহার ১ম পুত্র, নবকুমার। তাঁর পুত্র, সুরেনচণ্ডি—নিঃ, ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করতঃ পুস্তক প্রকাশ করিয়া ব্যবসায় করিতেন।

গোবর্দ্ধন ও নীলমাধব দত্ত।—রাজকিশোরের ৩য় ও ৫ম পুত্র। ইহারা ডাক্তার ছিলেন।

৫।৩ **পরশুরাম দত্ত**।—পুরুষোত্তমের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার তিন পুত্র—১ পরাণচন্দ্র, ২ অনন্তরাম, ৩ রাধাকান্ত। পরাণচন্দ্রের ২য় পুত্র, কেশবরাম। তাঁর ২য় পুত্র, রামচাঁদ। তাঁহার তিন পুত্র—১ রাধাকান্ত, গোপীকান্ত, ইনি রতিকান্ত নামে বিদিত ছিলেন। ৩ উমাকান্ত—নিঃ। রাধাকান্ত খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া রামবাগানে, তাঁহার আত্মীয় ইতিহাস প্রণেতা, রমেশচন্দ্র দত্তের বাটীতে বসবাস করিতেন। অধুনা মাণিকতলা ষ্ট্রীটের কিয়দংশ পরিবর্ত্তন করিয়া রমেশচন্দ্র দত্তের নামানুসারে, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট নামে খ্যাত। গোপীকান্তের ২য় পুত্র, যোগেন্দ্রনাথ, ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্যবসায় করেন। যোগেন্দ্রের ৪র্থ পুত্র, কানাইলাল—নিঃ, তিনি কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে "কে, এল, দত্ত" নামে পোষাক পরিচ্ছদ ও বস্ত্রাদির ব্যবসায় করিয়া ধনশালী হন। যোগেন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র, কুঞ্জলাল,

পৈতৃক ছাপাখানার কার্য্য করেন। গোপীকান্তের ৩য় পুঃ বিপিন বিহারী ঘড়ি মেরামতীর কাজ করিতেন।

৬।২ **অনন্তরাম দত্ত**।—পরশুরামের ২য় পুত্র। তাঁহার তিন পুত্র ১ রঘুনাথ, ২ মুরারীধর, ৩ নন্দদুলাল। রঘুনাথের পুত্র, রামতনু। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র—ব্রজকিশোর, ইনি মৌদ্গাল্য গোত্রজ পীতাম্বর শেঠের চতুর্থী কন্যা সরস্বতীকে বিবাহ করেন। তাঁহার চার পুত্র—১ ষষ্টিচরণ, ২ হরিচরণ, ৩ চরণ দাস, ৪ কৃষ্ণকুমার। ইহারা পীতাম্বর শেঠের উত্তরাধিকারী সূত্রে গোপীনাথজীউর তিন মাস সেবা করিতেন। বর্ত্তমানে কৃষ্ণকুমারের (১) দুই পুত্র, যতীন্দ্রনাথ ও বরেন্দ্রনাথ গোপীনাথ জীউর ৩ মাস সেবা করেন।

৮।১ **নিত্যানন্দ দত্ত**।—মুরারীধরের ১ম পুত্র। তাঁর তিন পুত্র—১ রাজচন্দ্র, ২ অদ্বৈত চন্দ্র, ৩ গঙ্গানারায়ণ। রাজচন্দ্রের ১ম পুত্র, জয়গোপাল, প্রভূত ধনশালী ছিলেন। ঠাকুর স্থাপনা করিয়াছিলেন। তাঁর পুত্র চুনীলাল। ইঁহার পুত্র প্রদ্যুম্ন—নিঃ।

৯।৩ **গঙ্গানারায়ণ দত্ত**।—নিত্যানন্দের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন। পাথুরিয়াঘাটায় বসবাস করিতেন। তাঁহার প্রাসাদের সুবৃহৎ ফটক ছিল বলিয়া উহা ফটকওয়ালা বাটী নামে খ্যাত ছিল। তথায় মালাপাড়া নামক পাড়াটী তাঁহার নামানুসারে অদ্যাবধি গঙ্গানারায়ণ দত্তের লেন নামে বিদিত। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, পাথুরিয়াঘাটায় একটী খাল ছিল। মালাই দাঁড়ি-মাঝিরা ঐ খালে নৌকা রাখিয়া পাড়া মধ্যে বাস করিত বলিয়া ঐ স্থানটী অদ্যাপি মালাপাড়া নামে খ্যাত। গঙ্গানারায়ণ পাথুরিয়া-ঘাটায় একটী ঠাকুর বাটী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ নামে এক নারায়ণ শীলা প্রতিষ্ঠা করেন। তথায় যদুলাল

(১) ভ্রম সংশোধন—পৃঃ ৫৮, লাঃ ১৩, হরিচরণের স্থানে কৃষ্ণ কুমারের হইবে।

মল্লিক রোড নামে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের নূতন রাস্তাটী বাহির হওয়ায় ঠাকুর স্থানান্তরিত হইয়াছে। তাঁহার বংশধরেরা অন্য স্থানে নূতন ঠাকুর বাটীতে ঐ নারায়ণ শীলা প্রতিষ্টা করিয়াছেন। গঙ্গানারায়ণের দুই পুত্র, তারাচাঁদ ও শ্যামচরণ। তারাচাঁদের ১ম পুত্র ব্রজেন্দ্র কুমার। তাঁর তনয় দেবেন্দ্রনাথ। ইঁহার ১ম কুমার রমেশচন্দ্র, উকিল ছিলেন। শ্যামচরণের ২য় পুত্র গোবর্দ্ধন। তাঁহার পুত্র নগেন্দ্র-নাথ, ঘৃতের ব্যবসায় করিতেন।

নন্দদুলাল দত্ত।—অনন্তরামের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁর ২য় পুত্র, শিবচন্দ্র। ইঁহার ১ম কুমার, হরিমোহন, তাঁহার তনয় মহেন্দ্র চন্দ্র। ইঁহার ১ম পুত্র বিশ্বেশ্বর। কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি মণিহারী ব্যবসায় করিয়াছিলেন। তাঁহার কন্যার বিবাহ ভিন্ন সমাজে দিয়াছেন। তাঁহার চার পুত্র—১ চণ্ডীচরণ, ২ দুর্গাচরণ, ৩ বামাচরণ, ৪ সত্যচরণ। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইউরোপ হইতে নানা দ্রব্য আমদানি করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করেন।

৬।৩ **রাধাকান্ত দত্ত**।—পরশুরামের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার পুত্র নরহরি। তাঁর ৪র্থ পুত্র রামজয়। ইঁহার ১ম পুত্র, বৃন্দাবন চন্দ্র। তাঁহার পাঁচ পুত্র—১ প্রিয়নাথ, ২ ত্রৈলোক্য নাথ, ৩ যদুনাথ, ৪ দ্বারিকা নাথ—নিঃ, ৫ রমেশচন্দ্র—নিঃ। প্রিয়নাথের ৫ম পুত্র, নৃত্যকিশোর, ডাক্তার ছিলেন। যদুনাথের ২য় পুত্র, জহরলাল, হাইকোর্টের এটর্নী ছিলেন। রামজয়ের ৩য় পুত্র, রসিকলাল। তাঁর ১ম পুত্র—উপেন্দ্রনাথ। ইঁহার দুই পুত্র, বরদাকান্ত ও সতীশচন্দ্র, কানপুরে বসবাস করিয়া ষ্টেসনে খাবারের ব্যবসায় করিয়াছিলেন। কোন কারণবশতঃ সমাজে পতিত ছিলেন।

৭।১ **জয় নারায়ণ দত্ত**।—রামচন্দ্রের ১ম পুত্র, তাঁহার দুই পুত্র, দুর্গাচরণ ও ভবানীচরণ। দুর্গাচরণের ১ম পুঃ, দীননাথ। তাঁহার ১ম

পুঃ, নবীনচন্দ্র। তাঁর তিন পুঃ—১ মন্মথনাথ, ২ হেমচন্দ্র, ৩ সত্যপ্রিয়। হেমচন্দ্রের ১ম পুঃ, পুলীন চন্দ্র, চিত্রকলা বিদ্যায় অভিজ্ঞ ছিলেন। সত্যপ্রিয় হোমিওপ্যাথি ডাক্তার ছিলেন।

৯ **মতিলাল দত্ত**।—ভবানীচরণের পুত্র। ভারতীয় কণ্ট্রোলার অব্ একাউণ্টস অফিসে কর্ম্ম করিতেন। ইহার পাঁচ পুত্র—১ জগদ্দুর্লভ ২ ব্রজনাথ, ৩ নৃত্যলাল, ৪ গৌরচন্দ্র—নিঃ, ৫ অমৃতলাল—নিঃ। জগদ্দুর্লভ ডাইরেকটর জেনারেল অব্ পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ অফিসে হোম ডিপার্টমেণ্টে কর্ম্ম করিতেন। তথায় বহু স্বজাতিবৃন্দের অন্নের সংস্থান করিয়া দিয়াছিলেন। অবসর গ্রহণ করিয়া হোমিও-প্যাথি চিকিৎসা করিতেন। এতদ্ভিন্ন গাছ-গাছড়া হইতে ঔষধাদি নিষ্কাষণ করিয়া দরিদ্র নারায়ণদিগকে বিনামূল্যে বিতরণ করিতেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র—১ শরৎচন্দ্র, ২ সতীশচন্দ্র, ৩ গোপালচন্দ্র, ৪ নেপাল চন্দ্র, ৫ সনাতন। শরৎচন্দ্র ঘড়ি, চশমা ও জহরতাদির ব্যবসায় করিতেন। সতীশ চন্দ্র, গভর্ণমেণ্ট পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ অফিসে কর্ম্ম করিতেন। গোপালচন্দ্র, প্লাম্বর ও কণ্ট্রাকটর ছিলেন।

১১।৪ **নেপালচন্দ্র দত্ত**।—জগদ্দুর্লভের ৪র্থ পুত্র। ইনি ১৮৯০ অব্দে বড়বাজারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৬ অব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শিবপুর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজে ১৯০৯ অব্দে খনিজ বিভাগের প্রথম ডিপ্লোমা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯১০ অব্দে ভূ-বিদ্যা ও খনিজ শাস্ত্রের ডিপ্লোমা লাভ করেন। ১৯১১ অব্দে তড়িৎ ও যন্ত্র শাস্ত্রের উচ্চ শিক্ষালাভ করিয়া অতি উচ্চ প্রশংসার সহিত ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হন। ১৯১২ অব্দে রাজপুতনার অন্তর্গত যশল্মীর রাজ্যে ভূ-তত্ত্ব অনুসন্ধান ও সাধারণ কার্য্য বিভাগের তত্ত্বাবধান কর্য্যে নিযুক্ত হন। ১৩৩০ সালে মৌদ্গল্য গোত্রীয় হরলাল শেঠের কনিষ্ঠা কন্যা দুর্গেশনন্দিনীর পাণিগ্রহণ

করেন। বহুস্থানে রাজপ্রাসাদ, টাউনহল, লাইব্রেরী, স্কুল, বাঁধ প্রভৃতি কার্য্য তাঁহার দ্বারা পরিকল্পিত ও নির্ম্মিত হইয়াছে। যশল্মীরের মহারাজার অনুপস্থিতিতে নেপালচন্দ্র তাঁহার গোপনীয় সম্পাদকের কার্য্য করিতেন। সময়ে সময়ে যশল্মীর রাজ্যের সদর আদালতে সাময়িক ভাবে বিচারাসনে বসিতেন। কেবল তাহা নহে, সময়ে সময়ে মন্ত্রীর কার্য্যও করিতেন। যশল্মীরে "সর্ব্বহিতকারী বাচনালয়" নামে একটি পাঠশালা স্থাপিত করেন, তিনি তথাকার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। যুবরাজ কুমারের শিক্ষাভার তাঁহার উপর অর্পিত ছিল। বহু অযাচিত রাজ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। বহু পারিতোষিক ও শিরোপা উপহার এবং রোবকার ও ফার্ম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যশল্মীর রাজ্যের দরবার বিদ্যালয়ের উচ্চমানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিন্দু বালককে তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর স্মরণার্থে একখানি রৌপ্য পদক প্রতি বৎসর পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া বদান্যতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি সাধারণ হিতকর কার্য্যে একজন উৎসাহী যুবক ছিলেন। তাঁহার আশ্রয়ে আত্মীয়, কুটুম্ব, বন্ধুবান্ধব যে কেহ উপস্থিত হইতেন, তিনি তাঁহাদের সাদর সম্ভাষণে এবং ভূরি ভোজনে আপ্যায়িত করিতেন। বর্ত্তমানকালে তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি মেধাবী, সর্ব্বজনপ্রিয়, অমায়িক এবং মিষ্টভাষী ছিলেন।

নৃত্যলাল দত্ত।—মতিলালের ৩য় পুত্র। ইনি সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতায় হস্তখোদিত সীসার ব্লক আবিষ্কার করিয়া নানা প্রকার পট (চিত্র) মুদ্রিত করেন। ঐ সকল পট প্রতি বৎসর গঙ্গাসাগর সঙ্গমে লইয়া যাইয়া মকর মেলায় ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন। তিনি ছাপাখানা স্থাপিত করিয়া নানা মুদ্রন কার্য্য করিতেন। তাঁহার ১ম পুত্র, পুলিনচন্দ্র, ঐ পৈতৃক ব্যবসায় করেন।

—অলঙ্গদঋষি পর্ব্ব সমাপ্ত—

স্বর্গীয় মাধব চন্দ্র দত্ত, এম-এ

জন্ম : ২৫শে জুন ১৮৬২]   [মৃত্যু : ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯০২

পৃঃ ১০৩)

স্বর্গীয়া আমোদিনী দাসী

কৌলঋষি গোত্রীয়—দত্ত বংশ।

প্রসাদদাস দত্ত।—অক্ষয়কুমারের পুত্র। ব্যবসায় করিতেন।

৬।১ **প্রিয়নাথ দত্ত**।—রঘুমণির প্রথম পুত্র। বাগবাজারে বসবাস করিতেন। প্রভূত ধনশালী। তাঁর তিন পুত্র— ১ রাজকৃষ্ণ, ২ মদনমোহন, ৩ বরেন্দ্রকৃষ্ণ—নিঃ। মদনমোহন, ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন।

কৌলঋষি পর্ব্ব সমাপ্ত

মল্লিক বংশ

ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বরেন্দ্রভূমের অন্তর্গত প্রাচীন গৌড়ে বসবাস করিতেন। খৃষ্টীয় ১৪৯৯—১৫২০ অব্দ পর্য্যন্ত হোসেন শা বাঙ্গালার নবাব ছিলেন। তিনি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদিগের মর্য্যাদা বর্দ্ধন করিয়া "মল্লিক" উপাধি অর্পণ করেন। গৌড়াধিপতির মন্ত্রী রূপ সনাতন মল্লিক উপাধি পাইয়াছিলেন। (১) মুসলমান রাজাদিগের অধিকারকালে মল্লিক উপাধি অতিশয় গৌরবজনক ছিল।

(১) গৌড়ে ব্রাহ্মণ, পৃঃ ২২৬

অলদৃষী গোত্রীয়—মল্লিক বংশ।

নৃসিংহ চন্দ্র মল্লিক

- ভরত চরণ
  - আত্মারাম
    - কৃষ্ণচরণ নিঃ
- ভগবান চন্দ্র
  - অক্রুর চন্দ্র
    - হরেকৃষ্ণ
      - রামসুন্দর
        - শিবচন্দ্র
          - বিহারীলাল
            - আশুতোষ
              - গোকুলচন্দ্র
    - ভজহরি
      - নিত্যানন্দ
        - শ্রীকৃষ্ণ
          - শিবচন্দ্র
            - মুকুন্দলাল
          - রমণচন্দ্র
            - লক্ষ্মীনারায়ণ
        - ৬।৩ জয়নারায়ণ
          - উদয়চন্দ্র
            - ৮ শশীভূষণ
        - রামগোপাল
          - প্রসন্নকুমার
            - বরদাকান্ত
          - মোহনলাল
            - আশুতোষ
        - তারিণী চরণ
          - দ্বারিকানাথ
            - নকুড়চন্দ্র
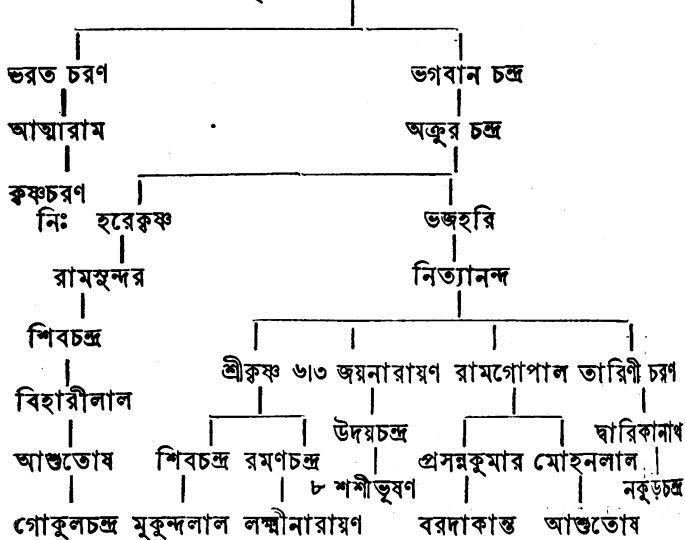
৬।৩ **জয়নারায়ণ মল্লিক।**—নিত্যানন্দের তৃতীয় পুত্র। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ কয়েকটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। চড়কডাঙ্গা ষ্ট্রীটে চণ্ডেশ্বর নামে শিবলিঙ্গের ইান সেবা করিতেন। এক্ষণে মৌদ্গল্য গোত্রজ রাধাকৃষ্ণ শেঠের বংশধরেরা উহার সেবা করেন। ইনি প্রভূত ধনশালী ছিলেন। তাঁর পুত্র উদয়চন্দ্র। ইঁহার পুত্র শশিভূষণ।

৮ **শশিভূষণ মল্লিক।**—উদয়চন্দ্রের পুত্র। ইনি বড়বাজারে বস্ত্র ও জামার ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র, প্রথম পুত্র চণ্ডী চরণ গিরিডিতে, পৈতৃক-স্বাস্থ্য নিবাসে জামার ব্যবসায় করিতেন।
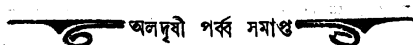
নাগঋষি গোত্রীয়—মল্লিক বংশ।

৭ **বংশীবদন মল্লিক**।—প্রাণকৃষ্ণের পুত্র। তিনি কণ্ট্রোলার জেনারেল পোষ্ট অফিসে কর্ম্ম করিতেন। তথা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, আতর, গোলাপ, কেওড়া, জোয়ানের আরক ইত্যাদি গাজিপুর প্রভৃতি স্থান হইতে আমদানি করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন। সময়ে সময়ে জোয়ানের আরক, জামের আরক প্রভৃতি নিষ্কাষণ করিয়া ব্যবসায় করিতেন। জোড়াসাঁকোয় তাঁহার দুইখানি দোকান ছিল। তিনি ১২৯৮ সালে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্র রাজেন্দ্রলাল ১২৬৯-১৩১০ সাল, ঐ পৈতৃক ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন। তাঁহার পুত্র আশুতোষ পৈতৃক ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন।

৮।২ **রামচন্দ্র মল্লিক**।—রাধামাধবের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি ডাক্তার হইয়া চিকিৎসা করিতেন। তাঁহার পুত্র, বৈদ্যনাথ।

৭।২ **নিকুঞ্জবিহারী মল্লিক**।—হরিদাসের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি সংসার ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করতঃ বৃন্দাবনে বাস করিতেন।

৭ **বিহারীলাল মল্লিক**।—রাজকৃষ্ণের পুত্র। মৌদ্গল্য গোত্রজ পীতাম্বর শেঠের কনিষ্ঠা কন্যা ভগবতীকে বিবাহ করেন। তিনি উত্তরাধিকারী সূত্রে গোপীনাথ জীউর, প্রতি বৎসর মাঘ মাসের সেবা করিতেন। নিঃসন্তান। বিহারীলাল ১৩১৫ সালে স্বর্গলাভ করেন।
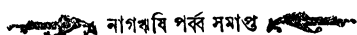
বু-শাখ বংশ।

প্রাচীনকালে রাঢ় প্রদেশের অন্তর্গত রাজমহল (প্রাচীন রাজগৃহ) প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। তথায় বহুসংখ্যক তন্তুবায়ের বাস ছিল। তথাকার সম্ভ্রান্ত তন্তুবায়গণ বস্ত্রবয়ন পরিত্যাগ করতঃ মোগল রাজদরবারে নানা শিল্প খচিত বস্ত্রাদি সরবরাহ করিয়া "বুশাখ" উপাধি প্রাপ্ত হন। (১) আকবরের রাজত্বকালে (১৫৫৬—১৬০৫ খৃঃ অঃ) উচ্চপদ মর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ বুশাখ উপাধি লাভ করিতেন। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে আকবর বাদশাহ বঙ্গদেশ অধিকার করেন। এই উপাধি ষোড়শ শতাব্দীর প্রাচীন নহে। বুশাখ পারসী শব্দ, বু অর্থে=সৌরভ, শাখ অর্থে=শাখা। অর্থাৎ মোগল সাম্রাজ্যের সৌরভময় শাখা। (২) প্রাচীন বুশাখ উপাধি মধ্যযুগে বশাখ এবং বর্ত্তমানে বসাক নামে বিদিত। বসাকরা চৌদ্দটী গোত্রে বিভক্ত।

---

(১) বিশ্বকোষ—বসাক।

(২) শোভারাম বশাখের বংশধর তারিণীচরণ বসাকের মেমো পুস্তক। দেওয়ান শ্রীনারায়ণ বসাকের মেমো পুস্তক। ইঁহার পিতা দেওয়ান রায় রামশঙ্কর বসাক বাহাদুর পারসী ভাষায় জ্ঞানলাভ করতঃ নানা তথ্যানুসন্ধান করিয়া এবং তৎকালীন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সহিত আলোচনা করিয়া বুশাখ শব্দের অর্থ এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

অগ্নিঋষি গোত্রীয়—বশাখ বংশ।

কেশবরাম বশাখ

কালিদাস

গোবিন্দরাম

যাদবরাম

রত্নাকর

রাঘবচন্দ্র দেবীদাস

শ্রীরামচন্দ্র অভিরামচন্দ্র নরহরি গোরহরি

সুদামচন্দ্র নন্দরাম কেনারাম গোবিন্দচন্দ্র

নারায়ণচন্দ্র গোকুলচন্দ্র ৯ তুলসীরাম

ভজহরি পরাণচন্দ্র

১০ নিধিরাম চন্দ্র যুগলচন্দ্র

১০।১ গঙ্গানারায়ণ হরিচরণ রাসবিহারী

কৃষ্ণচরণ ১১।২ চৈতন্যচরণ রমাবল্লভ রামলোচন

১১।১ শোভারাম ১১।২ অযোধ্যারাম নিঃ

কেশবরাম বশাখ।—ইনি কাশীমবাজারে একজন খ্যাতনামা তন্তুবণিক ছিলেন। প্রয়াগ এজেন্সীতে শিবদাসকে প্রচুর পরিমাণে মস্‌লিন ও রেশমী বস্ত্র সরবরাহ করিতেন। তথা হইতে মোগল-রাজ দরবারে নানাশিল্প নৈপুণ্যযুক্ত বস্ত্রাদি সরবরাহ করিয়া যশো-পার্জ্জন করেন। মোগলদিগের সৈন্যসামন্তগণের পোষাক-পরিচ্ছদাদির জন্য চীন দেশ হইতে রেশমী বস্ত্র প্রচুর পরিমাণে আমদানি করিয়া কেশবরাম তাঁহার ভাণ্ডার পরিপূর্ণ রাখিতেন। তাঁহাদের বস্ত্রাদি এরূপ

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইত যে, আকবর বাদশাহ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "বাবু" সম্মানের সহিত "বুশাখ" উপাধি অর্পণ করেন। ইহারা রাঢ় প্রদেশে বসবাস করিতেন বলিয়া রাঢ়ীয় আখ্যায় পরিচিত। চলিত কথায় রাঢ়া বলে, কেহ বা আঢ়া বলে। কেশবরাম তাঁহার একমাত্র পুত্র কালিদাসকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

কালিদাস বশাখ।—কেশবরামের পুত্র। পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুরের অন্তর্গত সমতট নামক স্থানে স্বর্ণগ্রামে বসবাস করিতেন। তথা হইতে মুর্শিদাবাদে নবাব সরকারে মসলিন প্রভৃতি সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি সরবরাহ করিতে যাইতেন। কাশীমবাজারে নবাব সরকার হইতে বহু জমি জমা লইয়া গৃহাদি নির্ম্মাণকরতঃ পূর্ব্ববঙ্গ হইতে উঠিয়া আসিয়া তথায় বসবাস করেন এবং রেশমের কুঠী স্থাপন করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে থাকেন। এতদ্ভিন্ন কাষ্ঠের সিন্ধুকের ব্যবসায় ছিল। নবাব সাহেব সদাসর্ব্বদা তাঁহাকে জহরতাদি ও নানা দ্রব্য উপঢৌকন দিয়া মর্য্যাদা বর্দ্ধন করিতেন। তিনি মুকুন্দরাম শেঠের সহিত ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে কালীক্ষেত্র অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে আসেন। মধ্যে মধ্যে গোবিন্দপুরে বসবাস করিতেন। তাঁহার পুত্র, গোবিন্দরাম।

গোবিন্দরাম বশাখ।—কালিদাসের পুত্র। পিতার মৃত্যু হইলে তিনি নবাব সরকারে বস্ত্রাদি সরবরাহ করিতেন। কিছুদিন পরে নবাব সাহেব মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি নানাস্থানে রেশমের কুঠী স্থাপন করিয়া শিল্পী তন্তুবায়দিগকে নিযুক্ত করেন এবং বস্ত্রাদি বয়ন করাইয়া, গোবিন্দপুরে শ্রেষ্ঠীদিগকে সরবরাহ করিতেন। এতদ্ভিন্ন কাষ্ঠের সিন্দুকের পৈতৃক ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন। তাঁহার পুত্র, যাদবরাম।

যাদবরাম বশাখ।—ইনি যাদুবিন্দু নামে খ্যাত। গোবিন্দরামের পুত্র। তিনি মুর্শিদাবাদ হইতে গোবিন্দপুরে শ্রেষ্ঠীদিগকে বস্ত্রাদি রপ্তানি করিতেন। তাঁহার পুত্র, রত্নাকর।

রত্নাকর বশাখ।—যাদবিন্দুর পুত্র। গোবিন্দপুরে বসবাস করিতেন। মুর্শিদাবাদ হইতে বস্ত্রাদি আমদানি করিয়া শ্রেষ্ঠীদিগের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন। ইঁহার দুই পুত্র, রাঘবচন্দ্র ও দেবীদাস।

রাঘবচন্দ্র বশাখ।—রত্নাকরের ১ম পুত্র। ইনি মুর্শিদাবাদ হইতে বস্ত্রাদি আমদানি করিয়া পৈতৃক ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন। তাঁহার দুই পুত্র, শ্রীরামচন্দ্র ও অভিরামচন্দ্র।

দেবীদাস বশাখ।—রত্নাকরের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি মুর্শিদাবাদ হইতে অগ্রজ ভ্রাতাকে বস্ত্রাদি রপ্তানি করিতেন। তাঁহার দুই পুত্র, নরহরি ও গৌরহরি।

১০। **নিধিরাম চন্দ্র বসাক**।—নারায়ণ চন্দ্রের পুত্র। ধনশালী ছিলেন। শ্রীধর জীউ নামে এক নারায়ণ শীলা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার তিন পুত্র—১ কৃষ্ণচরণ, ২ চৈতন্যচরণ, ৩ গৌরচরণ। কৃষ্ণচরণের পুত্র রামদুলাল।

১১।২ **চৈতন্যচরণ বসাক**।—নিধিরামের ২য় পুত্র। ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। বৈঠকখানায় ১৭৮৪ খৃঃ অঃ তাঁহার একখানি সুবৃহৎ উদ্যান ছিল। (১) শেঠ-বসাক বণিকবর্গ, বর্গীর ভয়ে তথায় বৈঠক (সভা-সমিতি) বসাইয়া বাণিজ্য বিষয়ে পরামর্শ করিতেন। তাহাতে উহার নাম বৈঠকখানা হয়, কালক্রমে সমগ্র স্থানের নাম বৈঠকখানা হয়। অদ্যাবধি তথাকার একটী রাস্তা বৈঠকখানা রোড নামে খ্যাত আছে। চৈতন্যচরণ ১৭৫৩ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোংর দাদনী বণিক (বেনিয়ান) ছিলেন। তাঁহার দত্তক পুত্র রাধিকামোহন।

গৌরচরণ বসাক।—নিধিরামের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার দুই

(১) Selection from Calcutta Gazette—by W. S. Seton Kar. C. S, Calcutta. 1864. p. 44.

পুত্র, রামচন্দ্র ও রামসুন্দর। রামসুন্দর দধীবামন জীউ নামে এক নারায়ণশীলা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৮৩২ অব্দে স্বর্গারোহণ করেন। ইহার পাঁচ পুত্র—১ মহানন্দ, ২ ত্রিলোচন—নিঃ, ৩ বলদেব, ৪ চন্দ্রশেখর, ৫ ক্ষেত্রপাল।

রামদুলাল বসাক।—কৃষ্ণচরণের পুত্র। তাঁহার ২য় পুত্র, যদুনন্দন। ইহার তিন পুত্র—১ ক্ষেত্রপাল, ২ ক্ষেত্রলাল, ৩ ক্ষেত্রমোহন।

ক্ষেত্রলাল বসাক।—যদুনন্দনের ২য় পুঃ। তিনি অপার চিৎপুর রোডে বসবাস করিতেন। তাঁহার বাটীতে ময়ূর ছিল বলিয়া উহা ময়ূরওয়ালা বাটী নামে বিদিত ছিল। ইহার পুত্র, যোগেন্দ্র মোহন। তাঁর পুত্র—জ্ঞানচন্দ্র, ধনশালী ছিলেন। তিনি আগ্রায় দয়ালবাগে অধিকাংশ সময় থাকিয়া রাধাস্বামী ভজনা করিতেন। তথায় বহু অর্থ ব্যয়ে দয়ালনগর প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ নগরে প্রজাসাধারণের জন্য যাবতীয় দ্রব্য উৎপন্ন হয়। তাঁহার একমাত্র পুত্র স্বামীস্মরণের মৃত্যুর পর তিনি ১৩৫০ সালে স্বর্গারোহণ করেন।

ক্ষেত্রমোহন বসাক।—যদুনন্দনের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীটে "ড্রাগণ আয়রণ ফাউণ্ডারী নামে, সর্ব্ব প্রথমে লৌহ ঢালাইয়ের কল-কারখানা স্থাপিত করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করেন। ইহার পোষ্যপুত্র লালবিহারী—নিঃ।

রাধিকামোহন বসাক।—চৈতন্য চরণের দত্তক পুত্র। তাঁর ১ম পুত্র বৈকুণ্ঠনাথ। ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কালিপ্রসন্ন। তাঁর পুত্র রাধাবল্লভ। ইহার ১ম ও ২য় পুঃ প্রমথ নাথ ও মন্মথ নাথ বড়বাজারে থণ্ড বস্ত্রাদির ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন। প্রমথনাথ প্লাম্বর ও কণ্ট্রাকটর ছিলেন।

মহানন্দ বসাক।—রামসুন্দরের ১ম পুঃ। তাঁহার ১ম পুঃ, ক্ষেত্রপাল। ইহার পুত্র কালিচরণ, দাবাক্রীড়ায় অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর ৪র্থ পুঃ যতীশচন্দ্র—নিঃ, তন্তুবায় সমিতির প্রতিষ্ঠাতাগণের মধ্যে

একজন। স্বজাতির বংশাবলী সংগ্রহ এবং প্রকাশ করণে তিনি বিশেষ সহায়তা করেন। ১৩৫৪ সালে মৃত্যু হয়।

ক্ষেত্রপাল বসাক।—রামসুন্দরের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ভুবনমোহন, স্ত্রী সৌদামিনী, ইনি বিদ্যানুরাগী ছিলেন। অষ্টাবক্র সংহিতা, গায়ত্রী তন্ত্র, চড়ক সংহিতা, মেদিনীকোষ, রঘুবংশম, সাহিত্য দর্শন, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পুস্তকাবলী প্রকাশ করেন।

রাঘব চন্দ্র বসাক।—সুদামচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার পুত্র গোবিন্দ চন্দ্র। ইঁহার পুত্র কানাইলাল। তাঁহার চার পুত্র—১ রাধাকান্ত, ২ নরসিংহ চাঁদ, ৩ বংশীমোহন, ৪ রামলাল। রাধাকান্তের পুত্র রামকানাই। তাঁর পুত্র মধুসূদন। ইঁহার কনিষ্ঠ পুত্র, দ্বারিকানাথ। দ্বারিকানাথের দুই পুত্র—তুলসীদাস ও বৈষ্ণব চরণ।

বৈষ্ণব চরণ বসাক।—দ্বারিকানাথের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি যদু পণ্ডিতের বিদ্যালয়ে জিম্‌ন্যাষ্টিকের শিক্ষক ছিলেন। সার্কাসবীর কৃষ্ণলাল বসাক তাঁহার ছাত্র ছিলেন। তিনি ছাপাখানা স্থাপিত করিয়া তন্ত্রসার, গীতা, পুরোহিত দর্পণ প্রভৃতি কয়েকখানা পুস্তক প্রকাশ করেন। বটতলায় তাঁহার পুস্তকের ব্যবসায় ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া তিনি ধনশালী হন। ১৩২৯ সালে পরলোক গমন করেন। তাঁহার দুই পুত্র, চণ্ডীচরণ ও পাঁচকড়ি পৈতৃক ব্যবসায় করিতেন। চণ্ডীর পুত্রগণ রসারোডে পুস্তক ও ঔষধের ব্যবসায় করেন।

নরসিংহ চাঁদ বসাক।—কানাইলালের দ্বিতীয় পুত্র। তাঁহার পুত্র গোবিন্দ চাঁদ। ইনি গোরাচাঁদ নামে বিদিত। ইঁহার ১ম পুত্র কালাচাঁদ। তাঁহার তিন পুত্র—১ বৈষ্ণব চরণ, ২ ভগবতী চরণ, ৩ তুলসী চরণ। ভগবতী চরণের ১ম পুত্র, তারাপদ ও তুলসী চরণের পুত্র যুগলকিশোর, উভয়ে মিলিয়া মোজা ও গেঞ্জির কলকারখানা স্থাপন করতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য করেন।

৯ **তুলসীরাম বসাক।**—কেনারামের পুত্র, তাঁহার চার পুত্র—১ গঙ্গানারায়ণ, ২ হরিচরণ, ৩ শিবচরণ, ৪ দুর্গাচরণ।

১০।১ **গঙ্গানারায়ণ বসাক।**—(১) তুলসীরামের প্রথম পুত্র। ইনি গঙ্গাচরণ নামে বিদিত। কেহ কেহ গঙ্গারাম বলিতেন, কেহ বা গঙ্গাচন্দ্র বলিতেন। আদরের শত নাম। তিনি মুর্শিদাবাদে বসবাস করিতেন। তথা হইতে গোবিন্দপুরে শেঠদিগকে বস্ত্রাদি সরবরাহ করিতেন। তথায় তাঁহার রেশমের কুঠী ছিল। তাঁহার সূতা দাদনের কর্ম্ম ও কাষ্ঠের সিন্দুকের ব্যবসায় ছিল। পরে ইংরাজদিগের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া মুর্শিদাবাদ হইতে কার্য্যালয় এবং নিবাস উঠাইয়া আনিয়া সপ্তগ্রামের অন্তর্বর্ত্তী হলুদপুরে আসিয়া বসবাস করেন। তথায় নবাব সরকার হইতে বহু জমিজমা লইয়া আবাস গৃহাদি নির্ম্মাণ করতঃ উদ্যান রচনা করিয়া পুষ্করিণী ও দিঘী খনন করান। তথাকার দিঘীটী অদ্যাপি বসাক দিঘী নামে খ্যাত। (২) তিনি নানা ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া অতুল ধনাধিপতি হন। ১৬৭৬ অব্দে দীনেমার বণিকবর্গ শ্রীরামপুরে ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন। গঙ্গাচরণ তাঁহাদের মালপত্র খরিদ বিক্রয় করিয়া দিতেন। অল্পকাল মধ্যে দীনেমারগণ বাঙ্গালায় প্রধান ব্যবসায়ী হইয়া উঠেন। তখন গঙ্গাচরণ তাঁহাদের কোম্পানীর চৌদ্দ লক্ষ টাকার কাগজ খরিদ করেন। পরে দীনেমারগণ বাঙ্গালা দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যান। তাহাতে অনেকের বিস্তর টাকা লোকসান হয়। গঙ্গাচরণের দুই পুত্র, শোভারাম ও অযোধ্যারাম।

১১।১ **শোভারাম বসাক।**—গঙ্গাচরণের প্রথম পুত্র। ১৬৯০

---

(১) গঙ্গাচরণ বহুকাল মুর্শিদাবাদে থাকায় গোবিন্দপুরে জ্ঞাতিগণের পূর্ব্ব পুরুষের সহিত যোগাযোগ অজ্ঞাত ছিলেন। বহু গবেষণা করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি।

(২) Hunters statistical account of Bengal, Vol. III. p. 30.

খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন সম্ভ্রান্ত ও সমৃদ্ধি-শালী প্রসিদ্ধ তন্তুবণিক ছিলেন। দীনেমার বণিকবর্গ পলাতক হইলে ফরাসী বণিকবর্গ শ্রীরামপুরে আসিয়া বসেন। তথায় তাঁহাদের বাণিজ্যপোত আসিলে, শোভারাম তাঁহাদের মালপত্র খরিদ বিক্রয় করিয়া দিতেন। তাঁহার ভ্রাতা অযোধ্যারাম মুর্শিদাবাদ হইতে রেশমী ও নানা প্রকার বস্ত্রাদি তাঁহার নিকট পাঠাইতেন। তিনি সূতার ব্যবসাও করিতেন। কিছুদিন পরে তিনি সপরিবারে হল্‌দি-পুর হইতে উঠিয়া আসিয়া, গোবিন্দপুরে শেঠেদের নিকট বসবাস করিতেন। নবাব সরকার হইতে বহু জমি জমা লইয়া আবাদ ও আবাস গৃহ নির্ম্মাণ করেন। তিনি জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা গোবিন্দ-পুরে প্রতিষ্ঠা করেন। বৈঠকখানার সরল পথে (বর্ত্তমান বৌ বাজার ষ্ট্রীটে) তাঁহার রথযাত্রা হইত এবং চৈতন্য চরণ বসাকের বাগানে রথখানি যাইয়া অবস্থান করিত। শোভারামের বংশধর, জনৈক ধনশালী বধুমাতার তথায় একটী বাজার ছিল। উহা তাঁহার নামানুসারে বৌবাজার নামে খ্যাত হয়। পরে বৈঠকখানা রাস্তাটীর নাম বদল করিয়া বৌবাজার ষ্ট্রীট নাম হয়। রথযাত্রা উপলক্ষে বহুদূর হইতে গ্রামবাসীরা আসিয়া মেলায় যোগদান করিতেন। সারা বৎসর ঐ রথখানি বৈঠকখানায় বট বৃক্ষতলে অবস্থান করিত। ইংরাজ ঐতিহাসিকের মতে উহা ৭০ ফিট উচ্চ ছিল। (১) শোভারাম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোংর সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া ক্রোড়পতি হন। গোবিন্দপুরে দুর্গের স্থান আবশ্যক হইলে, তিনি জগন্নাথ দেবের সহিত পরিবারবর্গকে লইয়া উঠিয়া আসিয়া বড়বাজারে বসবাস করেন। তৎকালীন প্রথানুযায়ী তথায় ব্রাহ্মণের বসতি করান, বাসভবনের উত্তরাংশে, তাঁহার পুরোহিত,

(১) বৈষ্ণব চরণের বংশধর অনুকুল চন্দ্র শেঠের মেমো পুস্তক।

রামরতন ঠাকুরকে বসবাসের জন্য একটি বাটী দান করেন। নিজ ভদ্রাসন বাটীতে জগন্নাথ দেবকে স্থাপনা করেন। নানাবিধ বাধা বিঘ্ন ঘটায়, মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারের নিকট হইতে, নিজ বাস ভবনের পশ্চিমে গঙ্গাতটে সাত কাঠা জমি নাখেরাজ বন্দোবস্ত করিয়া লন। তথায় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া জগন্নাথ দেবকে স্থাপনা করেন। মন্দিরের পাদপ্রান্তে কলনাদিনী হরজটাবিহারিণী সলিলরূপিনী তরঙ্গভঙ্গিনী মূর্ত্তিমতি করুণাময়ী পুণ্য সলিলা ভাগিরথী কলকোলাহলে প্রবাহিতা ছিল। গঙ্গাবক্ষে মন্দির কিরীটিনীর প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া সুন্দর শোভা ধারণ করিত। তথায় শোভারামের স্নানঘাট নির্ম্মিত হইয়া জগন্নাথ দেবের নামানুসারে "জগন্নাথ ঘাট" নামে খ্যাত হয়। ঐ স্থানে একটী গঙ্গাযাত্রী ঘাট নির্ম্মাণ করেন। কাশীপুরে তাঁহার উদ্যানে গোপাল লাল জীউ ঠাকুর স্থাপনা করেন, অদ্যাবধি ঐ বাগান গোপাল লাল জীউর নামে খ্যাত। এতদ্ভিন্ন তথায় বহু দেব-দেবী ছিল। শোভারামের শ্যামচাঁদ ঠাকুরের নামানুসারে শ্যামবাজার হয়। হলওয়েল সাহেব উহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া, চার্লস বাজার রাখেন। পরে শোভারামের অনুরোধে তাঁহার আত্মীয় শ্যামচাঁদ বসাকের নামানুসারে শ্যামবাজার ও শ্যামপুকুর নামকরণ হয়। (১) গঙ্গাতীরে রথযাত্রা হইয়া রথতলা ঘাটে রথখানি অবস্থান করিত বলিয়া উহা রথতলা ঘাট নামে বিদিত। উহা শোভারামের সুতানুটী ঘাট নামে পূর্ব্বে বিদিত ছিল। সুতানুটী হাটখোলায় তাঁহার সুতার ব্যবসায় ছিল। বর্ত্তমান শোভাবাজার রাজবাটীর স্থানে পূর্ব্বে শোভারামের উদ্যান ছিল। ঐ জলস্থ জমির উপযোগী শাকসব্জী উৎপন্ন হইয়া তথায় বিক্রয় হইত। কালসহকারে উহা বাজারের আকার ধারণ করে এবং শোভারামের নামানুসারে শোভাবাজার নামে খ্যাত

(১) A correspondence in the Indian Daily News, Oct. 24th, 1887.

হয়। কালক্রমে সমগ্র স্থানের নাম শোভাবাজার হয়। হলওয়েল সাহেবের গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, খৃষ্টীয় ১৭৩৮—১৭৫২ অব্দ পর্য্যন্ত ঐ বাজার বর্ত্তমান ছিল। বস্ত্রাদির একদর রাখিবার জন্য সুতানুটীর বাজারের এবং শোভাবাজারের ব্যবসা-বাণিজ্য শোভারামের হস্তে ন্যস্ত ছিল। ১৭৫৭ অব্দে সিরাজদ্দৌলার নিকট হইতে কলিকাতা পুনরুদ্ধার হইলে, নবাব মিরজাফর প্রজাদিগের ক্ষতি পুরণের জন্য বিশ লক্ষ টাকা বিতরণ করেন। তন্মধ্যে দশলক্ষ টাকা হিন্দুরা পাইয়াছিলেন। ঐ টাকা বিভাগোপলক্ষে তের জন কমিশনর নিযুক্ত হন, তন্মধ্যে শোভারাম অন্যতম। তিনি আপন অংশে চার লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হন। ১১৭৪ সালে ২৪ পরগণা এবং ডিহি পঞ্চান্নগ্রাম বন্দোবস্ত করিয়া লইবার জন্য শোভারাম প্রমুখ শেঠ-বসাকগণ বৎসর সালিয়ানা দশ লক্ষ টাকা জমা দিতে স্বীকার হন। কোম্পানী বাহাদুর বার লক্ষ টাকা না পাওয়ায়, নিজ খাসে রাখিয়া কলেক্টর নিযুক্ত করেন। শোভারামের বসতবাটীর নিকট রাস্তাটী অদ্যাবধি তাঁহার নামানুসারে শোভারাম বসাক ষ্ট্রীট নামে খ্যাত। মেডিক্যাল কলেজের নিকট অদ্যাবধি দুইটী রাস্তা তাঁহার নামানুসারে খ্যাত আছে। তিনি ভদ্রাসন বাটী নির্ম্মাণ করিতে করিতে ১১৮০ সালে, ইং ১৭৭৩ অব্দে ৺গঙ্গালাভ করেন। তাঁহার দুই পুত্র হরিমোহন ও মদনমোহন। শোভারামের প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথদেব এক্ষণে বে-দখল।

১১।২ **অযোধ্যারাম বসাক**।—গঙ্গারামের কনিষ্ঠ পুত্র। মুর্শিদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তথা হইতে শোভারামকে রেশমী বস্ত্রাদি সরবরাহ করিতেন। তথায় রেশমের ব্যবসায় ইংরাজদিগের বিষম অত্যাচার হইতে লাগিল। তাঁতিগণ উৎপীড়নে ব্যতিব্যস্ত হইয়া স্ব-স্ব বৃদ্ধাঙ্গুলি কর্ত্তন করিতে লাগিল। অযোধ্যারাম সুতানুটীতে পলাইয়া আসিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত।

তিনি তাঁহার পৌত্র নরসিংহ চন্দ্রকে যে সকল পত্র লিখিতেন, তাহা হইতে তথাকার শোচনীয় অবস্থা জানিতে পাওয়া যায়। (১) ইংরাজ উৎপীড়নে অযোধ্যারাম বড়বাজারে আসিয়া বসবাস করেন। বর্ত্তমান মার্কাস স্কোয়ার নামক স্থানে তাঁহার কলাবাগান ছিল। তাহাতেই অদ্যাবধি ঐ স্থানটীর নাম কলাবাগান। তথাকার বৃহৎ দিঘীটী বসাক দিঘী নামে খ্যাত ছিল। চীনাবাজারেও তাঁহার জমি জমা ছিল। তাঁহার বংশধরেরা অদ্যাবধি কলাবাগান এবং চীনাবাজারের জমি ভোগ দখল করিতেছেন। অযোধ্যারাম সৌখীন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ১২০৭ সালে ইং ১৮০১ অব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র—১ গোপীমোহন, ২ লালমোহন—অঃ, ৩ গোকুলচাঁদ, ৪ তিলকচাঁদ, ৫ রসিকলাল।

হরিমোহন বসাক।—শোভারামের ১ম পুত্র। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার অসমাপ্ত গৃহাদি নির্ম্মাণ করেন। পৈতৃক ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন। তিনি গোপাললাল জীউর তিন মাস সেবা করিতেন। তাঁহার পুত্র গোবিনচাঁদ।

মদন মোহন বসাক।—শোভারামের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনিও গোপাললাল জীউর তিনমাস সেবা করিতেন। তাঁহার তিন পুত্র—১ কাশীনাথ, ২ রমানাথ, ৩ বিশ্বনাথ—নিঃ।

গোবিনচাঁদ বসাক।—হরিমোহনের একমাত্র পুত্র। ইনি পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি লইয়া সদাসর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহার দপ্তরখানায় বহু কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিলেন। তথায় অনেক স্বজাতি ব্যক্তিবর্গ প্রতিপালিত হইতেন। এই সময়ে রাজা নবকৃষ্ণ মুর্শিদাবাদ নবাব

(১) অযোধ্যারামের বংশধর নন্দলাল বসাকের নিকট ঐ সকল পত্র এবং অযোধ্যারামের হিসাবের খাতা অদ্যাবধি ছিল, উহা জীর্ণ হওয়ায় পরিত্যাগ করেন।

সরকার হইতে রাজা খেতাব লইয়া কলিকাতায় আসিয়া ১৭৬১ অব্দে আপন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। তাহার সংলগ্ন শোভাবাজারের জমি গোবিনচাঁদের নিকট খরিদ করিতে বাসনা করেন। তিনি বিক্রয় না করায়, রাজা তাঁহার সুতানুটীর তালুক মধ্যে গোবিনচাঁদের যাহা কিছু জমি জমা ছিল, তাহা খাজনা দানে রেহাই করিয়া দিয়া শোভাবাজারের জমি বদল করিয়া লন। তথায় তিনি উদ্যান রচনা করেন। ঐ স্থানের বাজারটী উঠিয়া আসিয়া চিৎপুর রোডের ধারে বসে। বর্ত্তমান শোভাবাজারটী রাজা নবকৃষ্ণের স্থাপিত। ১৭৮৪-১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে উহা রাজার নামে খ্যাত ছিল। পূর্ব্বতন শোভাবাজারের ব্যাপারীরা ঐ বাজারে বসিত, তাহারা উহাকে শোভাবাজার বলিয়া পরিচয় দিত বলিয়া অদ্যাবধি উহা শোভাবাজার নামে প্রসিদ্ধ। ১৭৭৮ অব্দে রাজা নবকৃষ্ণ সুতানুটী, বাগবাজার এবং হোগলকুণ্ডী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট বন্দোবস্ত করিয়া লওয়ায় শেঠ-বসাকগণ আপত্তি করেন যে ইংরাজ কোম্পানী ব্যতীত অন্য কোন জমিদার তাঁহাদের উপর থাকিবে না। তাহাতে রাজার প্রস্তাবক্রমে নির্দ্ধারিত বার্ষিক সালিয়ানা হইতে ২৭৭৲ সিক্কা বাদ দিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লন। (১) তাহাতেই সুতানুটী গ্রাম অদ্যাবধি খাজনা বর্জ্জিত। গোবিনচাঁদ স্থাবর সম্পত্তি ব্যতীত নগদ টাকা ও হীরা জহরতাদিতে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা রাখিয়া ১২১৬ সালে ইং ১৮৯০ খৃঃ অঃ পরলোক গমন করেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র— ১ম স্ত্রীর গর্ভে ১ রাধাকৃষ্ণ, এবং ২য় পত্নী ভাগ্যবতীর গর্ভে ২ শ্রীকৃষ্ণ, ৩ প্রাণকৃষ্ণ, ৪ জয়কৃষ্ণ—কঃ, ৫ রাজকৃষ্ণ—নিঃ, তাঁহার স্ত্রী যমুনা। গোবিনচাঁদের দ্বিতীয়া পত্নী ভাগ্যবতী হাঁসখালিতে জলকষ্ট নিবারণার্থে

---

(১) Report on the Census of the town of Calcutta, foot note, p. 16, 6th April 1875—by H. Beverly.

পুষ্করিণী খনন করাইয়া উৎসর্গ করেন। জগন্নাথ মন্দিরের নিকট এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১২২১ সালে স্বর্ণ নির্ম্মিত "আনন্দময়ী" ঠাকুরাণী নামে এক শক্তিমূর্ত্তি মহাসমারোহের সহিত প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহার নামে প্রায় আড়াইলক্ষ টাকার সম্পত্তি দেবত্তর করিয়া দেন। তথায় প্রত্যহ নহবত বাজিত এবং চণ্ডীর গানের বন্দোবস্ত ছিল, সময়ে সময়ে রামায়ণ গানও হইত। দোলযাত্রা এবং অন্যান্য পর্ব্বাদি মহাসমারোহের সহিত হইত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় এবং তাঁহাদের বার্ষিক বৃত্তি ধার্য্য ছিল। দেবীর স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত, আড়াই মণ দ্রব্যের নৈবেদ্য রাখার মত, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বহু তৈজসপত্র ছিল। রত্নখচিত একখানি সিংহাসনের মূল্য প্রায় ষাট হাজার টাকা ধার্য্য হয়। ভাগ্যবতীর কনিষ্ঠ পুত্র রাজকৃষ্ণ পরলোক গমন করিলে তিনি শোকে কাতর হইয়া ১২২৯ সালে নৌকাযোগে বৃন্দাবন যাত্রা করেন, তাহাতে শোকের কথঞ্চিৎ প্রশমিত হয়। তিনি তাঁহার পৌত্র উদয়চাঁদকে একজিকিউটর করিয়া ১২৪৮ সালে স্বর্গারোহণ করেন।

রাধাকৃষ্ণ বসাক।—গোবিনচাঁদের জ্যেষ্ঠপুত্র। ১১৮২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জেনারেল ট্রেজারীতে দেওয়ান ছিলেন। স্বজাতীয় এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকে তথায় কর্ম্ম করিয়া দিয়া তাঁহাদের প্রভূত উপকার সাধন করেন। এতদ্ভিন্ন অর্থ সাহায্য করিয়া বহু জ্ঞাতি কুটুম্বগণের, রাজন্যবর্গ, জমিদার ও অন্যান্য অর্থশালী ব্যক্তিদিগের দায় অদায় হইতে উদ্ধার করিতেন। সমাজে পাঁচজন দলপতির মধ্যে তিনি একজন ছিলেন। সমাজ তাঁহাকে বিশেষ সমাদর করিতেন, প্রভূত ধনশালী ছিলেন। পিতৃশ্রাদ্ধে প্রায় নয়লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। সেই সময় রাজা রাজকৃষ্ণ দেব তাঁহার ১ম পুত্র শিবকৃষ্ণ দেবকে রাজটীকা দেন। তিনি লটারীতে তিনলক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা পাইয়া তাঁহার বিমাতা ভাগ্যবতীর প্রতিষ্ঠিত আনন্দময়ী দেবীর

সম্পত্তি করিয়া দেন। বড়লাট বাহাদুরকে অনুরোধ করিয়া দুর্গাপূজা উপলক্ষে বারদিন ছুটীর বন্দোবস্ত করেন। ১২৭৬ সালে বর্দ্ধমানের রাজা তেজচন্দ্রের পুত্র প্রতাপচন্দ্রের সিংহাসন লইয়া গোলযোগ বাধে, কোন কারণ বশতঃ প্রতাপচন্দ্র ১২ বৎসর অজ্ঞাত বাসের পর বাঁকুড়ায় প্রথম প্রকাশ হন, বর্ত্তমানকালে ভাওয়াল সন্ন্যাসীর ন্যায় তিনি রাধাকৃষ্ণের আশ্রয়ে থাকিয়া সুপ্রীম কোর্টে মামলা রুজু করেন। (১) তাহাতে রাধাকৃষ্ণের প্রায় একলক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় হয়। এই সময়ে মতিলাল শীল নিলাম হইতে রাধাকৃষ্ণের পৈতৃক গোপাললাল জীউর উদ্যান খরিদ করিয়া একটী ঝিল খনন করান। ঐ স্থানটি মতিলালের ঝিলের নামানুসারে অদ্যাবধি মতিঝিল নামে খ্যাত। এই সময়ে রাধাকৃষ্ণ কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি সত্যবাদী, বিশ্বাস-ভাজন, দানশীল এবং পরোপকারী ছিলেন। ১২৫২ সালে তিনি ৺গঙ্গালাভ করেন। অলদ্ঋষি গোত্রজ নিত্যানন্দ মল্লিকের কন্যা রাধা-কৃষ্ণের পত্নী বৃন্দাবন হইতে জয়পুর যাইয়া তথায় ১২৭১ সালে বৈকুণ্ঠ লাভ করেন। তাঁহার নাভিঅস্থি বৃন্দাবনে রাজদত্ত কুঞ্জে সমাজ দেওয়া হয়। তাঁহার পাঁচ পুত্র— ১ দয়ালচাঁদ—নিঃ, ২ বলাইচাঁদ—নিঃ, ৩ তারিণী চরণ, ৪ মোহনচাঁদ—কঃ, ৫ নির্ম্মলচাঁদ। রাধাকৃষ্ণের কাষ্ঠ নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাবধি পূজা করেন।

প্রাণকৃষ্ণ বসাক।—গোবিনচাঁদের ৩য় পুত্র। ১২২৯ সালে তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর সহিত বৃন্দাবনে যাইয়া কৃষ্ণদাস বাবাজীউর নিকট ভেক লন এবং গোবর্দ্ধন গিরিগুহায় বাস করেন। তথায় ১২৩৫ সালে বৃন্দাবনপ্রাপ্ত হন। তাঁহার পুত্র উদয়চাঁদ—কঃ।

জয়কৃষ্ণ বসাক।—গোবিনচাঁদের ৪র্থ পুত্র। ইনি অলদ্ঋষি গোত্রজ দেওয়ান রামশঙ্কর বসাকের কন্যা হরসুন্দরীকে বিবাহ করেন।

(১) জাল প্রতাপ।

তিনি নগিন্নী নামে খ্যাত ছিলেন। জয়কৃষ্ণ বায়ুগ্রস্থ হইয়া গান-বাজনায় মত্ত থাকিতেন। তাঁহার কন্যা হীরামণির বিবাহ আলম্ব্যায়ন গোত্রজ (স্বরলের) কৃষ্ণমোহন বসাকের সহিত মহাসমারোহে নির্ব্বাহ হয়। নগিন্নী, জয়গোপাল বসাক, শ্রীনারায়ণ বসাক, বিশ্বম্ভর শেঠ এবং অন্যান্য যাঁহারা একঘ'রে ছিলেন, ১২৬৭ সালে জয়গোপাল বসাকের বাটীতে সতেক (সমাজপতিগণের ও স্বজাতি সর্ব্ব-সাধারণের সভা) ডাকিয়া স্বজাতি সকলকে ভূরি ভোজ দানে স্বসমাজভুক্ত হন।

দয়ালচাঁদ ও বলাই চাঁদ বসাক।—রাধাকৃষ্ণের ১ম ও ২য় পুত্র। ট্রেজারীতে খাজাঞ্জি ছিলেন। বলাইচাঁদ কোয়ারীন সাহেবের সহিত অংশী হইয়া "কোয়ারীন বসাক" নামে অফিস খুলিয়া ইউরোপের সহিত মালামাল আমদানি ও রপ্তানি করতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন। তাঁহার একটী পুত্র শৈশবাবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

তারিণী চরণ বসাক।—রাধাকৃষ্ণের ৩য় পুত্র। ১২২৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১১শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে মৌদ্গল্য গোত্রীয় রাধাকৃষ্ণ শেঠের ৭ম বর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করেন। ট্রেজারীতে সহকারী খাজাঞ্জি ছিলেন। তিনি নানা ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া ধনশালী হন। স্বজাতির প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহ করেন। তাঁহার পুত্র নকুড় চন্দ্র।

মোহন চাঁদ বসাক।—রাধাকৃষ্ণের ৪র্থ পুত্র। ১২২৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বৈদ্যনাথ পণ্ডিতের সহিত অংশী হইয়া আসরফি মোহরের কারবার করিতেন। ইঁহার একমাত্র কন্যা স্বর্ণময়ির বিবাহ ব্রহ্মাঋষি গোত্রজ মহেন্দ্র নাথ বসাকের সহিত হয়।

নির্ম্মল চাঁদ বসাক।—রাধাকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার তিন পুত্র—১ বংশীধর—পুত্র শান্তনুকুমার, ২ ধনুর্দ্ধর—নিঃ, ৩ গদাধর—অঃ।

নকুড় চন্দ্র বসাক।—তারিণী চরণের পুত্র। ১৩১১ সালে স্বর্গলাভ করেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র—১ গোকুল চন্দ্র—নিঃ, ২ অক্রুর

চন্দ্র, ৩ অতুলচন্দ্র, ৪ পূর্ণচন্দ্র—নিঃ, ইঁহার উদ্যোগে ১৩১৭ সালে বাঁশতলা ষ্ট্রীটে বসাক সমিতি স্থাপিত হয়; ৫ গগনচন্দ্র।

গগন চন্দ্র বসাক।—নকুড় চন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র। ১২৯৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বড়বাজারে বসবাস করিতেন। ডফ্ কলেজ হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে পড়েন, তাহা ত্যাগ করিয়া মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারী শিক্ষা করিতে থাকেন। পরে পোযাক পরিচ্ছদ, ঘৃত প্রভৃতি নানা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন। ইহাও পরিত্যাগ করিয়া ইঞ্জিনিয়ারীং শিক্ষালাভ করেন। নিজ অধ্যবসায়-গুণে ও প্রতিভাবলে স্থাপত্য জগতে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। “জি, সি, বসাক” নামে ইঞ্জিনিয়ারীং ও কণ্ট্রাক্টরের কার্য্য করিতে থাকেন। কলিকাতায় এবং অন্যান্য প্রদেশে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা-গুলির নির্ম্মাণ কার্য্য এবং রেলওয়ের হাওড়া-বর্দ্ধমান কর্ড লাইনের অধিকাংশ কার্য্যগুলি তাঁহার কীর্ত্তি। ১৩৪০ সালে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইলে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণলালের উপর কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া কর্ম্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবী। শেষ বয়সে ধর্ম্মালোচনা করিয়া শান্তিতে কাটাইয়াছেন। ১৩৫০ সালে স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র—১ কৃষ্ণলাল, ২ নিতাই চাঁদ, ৩ আমোদরঞ্জন, ৪ প্রমোদরঞ্জন, ৫ দুর্ল্লভ চন্দ্র। কৃষ্ণলাল পৈতৃক ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করেন।

উদয় চাঁদ বসাক।—প্রাণকৃষ্ণের পুত্র। ইঁহার পিতামহী ভাগ্যবতী, প্রায় দশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া মহাসমারোহের সহিত উদয় চাঁদের বিবাহ দেন। উদয় চাঁদের পিতা বৃন্দাবনে দেহ রক্ষা করিলে, তাঁহার শ্রাদ্ধ-শান্তিতে কীর্ত্তনাদি মহোৎসব দিয়া ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ভোজন করাইয়া তৃপ্তিলাভ করেন। পিতার মৃত্যুর পর ১৩৩৫ সালে

পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগ করতঃ আনন্দময়ী দেবীকে লইয়া উঠিয়া যাইয়া মাথাঘসা গলিতে বসবাস করেন। তিনি তাঁহার বন্ধু রমানাথ ঠাকুরের সহিত ইউনিয়ন বেঙ্কে বসিতেন। দোল দুর্গোৎসবাদি নানা ধর্ম্মকার্য্যে বহু অর্থ ব্যয় করেন। ইঁহার পত্নী লক্ষ্মীমণি নামে এককন্যা প্রসব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। লক্ষ্মীমণির বিবাহ মৌদ্গল্য গোত্রীয় নবীনকৃষ্ণ শেঠের সহিত মহাসমারোহে নির্ব্বাহ হয়। আনুমানিক ১৮৫০ অব্দে আনন্দময়ীর বিষয় সম্পত্তি লইয়া স্থপ্রীমকোর্টে মামলা রুজু হয়, ১৯২১ অব্দে লণ্ডনস্থ প্রিভিকাউনসিলে সাব্যস্ত হইয়াও অদ্যাবধি মীমাংসা হয় নাই। ইহা শতবৎসর ব্যাপি সংগ্রাম নামে খ্যাত।

কাশীনাথ বসাক।—মদনমোহনের ১ম পুত্র। ইনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়, রেঃ কেরী প্রভৃতি বন্ধুবর্গের সহিত সদাসর্ব্বদা মেলামেশা করিতেন। ১২২৫ সালে স্বর্গারোহণ করেন। তাঁর পুত্র জয়গোপাল—নিঃ, বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন। সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। ১২৭৩ সালে মৃত্যু হয়।

রমানাথ বসাক।—মদনমোহনের ২য় পুত্র। তাঁর ২য় পুত্র—হরপ্রসাদ। ইঁহার পুত্র ব্রজনাথ তাঁর পুত্র রঘুনাথ। পৈতৃক ধনে ধনশালী ছিলেন। রাধানাথ জীউ বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া সেবা করিতেন।

বিশ্বনাথ বসাক।—মদনমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র ইঁহার স্ত্রী হরসুন্দরী জয়পুর হইতে এক জোড়া রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি আনিয়া, গড়ানহাটায়, ১৯নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটে "রাধানাথ জীউ" নামে ১২৪৪ সালে প্রতিষ্ঠা করেন। তথায় অন্নভোগ হইয়া অদ্যাবধি ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব প্রভৃতি প্রসাদ পান। হরসুন্দরী ১২৭৫ সালে স্বর্গারোহণ করেন।

গোপী মোহন বসাক।—অযোধ্যারামের প্রথম পুত্র, ১১৯০ সালে মৃত্যু হয়। ইঁহার দুই পুত্র—নরসিংহচন্দ্র ও নন্দপ্রসাদ।

লালমোহন বসাক।—অযোধ্যারামের ২য় পুত্র, গোবিন্দপুরে

(বর্ত্তমান গড়ের মাঠে) একটি দিঘী খনন করাইয়া, উদ্যান রচনা করেন। তথায় রেভারেণ্ড কেরী, জন পামার, কর্ণেল ভোগান এবং বহু সম্ভ্রান্ত ইংরাজ বন্ধুবর্গ প্রায়ই আমোদ-প্রমোদ করিতেন। বিভার্লে সাহেব ভ্রমে পড়িয়া লালদিঘী এবং লালবাজার তাঁহার নামে খ্যাত বলিয়াছেন। ইহার বহু পূর্ব্ব হইতে লালদিঘীর অস্তিত্ব ছিল। লাল-মোহনের খনিত দিঘীটী গড়ের মাঠে অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে। এক্ষণে তাহার তটে সংস্কারক মনোহর দাসের ট্যাবলেট বসান হইয়াছে। লালমোহন ১১৮২ সালে, ইং ১৭৭৫ অব্দে পরলোক গমন করেন।

নরসিংহচন্দ্র বসাক।—গোপীমোহনের ১ম পুত্র। ইহার পিতামহ অযোধ্যারাম মুর্শিদাবাদ হইতে ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ে ইহার সহিত পরামর্শ করিতেন। ইনি ১৮১৭ অব্দে পরলোক গমন করেন। ইহার পাঁচ পুত্র—১ শ্যামসুন্দর, ২ রামসুন্দর, ৩ কৃষ্ণসুন্দর ৪ আনন্দচন্দ্র—নিঃ, ৫ বদনচন্দ্র—কঃ। শ্যামসুন্দরের তিন পুত্র—১ ব্রজকিশোর, ২ মাধবচন্দ্র, ৩ পঞ্চানন। ব্রজকিশোরের পুত্র কানাই-লাল। তাঁর ১ম পুত্র, বনমালী, শিক্ষক ছিলেন।

মাধব চন্দ্র বসাক।—শ্যামসুন্দরের ২য় পুত্র। তাঁহার দুই পুত্র, হরিমোহন ও বিহারীদাস। হরিমোহন পোর্ট কমিশনার অফিসে ট্রেজারার ছিলেন। তাঁহার পুত্র, **নারায়ণ চন্দ্র** সার্কাস ও বায়োস্কোপ করিতেন। ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কালিকৃষ্ণ, পৈতৃক ব্যবসায় করিতেন। **বিহারীদাস** ইঞ্জিনিয়ার হইয়া গয়ায় সরকারী কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার পুত্র নন্দলাল।

নন্দলাল বসাক।—মৌদ্গল্য গোত্রজ বলাইলাল শেঠের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি পোর্ট কমিশনার অফিসে কার্য্য করিতেন। আটা, ময়দা ও ঘৃতের ব্যবসায় করিয়াছিলেন।

১৩৫৫ সালে পরলোক গমন করেন। ইঁহার পাঁচ পুত্র—১ নবকৃষ্ণ, ২ সুকুমার, ৩ প্রফুল্লকুমার—অঃ, ৪ প্রকাশচন্দ্র, ৫ রাজকুমার—নিঃ। সুকুমার পোর্ট কমিশনার অফিসে কার্য্য করেন। ১৩৩০ সালে, মৌদ্গল্য গোত্রজ নগেন্দ্রনাথ শেঠের একমাত্র কন্যা ভবাণীরাণীকে বিবাহ করে। তার পুত্র অজিতকুমার। প্রফুল্লকুমার ইউরোপ হইতে বায়স্কোপের কল ও সরঞ্জমাদি আমদানি করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করেন। প্রকাশচন্দ্র আটা ময়দার কল কারখানা করিয়া ব্যবসায় করিতেন।

রামসুন্দর বসাক।—নরসিংহচন্দ্রের ২য় পুত্র। তাঁহার ১ম পুত্র বলাইচাঁদ। ইঁহার ১ম পুত্র ক্ষেত্রপাল। তাঁহার ২য় পুঃ নিতাইচরণ, ম্যাকিনান ম্যাকেঞ্জিলালের জাহাজে কেরাণীর কাজ করিতেন। দ্বিতীয় মহাসমরে ক্রীট দ্বীপে যাইয়া যুদ্ধের লোমহর্ষণ ব্যাপার দর্শন করিয়া এবং বোমা পতনের ভীষণ শব্দে শিরারোগে আক্রান্ত হন। কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বহুদিন যাবৎ চিকিৎসাধীনে থাকেন।

কৃষ্ণসুন্দর বসাক।—নরসিংহচন্দ্রের ৩য় পুঃ। ইঁহার তিন পুত্র—১ দ্বারিকানাথ, ২ দীননাথ—নিঃ, ৩ বৈকুণ্ঠনাথ। দ্বারিকানাথের ২য় পুত্র, মধুসূদন, দরজীর ব্যবসায় করিতেন। বৈকুণ্ঠনাথের ১ম পুত্র বৈদ্যনাথ ডাক্তার হইয়া রাজপুতানায় কর্ম্ম করিতেন।

নন্দপ্রসাদ বসাক।—গোপীমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র, তাঁহার ১ম পুত্র গিরীধর। ইঁহার পুত্র ভাগবত। তাঁহার পুত্র রমণকৃষ্ণ। ইঁহার পুত্র বীরচাঁদ সংসার ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করেন।

তিলকচাঁদ বসাক।—অযোধ্যারামের ৪র্থ পুত্র। তাঁহার পুত্র বৈদ্যনাথ পঞ্চুবাবু নামে খ্যাত। ইনি মৌদ্গল্য গোত্রজ পীতাম্বর শেঠের দ্বিতীয়া কন্যা দুর্গামণিকে বিবাহ করেন। বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন। কামারহাটীতে গঙ্গাতটে "দ্বাদশ-কূপ-কুঞ্জ" নামে তাঁহার এক মনোরম উদ্যান ছিল। তথায় তাঁহার ইংরাজ বন্ধুবর্গ সদাসর্ব্বদা

ভোজে যোগদান করিয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন। ইনি "কোয়ারীণ বসাক" নামীয় অফিসে মুচ্ছুদ্দী (বেনিয়ান) ছিলেন। ইঁহার পুত্র বরদাকান্ত—নিঃ, বরানগরে খাস বাগান নামীয় বাগিচা বাটীতে বসবাস করিতেন, প্রভূত ধনশালী ছিলেন। তথায় তাঁহার নামানুসারে বরদা বসাক রোড নামে একটী রাস্তা আছে।

রসিকলাল বসাক।—অযোধ্যারামের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার পুত্র রাজনারায়ণ সেতার বাদ্যে ওস্তাদ ছিলেন। ১২৫৬ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার ১ম পুত্র, মহেন্দ্রনাথ। ইঁহার পুত্র অক্ষয়কুমার। তাঁহার ১ম ও ২য় পুত্র—সত্যচরণ ও শ্যামাচরণ ঘৃতের ব্যবসায় করিয়াছিলেন।

হরিচরণ বসাক।—তুলসীরামের দ্বিতীয় পুত্র। তাঁহার ১ম পুত্র রমাবল্লভ। ইঁহার পুত্র গোরাচাঁদ। তাঁহার পুত্র নসীরাম। ইঁহার পুত্র হরেকৃষ্ণ মহাপ্রস্থান করেন। তাঁহার ১ম পুত্র প্যারী-মোহন ১৮৭৭ অব্দে ইহলোক সংবরণ করেন। তাঁহার দুই পুত্র, নৃত্যলাল ও রাধারমণ। রাধারমণ ব্যবসায় করিতেন।

নৃত্যলাল বসাক।—প্যারীমোহনের প্রথম পুত্র। প্রথমে তিনি কলত্রিষী গোত্রজ ডাক্তার চন্দ্রশেখর হালদারের কন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি সিভিল সার্জ্জেন হইয়া মধ্যভারতে নাগপুর, বিলাসপুর, রায়পুর, ওয়ার্ডা প্রভৃতি স্থানে সরকারী হাসপাতালে ডাক্তারী করিতেন। সময়ে সময়ে তাঁহাকে জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্যও করিতে হইত। তাঁর ১ম পত্নীর গর্ভে দুইটী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ১ম ও ২য় পত্নী স্বর্গলাভ করিলে অলম্বঋষি গোত্রজ ডাক্তার শম্ভুনাথ বসাকের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে দুই পুত্র শুনাশীরলাল ও গীর্ব্বানলাল জন্মগ্রহণ করেন। গীর্ব্বানলাল উচ্চ শিক্ষার্থে ইউরোপ গমন করেন। অদ্যাবধি তাঁহার কোন সন্ধান নাই।

গৌরহরি বসাক।—দেবীদাসের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার পুত্র

গোবিন্দচন্দ্র। ইহার তিন পুত্র ১ ভজহরি, ২ পরাণচন্দ্র, ৩ লক্ষ্মণচন্দ্র। ভজহরির পুত্র, লক্ষীকান্ত। ইহার পুত্র রঘুনাথ। তাঁহার তিন পুত্র—১ মধুসূদন, ২ রামমোহন, ৩ রামজয়। মধুসূদনের ৪র্থ পুত্র রামচন্দ্র, তাঁর ২য় পুত্র মাধবচন্দ্র, মনোহরদাস চকে হার্ডওয়ারের ব্যবসা করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র—নিতাইচরণ ও চৈতন্যচরণ। রামজয়ের পুত্র জীবনকৃষ্ণ। ইহার ১ম পুত্র অমূল্যরত্ন।

অমূল্যরত্ন বসাক।—জীবনকৃষ্ণের ১ম পুত্র। আগ্রা হাসপাতালে এসিষ্টাণ্টসার্জ্জন ছিলেন। রায়বাহাদুর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। অবসর গ্রহণ করিয়া দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীটে বসবাস করিতেন। ইহার চার পুত্র—১ প্রবোধচন্দ্র—নিঃ, ২ ললিতমোহন ডাক্তারি করিতেন, ৩ মন্মথনাথ, কাষ্টমহাউসে এ্যপ্রেজার ছিলেন; ৪ বঙ্কুবিহারী।

রাসবিহারী বসাক।—পরাণচন্দ্রের পুত্র। তিনি সিরাজদ্দৌলার সেনাপতি হইয়া রাজা মাণিকচাঁদের সহিত সৈন্য পরিচালনা করিতেন। তাঁহার দুই পুত্র—১ রামলোচন—নিঃ, ২ পরমানন্দ। পরমানন্দের পুত্র রামচন্দ্র। তাঁর পুত্র পঞ্চানন—নিঃ।

লক্ষ্মণচন্দ্র বসাক।—গোবিন্দচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার ১ম পুত্র নরসুন্দর। ইহার পুত্র রামকুমার। তাঁহার পুত্র কাশীনাথ ইহার ১ম পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদ। তাঁহার পুত্র শ্যামসুন্দর। ইহার ২য় পুত্র মোহিনীমোহন পাথুরিয়াঘাটায় বসবাস করিতেন। ইনি সর্ব্বপ্রথমে ১৮৯৬ অব্দে ভিন্ন সমাজস্থ রায় বামাচরণ প্রামাণিক বাহাদুরের পুত্র বটকৃষ্ণ প্রামাণিকের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দেন। শ্যামসুন্দরের ৪র্থ পুত্র, রাধিকামোহন, তাঁর ১ম পুত্র উপেন্দ্রনাথ। ইনি শ্যাকরার ব্যবসা করিতেন। সুন্দরবনের অন্তর্গত মাতলায় (পোর্ট কানিংএ) বহু জমি জমা লইয়া ধান চাউলের আবাদ করেন।
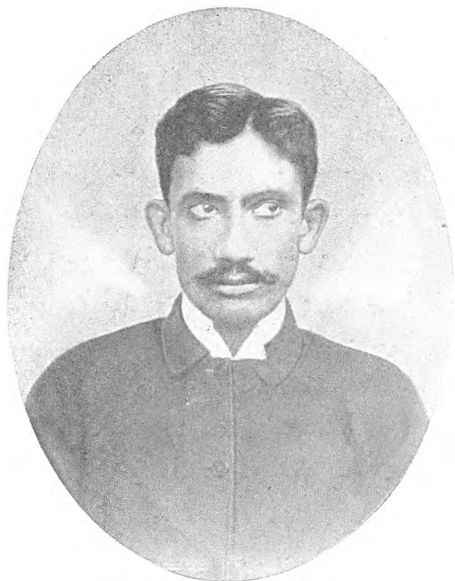
ইঞ্জিনিয়ার স্বর্গীয় অতুল চন্দ্র বসাক

জন্ম ঃ ১৮৭৩] [মৃত্যু ঃ ১৪ই ডিসেম্বর ১৯২২

(পৃঃ ১৩১)

নকুড়চন্দ্র বসাকের তৃতীয় পুত্র অতুলচন্দ্র অলম্বঋষি গোত্রজ তুলসীদাস বসাকের কণিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার আত্মীয় গভর্ণমেণ্ট একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ললিত মোহন বসাকের নিকট ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষালাভ করিয়া কণ্ট্রাক্টরের কার্য্য করেন। ২৪ পরগণা জেলা বোর্ডের এবং হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্যগুলি তাঁহার একচেটিয়া ছিল। তাঁহার অংশীর সহিত "বসাক মুখার্জ্জি এণ্ড কোং" নামে হাওড়া-বর্দ্ধমান নিউকর্ড লাইন নির্ম্মাণ কালে কিয়দংশ কার্য্য অতি দক্ষতার সহিত নির্ব্বাহ করেন। কোন কারণ বশতঃ তাঁহার সহিত অংশ ত্যাগ করিয়া "এ, সি, বসাক এণ্ড কোং" নামে ঠিকাদারী কার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন। তাঁহার দুই পুত্র কালাচাঁদ ও রামচাঁদ। রামচাঁদ পৈতৃক ব্যবসা করেন, স্যানিট্যারী ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্যও করেন।

ব্রহ্মাঋষি গোত্রীয়—বসাক বংশ।

বাসুদেব বসাক।—১৫৯২ খৃষ্টাব্দে পাঠানদের লুট পাটের সময় সপ্তগ্রাম হইতে উঠিয়া আসিয়া গোবিন্দপুরে শ্রেষ্ঠিদিগের নিকটে বসবাস করেন। তিনি সুতানুটী হাটখোলা হাটে সূত্রের ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন। তাঁহার পুত্র নারায়ণ চাঁদ। ইঁহার পুত্র মধুসূদন।

৮ **গৌরহরি বসাক**।—লক্ষ্মীকান্তের পুত্র। তাঁহার প্রথম পুত্র কৃষ্ণকিঙ্কর। তাঁহার চার পুত্র—১ রাজনারায়ণ—নিঃ, ২ মহেন্দ্রনাথ—নিঃ, খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন; ৩ উৎসব—নিঃ, ৪ রাধানাথ।

রাধানাথ বসাক।—কৃষ্ণকিঙ্করের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার তিন পুত্র—১ নন্দলাল, ২ ক্ষেত্রমোহন—নিঃ, ৩ ললিতমোহন। ললিত মোহন ইলেকৃট্রীক ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। সোলার টুপির ব্যবসা করিতেন। তাঁহার ১ম পুঃ যুগলকিশোর ঘড়ির ব্যবসা করিতেন।
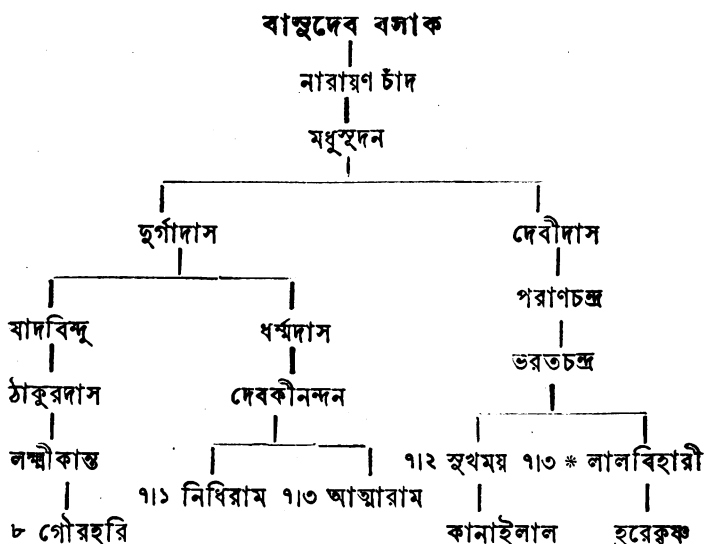
পান্নালাল ও মাণিকলাল বসাক।—নন্দলালের ১ম ও ২য় পুত্র। লিলুয়ায় কল-কারখানা স্থাপন করতঃ "মোহিন এণ্ড কোং" নামে রং ও তিসির তৈলের ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া ধনবান হন। রংএর ব্যবসা করেন বলিয়া ইঁহাদের বাটী রংওয়ালা বাটী নামে খ্যাত।

৭।১ **নিধিরাম বসাক।**—দেবকীনন্দনের প্রথম পুত্র। তাঁহার ছয় পুত্র—১ জগন্নাথ—নিঃ, ২ মদনমোহন, ৩ রাধাকৃষ্ণ, ৪ গোবিন্দ-রাম, ৫ নরহরি, ৬ হরিমোহন। মদনমোহনের তিন পুত্র—১ গোরা-চাঁদ, ২ তারাচাঁদ, ৩ নারায়ণ চাঁদ—নিঃসন্তান। গোরাচাঁদের পুত্র হীরালাল। তাঁহার দুই পুত্র, গোলকচন্দ্র ও দীননাথ। গোলকচন্দ্র সংসার ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তাঁহার পুত্র সারদাপ্রসাদ ১২৫৪ সালে জন্ম ও ১৩০৫ সালে মৃত্যু হয়। আগ্রায় পি, ডবলিউ, ডির একাউণ্টেণ্ট ছিলেন। দীননাথের পুত্র গৌরদাস। তাঁর ১ম ও কনিষ্ঠ পুত্র, পান্নালাল ও লালবিহারী, প্লাম্বর ছিলেন। গৌরদাসের ৩য় পুত্র মাণিকলাল মনিহারী ব্যবসায় করিতেন।

তারাচাঁদ বসাক।—মদনমোহনের ২য় পুত্র। তাঁহার ১ম পুত্র মোহনলাল। ইঁহার পুত্র কৃষ্ণকুমার। তাঁহার দুই পুত্র, শ্যামলাল ও গোপীনাথ—নিঃ। শ্যামলাল বরেন্দ্রকুল তন্তুবায়দিগের একখানি পুস্তিকা এবং গীত গোবিন্দ পুস্তকখানি রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। তাঁহার পুত্র রামলাল ডাক্তার ছিলেন। ইনি ধনশালী ছিলেন।

রাধাকৃষ্ণ বসাক।—নিধিরামের ৩য় পুত্র। তাঁহার দুই পুত্র, যুগলকিশোর ও সনাতন। যুগলকিশোরের পুত্র হরলাল। তাঁহার পাঁচ পুত্র—১ সূর্য্যকুমার, ২ বিহারীলাল, ৩ প্রসন্নকুমার, ৪ বলাই চাঁদ—নিঃ, ৫ গোপালচন্দ্র—নিঃ।

সূর্য্যকুমার বসাক।—হরলালের ১ম পুত্র। তিনি মিলিটারী একাউণ্টস অফিসে কর্ম্ম করিতেন। অবসর গ্রহণ করিয়া বহুকাল

পরে, ৯০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে লোকান্তর গমন করেন। তাঁহার তিন পুত্র—১ জগদ্দুর্লভ, ২ নৃত্যকিশোর, ৩ রাজকিশোর এটর্নি হইয়া উচ্চ আদালতে আইন ব্যবসা করিতেন। ১৩২০ সালে স্বর্গলাভ করেন।

জগদ্দুর্লভ বসাক।—সূর্য্যকুমারের ১ম পুত্র। ইনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে তথায় অধ্যাপনা করিতেন। তারপর হাইকোর্টের উকীল হন। পরে মুন্সেফ্ হন। পরিশেষে ডেপুটী ম্যাজিষ্টেট হন। তাঁহার দুই পুত্র, ভোলানাথ ও বৈদ্যনাথ ইলেক্‌ট্রিক কেশিং প্রস্তুতের কল-কারখানা পাথুরিয়াঘাটায় স্থাপিত করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন।

বিহারীলাল বসাক।—হরলালের ২য় পুত্র। তাঁর তিন পুত্র—১ ক্ষেত্রনাথ নিঃ, ২ মদনমোহন, ৩ হরিশ্চন্দ্র। ইঁহারা বটতলায় পাঁঠার মাংসের ব্যবসায় করিতেন। হরিশ্চন্দ্র এক্ষণে সন্ন্যাসী। মদনমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র যুগোল কিশোর "বসাক ল্যাণ্ডিং এণ্ড ক্লিয়ারীং-এজেন্সী খুলিয়া মাল খালাসের কার্য্য করিতেন। এক্ষণে কল-কব্জা সরঞ্জমাদি আমদানি করিয়া ক্লাইভ ষ্ট্রীটে ব্যবসা-বাণিজ্য করেন।

সনাতন বসাক।—রাধাকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার পুত্র নরসিংহচন্দ্র। ইনি কাশ্যপ গোত্রজ রাজকৃষ্ণ বসাকের ২য় পুত্র, অমৃতলাল বসাককে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়া শ্যামলাল নামে অভিহিত করেন। তিনি মোজার কারবার করিতেন। তাঁর পুত্র ভূতনাথ।

গোবিন্দরাম বসাক।—নিধিরামের ৪র্থ পুত্র। ইনি অধ্যাত্ম রামায়ণ প্রকাশ করেন। তাঁহার পুত্র যজ্ঞেশ্বর ধনশালী ছিলেন। ইঁহার দুই পুত্র, ভুবনচন্দ্র ও বিনোদীলাল—নিঃ। ভুবনচন্দ্র মহেন্দ্র নাথ বসাককে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন। তিনি অগ্নিঋষি গোত্রজ মোহনচাঁদ বসাকের কন্যা স্বর্ণময়ীকে বিবাহ করেন। সেই সূত্রে তাঁহার পুত্রগণ আনন্দময়ী দেবীর পালা দাবী করেন। তাঁহার পাঁচ

পুত্র—১ নন্দলাল, ২ উপেন্দ্রনাথ, ৩ নগেন্দ্রনাথ, ৪ মধুসূদন প্লীডর ছিলেন, ৫ তরণীকান্ত নানা ব্যবসায় করিয়াছিলেন। ইনিই এক্ষণে আনন্দময়ী ঠাকুরাণীর পূজা করেন। নন্দলালের ১ম পুত্র মাণিকলাল এবং উপেন্দ্র নাথের ১ম পুত্র, শরৎ চন্দ্র ড্রাফটম্যানের কার্য্য করেন।

নরহরি বসাক।—নিধিরামের ৫ম পুত্র। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ব্রজকৃষ্ণ; ইঁহার ২য় পুত্র গোপীমোহন, বড়বাজারে তাঁহার নামানুসারে একটী রাস্তা গোপীমোহন বসাক ষ্ট্রীট নামে খ্যাত ছিল। তাঁর চার পুত্র—১ মদনমোহন, ২ কৃষ্ণমোহন—নিঃ, ৩ ললিতমোহন, ৪ হরিমোহন—নিঃ।

মদনমোহন বসাক।—গোপীমোহনের ১ম পুত্র। ইনি ডেপুটী একাউণ্টেণ্ট জেনারেল পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ অফিসে, সহকারী পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল ছিলেন। "রায় বাহাদুর" উপাধি লাভ করিয়া যশোপার্জ্জন করেন। তাঁহার পুত্র বামাচরণ।

হরিমোহন বসাক।—নিধিরামের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁর ১ম পুত্র শ্যামসুন্দর। ইঁহার তিন পুত্র—১ গুরুপ্রসাদ, ২ বৈষ্ণবদাস, ৩ ঠাকুর দাস। গুরুপ্রসাদের দুই পুত্র ছিলেন, দর্পনারায়ণ ও প্রতাপনারায়ণ। দর্পনারায়ণের দুই পুত্র গোবর্দ্ধন ও বেণীমাধব। গোবর্দ্ধন বড়বাজারে গণেশ লাল ভকতের সহিত অংশীদার হইয়া নানা দেশ দেশান্তর হইতে রেশমী, পশমী ও সূতি বস্ত্রাদি আমদানি করতঃ এবং পোষাক পরিচ্ছদ প্রস্তুত করাইয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন। তাঁহার পুত্র প্রমথনাথ পৈতৃক ব্যবসায় করিতেন। বেণীমাধব ঘড়ির ব্যবসায় করেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ফকীর চাঁদ পৈতৃক ব্যবসায় করেন। প্রতাপনারায়ণের দুই পুত্র, রঙ্গলাল ও মন্মথনাথ, ঘড়ি মেরামতির কাজ করিতেন।

ঠাকুরদাস বসাক।—শ্যামসুন্দরের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার ৫ম

পুত্র চন্দ্রমোহন। ইঁহার ১ম পুত্র, প্রসন্ন কুমার। বড়বাজারে বস্ত্র ব্যবসায় করিতেন। তাঁহার ১ম পুত্র সূর্য্যকুমার কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে পোষাক পরিচ্ছদের ব্যবসায় করিতেন।

৭।৩ **আত্মারাম বসাক**।—দেবকীনন্দনের ৩য় পুত্র। তাঁহার দুই পুত্র, চৈতন্যচরণ ও নিতাই চরণ। চৈতন্য চরণের পুত্র সনাতন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ঈশানচন্দ্র। ইঁহার ৩য় পুত্র দ্বারিকানাথ। তাহার দুই পুত্র শশিভূষণ ও রাজেন্দ্রলাল। শশিভূষণ ডাক্তার ছিলেন। তাঁহার পুত্রগণ কেহ গাছ ও বীজের ব্যবসায় কেহ বা দরজীর ব্যবসায় করেন। রাজেন্দ্রলাল এটর্ণী হইয়া আইন-জীবির ব্যবসায়ে বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করেন। নিতাই চরণের চার পুত্র—১ কৃষ্ণমোহন, ২ হলধর—নিঃ, ৩ বিশ্বম্ভর, ৪ রূপচাঁদ—নিঃ। কৃষ্ণমোহনের পুত্র, রাজনারায়ণ কলেক্টর ছিলেন। বিশ্বম্ভরের পুত্র ত্রৈলোক্যনাথ। তাঁহার চার পুত্র—১ কালিদাস শিক্ষক ছিলেন, ২ তুলসীচরণ, ৩ শ্যামলাল নানা ব্যবসায় করিতেন, তাঁহার দুই পুত্র, পুলিনবিহারী ও গিরিজাভূষণ, নূতন বাজারে পিত্তল-কাঁসার বাসনের ব্যবসায় করেন, বৃষ কাষ্ঠেরও ব্যবসা করিয়াছিলেন; ৪ হরিচরণ, ৫ ধর্ম্মদাস নিঃ।

৭।২ **সুখময় বসাক**।—ভরতচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র। তাঁহার ২য় পুত্র কানাইলাল। ইঁহার পুত্র শ্যামাচরণ। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র অক্ষয় কুমার। ইঁহার ২য় পুত্র নিতাই চাঁদ স্যাকরার ব্যবসায় করেন।

৭।৩ * **লালবিহারী বসাক**।—ভরতচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁর ৩য় পুত্র গোরাচাঁদ। ইহার কনিষ্ঠ পুত্র কার্ত্তিকচন্দ্র। তাঁহার পুত্র রঙ্গলাল—নিঃ, ইনি রণুবাবু নামে বিদিত। ধনশালী ছিলেন। লালবিহারীর ষষ্ঠ পুত্র হরেকৃষ্ণ। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মাণিকচাঁদ। ইঁহার ৩য় পুত্র দীননাথ নিঃ, শিক্ষকতা করিতেন।

অলম্বঋষি গোত্রীয় বসাক বংশ।
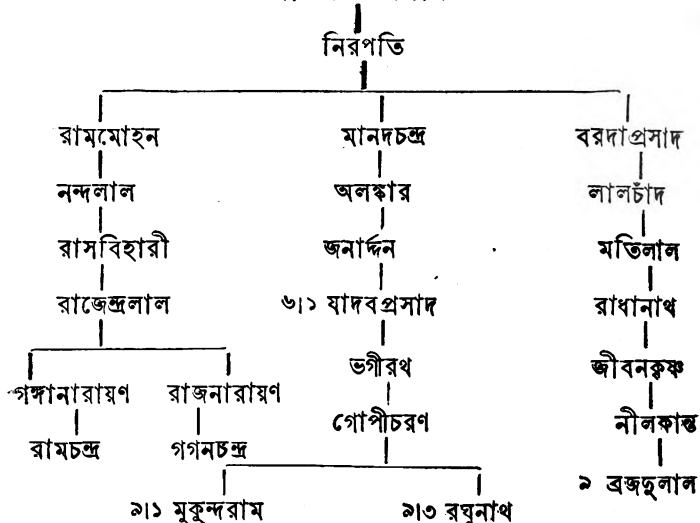
বায়ুপতি বাসক।—১৬৩২ খৃষ্টাব্দে সপ্তগ্রামের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্যকরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে ইনি গোবিন্দপুরের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া সপ্তগ্রাম হইতে উঠিয়া আসিয়া তথায় বসবাস করেন। সুতানুটী হাটে সূত্রের ব্যবসায় করিতেন। ইঁহার পুত্র নিরপতি।

৬।১ **যাদবপ্রসাদ বসাক**।—জনার্দ্দনের প্রথম পুত্র, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ভগীরথ, স্ত্রী দেবকী। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র গোপীচরণ, পত্নী আনন্দময়ী। তাঁর তিন পুত্র—১ মুকুন্দরাম ২ গণেশচন্দ্র ৩ রঘুনাথ।

৯।১ **মুকুন্দরাম বসাক**।—গোপীচরণের প্রথম পুত্র, ইঁহার স্ত্রী কুঞ্জরাণী। তিনি বর্দ্ধমানের রাজা তিলকচাঁদ রায়ের দেওয়ান ছিলেন। "শ্রীশ্রী৺শ্রীধর জীউ" নামে এক নারায়ণ শীলা তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীধরজীউর

সেবার কারণ হাবড়া জেলায়—কদমতলা, রাজপুর, উত্তরবার দফলপুর, ভাষপুর নন্নার এবং হুগলী জেলায়—মণ্ডিলিকা, বরিঝাটি, কলাছড়া, একলকী, খাঁনপুর প্রভৃতি স্থানে জমিদারী অর্পণ করেন। বর্ত্তমানে শ্রীধর জীউর সেবা এবং জমিদারী মুকুন্দরামের বংশধরগণের মধ্যে আছে। মুকুন্দরামের ছয় পুত্র—১ রামমোহন—নিঃ, ২ শ্যামমোহন, ৩ হরিমোহন, ৪ মদনমোহন, ৫ মথুরমোহন, ৬ তিলকচাঁদ—নিঃ।

শ্যামমোহন বসাক।—মুকুন্দরামের দ্বিতীয় পুত্র। ইনি ধনবান ছিলেন। ইহার পুত্র রামগোপাল। তাঁহার পুত্র শিবচরণ। ইহার ১ম পুত্র, লক্ষ্মীনারায়ণ। তাঁহার পুত্র রাধাবল্লভ। তাঁর ১ম পুত্র প্রাণকৃষ্ণ। ইহার তিন পুত্র—১ রাধানাথ, ২ তুলসীচরণ—নিঃ, ৩ গোপাল চন্দ্র। রাধানাথের কনিষ্ঠ পুত্র বিনোদবিহারী কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে "বসাক কোং" নামে মনিহারী ব্যবসা করেন। গোপালচন্দ্রও ঐ ব্যবসা করিতেন। পরে শরৎচন্দ্র ও বৈদ্যনাথ শেঠের সহিত অংশী হইয়া কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে "বসাক শেঠ এণ্ড কোং" নামে বস্ত্র ব্যবসায় খোলেন। বর্ত্তমানে তাঁহার অংশ ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইহার ১ম পুত্র কানাইলাল, পৈতৃক ষ্টেশনারী ব্যবসায় করেন।

হরিমোহন বসাক।—মুকুন্দরামের ৩য় পুত্র। তাঁহার প্রথম পুত্র নবকিশোর। ইহার ২য় পুত্র কৃষ্ণমোহন। তাঁহার ১ম পুত্র বলাই চাঁদ। বড়বাজারে বসাক ষ্ট্রীটে বসবাস করিতেন। তাঁহার বাটী ভগ্নাবস্থায় ছিল বলিয়া উহা ভাঙ্গাবাড়ী নামে খ্যাত। ইহার দুই পুত্র বৈষ্ণবচরণ ও তুলসীদাস। তাঁহারা বড়বাজার খোংরাপটীতে খণ্ড বস্ত্রাদির ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া অর্থশালী হন। বৈষ্ণবচরণের তিন পুত্র—১ শশিভূষণ, ২ গিরিভূষণ, ৩ অরুণভূষণ। তুলসীদাসের পুত্র ললিতমোহন পৈতৃক ব্যবসা করিতেন।

শশিভূষণ, গিরিভূষণ ও অরুণ ভূষণ বসাক।—বৈষ্ণবচরণের

পুত্র। ইঁহারা পৈতৃক ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া উন্নতি লাভ করেন। দেশদেশান্তর হইতে নানা প্রকার জামার কাপড় আমদানি করতঃ কলিকাতার বাজারে বিক্রয় করিয়া ধনশালী হন। অরুণ ভূষণ তেজারতি ব্যবসায় করিয়া প্রভূত ধনশালী হন। ইহারা বড়বাজার হইতে উঠিয়া আসিয়া টিকেপটী (বর্ত্তমান রমেশ দত্ত ষ্ট্রীটে) বসবাস করেন। অরুণ ভূষণের পুত্রগণও পৈতৃক ব্যাবসায় করিতেন। তাঁহারা পৈতৃক জমিদারীর আধ আনা অংশ ভোগদখল করেন।

মথুরমোহন বসাক।—মুকুন্দরামের পঞ্চম পুত্র। মথুরমোহন পরেশমণিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র—১ মাণিকচাঁদ, ২ শোভাচাঁদ, ৩ তারাচাঁদ। মাণিকচাঁদের ১ম পুত্র, প্রাণকৃষ্ণ। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রমণলাল। তাঁহার পুত্র নন্দলাল, ইনি শিক্ষক ছিলেন। শোভাচাঁদ, রাধাকৃষ্ণ বসাকের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার ১ম পুঃ, রাজকৃষ্ণ সামান্য কর্ম্ম করিতেন। ইঁহার পুত্র গৌরদাস। তারাচাঁদের স্ত্রী জয়মণি। তিনি কলিকাতার আদালতে মুনসেফ্ ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র, গঙ্গানারায়ণ ও রামনারায়ণ।

গৌরদাস বসাক।—রাজকৃষ্ণের পুত্র। ১৮২৬ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বড়বাজারে বসবাস করিতেন। ১৮৩৭ অব্দে শিক্ষার্থে হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। তিনি সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১২৪৮ সালে তিনি অগ্নিঋষি গোত্রজ রাধাকৃষ্ণ বসাকের কন্যা লক্ষ্মীমণিকে বিবাহ করেন। তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া প্রথমে বালেশ্বরে কার্য্য করেন, পরে মালদায় কার্য্য করিতেন, পরিশেষে রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া নানা স্থানে কর্ম্ম করেন। স্বজাতির মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে তিনি কলিকাতায় অঃ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট হন। ১৮৬৬ অব্দে বরানগরে স্কুল স্থাপনা করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ছিলেন। তিনি

লণ্ডন ও ইংলণ্ডস্থ দর্শন শাস্ত্র (philological) সোসাইটীর সদস্য এবং রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর সভ্য ও সম্পাদক ছিলেন। বুদ্ধিষ্ট টেক্সট সোসাইটীর সভ্য ও ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটীর এবং ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েসনের সভ্য ছিলেন। প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বহু প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর প্রণেতা ছিলেন। বরেন্দ্রভূমের অন্তর্গত মালদা নিবাসী বারেন্দ্রকুল তন্তুবায়গণের সহিত বিবাহাদি প্রচলন করিবার মানসে ১২৮১ সালে তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন। ইহা তন্তুবণিক সমাজে আন্দোলন হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে সমর্থন হয় নাই। (১) স্বজাতির প্রাচীন ইতিহাসসমূহ কালীঘাট এণ্ড ক্যালকাটা নামক পুস্তিকায় প্রকাশ ও সমালোচনা করিতেন। ক্যালকাটা রিভিউ নামক মাসিক পত্রে প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বহু তথ্য প্রকাশ করিতেন। তাঁহার নিকট স্বজাতির বহু ইতিহাস এবং বংশাবলী সংগ্রহ ছিল। সি, আর উইলসন্ সাহেব ইঁহার নিকট প্রাচীন কলিকাতার ইতিবৃত্ত জানিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, শেঠ-বসাকদিগের ইতিহাসই কলিকাতার ইতিহাস। তাঁহার খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী প্রিয় বন্ধু, মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তকে সময়াসময়ে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিয়া তাঁহার অভাব মোচন করিতেন। পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বালবিধবা বিবাহে তিনিও মত পোষণ করেন। (২) রাজা ঈশ্বর চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও গৌরদাস বসাক প্রমুখ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের চেষ্টায় বেলগেছিয়ায় সর্ব্ব প্রথম নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৮ অব্দে তথায় তাঁহারা রত্নাবলী নাটক প্রথম অভিনয় করেন। গৌরদাস

(১) বরানগর সমাচার, ১লা পৌষ, ১২৮১ সাল। সাপ্তাহিক সমাচার, ৫ই পৌষ ও ৬ঠা মাঘ, ১২৮১ সাল। সোমপ্রকাশ, ৭ই পৌষ, ১২৮১ সাল। সংবাদ প্রভাকর ৯ই পৌষ, ১২৮১ সাল। Indian Mirror 24th, Mar, 1876.

(২) বিদ্যাসাগর—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

মন্ত্রী সৌগন্ধ নারায়ণের অংশ গ্রহণ করেন। (১) সেই দিন বঙ্গদেশের শাসন কর্ত্তা, হাইকোর্টের বিচারপতিগণ, কমিশনার সাহেব প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। গৌরদাসের বাসভবনের সম্মুখের রাস্তাটী গৌরদাস বসাক লেন নামে অদ্যাবধি বিদিত আছে। ১৮৯৯ অব্দে ইহার স্বর্গলাভ হয়। তাঁর পুত্র লালবিহারী।

লালবিহারী বসাক—গৌরদাসের পুত্র। ইনি ১৮৪৮ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতায় অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া অতি প্রশংসার সহিত কার্য্য করায় ১৯১১ খৃষ্টাব্দে মহামান্য সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের তরফে তাঁহার প্রতিনিধি বড়লাট সাহেবের নিকট হইতে প্রশংসাপত্র উপহার পাইয়া বিশেষ সম্মান লাভ করেন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার পদে নির্ব্বাচিত হইয়া ১৮৮১-১৮৯৯ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত একাধিকক্রমে ১৯ বৎসর যাবৎ ৫নং পল্লীর করদাতাগণের সেবা অতি যোগ্যতার সহিত নির্ব্বাহ করায় ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মহামান্য সম্রাজ্ঞী কুইন ভিক্টোরিয়ার তরফে তাঁহার প্রতিনিধি গভর্ণর জেনারেলের নিকট প্রশংসাপত্র উপহারের সহিত সমাদৃত হন। ম্যাকেঞ্জী বিলের প্রতিবাদকল্পে যে ২৮ জন কমিশনার পদত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন এবং বুদ্ধিষ্ট টেক্সট সোসাইটীর সদস্য ছিলেন। তিনি ৪৫ বৎসর যাবৎ জেলা দাতব্য সমিতির একজন উৎসাহী সদস্য ছিলেন। ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সভার প্রারম্ভে তাহাদের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আজীবন জনহিতকর কার্য্যের প্রধান ব্রতী ছিলেন। কলিকাতা কংগ্রেস কমিটীর প্রথমাবস্থায় তিনি নেতাদিগের মধ্যে একজন ছিলেন। কলিকাতা বসাক-সমিতি এবং শেঠ-বসাকাদি সমিতির স্থাপনাবধি তিনি আজীবন সভাপতি ছিলেন। ইহাদের

(১) Letter of Raja Iswar Chandra Singha.

কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺শ্রীধর জীউ ইঁহার বাটীতে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ৮৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১৯৩৬ অব্দে তিনি স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার দুই পুত্র, ললিত বল্লভ ও নিতাই বল্লভ। নিতাই বল্লভের পুত্র গোপেন্দ্র-কৃষ্ণ পৈতৃক জমিদারীর সাড়ে নয় আনা অংশ তত্ত্বাবধান করেন।

রামনারায়ণ বসাক।—তারাচাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার পত্নী পরাণ কুমারী। বজরা-বোট ভাড়া দিয়া ব্যবসায় করিতেন। তাঁহার বাসভবনের সংলগ্ন রাস্তাটী অদ্যাবধি বসাক ষ্ট্রীট নামে বিদিত আছে, যেহেতু তথায় বসাকদিগের বসবাস ছিল। তাঁহার দুই পুত্র গোপালচন্দ্র ও যোগেন্দ্রলাল। গোপালচন্দ্র নবকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। তিনি পৈতৃক জমিদারী তত্ত্বাবধান করিতেন। ১৩১৭ সালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার দুই পুত্র শ্যামলাল ও কৃষ্ণলাল। ইঁহারা হ্যারিসন রোডে পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যবসায় করিতেন। শ্যামলালের পুত্র দ্বিজেন্দ্রলাল বাস ভাড়া দিয়া ব্যবসায় করিতেন। কৃষ্ণলাল জমিদারীর ছয় আনা অংশ তত্ত্বাবধান করেন।

যোগেন্দ্রলাল বসাক।—রামনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি মৌদ্গল্য গোত্রজ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট কমলাকান্ত বসাকের কনিষ্ঠা কন্যা বিরোজা মোহিনীকে বিবাহ করেন। তিনি বজরা-বোট ভাড়া দিয়া পৈতৃক ব্যবসায় করিতেন। তিনি ১৩০৯ সালে স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী ১৩৪৪ সালে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র—১ বিনোদবিহারী, ২ গোষ্ঠবিহারী, ৩ শশিভূষণ—কঃ, ৪ পূর্ণচন্দ্র—নিঃসন্তান, ৫ বিজয়বসন্ত।

বিনোদবিহারী বসাক।—যোগেন্দ্রলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বড়-বাজারে, বসাক ষ্ট্রীটে বসবাস করিতেন। কলত্রিষী গোত্রজ নেপাল চন্দ্র হালদারের জ্যেষ্ঠা কন্যা দুর্গেশনন্দিনীকে বিবাহ করেন। ইনি উকীল হইয়া ছোট আদালতে আইন ব্যবসায় করিতেন।

"বিনোদবিহারী বসাক" নামে চীনাবাজারে ষ্টীলট্রাঙ্ক, ক্যাসবাক্স, স্থটকেশ প্রভৃতির ব্যবসায় করেন। চৌরঙ্গীতে "বি, বোসেক এণ্ড কোং" নামে চুরুটের ব্যবসায় করিতেন। পাথুরিয়াঘাটায় কল-কারখানা স্থাপিত করিয়া ষ্টীলট্রাক, ক্যাসবাক্স প্রভৃতি দ্রব্য উৎপাদন করতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন। তিনি ১৩১৭ সালে স্বর্গ গমন করেন, তাঁহার পত্নী ১৩১৬ সালে পরলোক গমন করেন। তাঁহার দুই পুত্র স্থবলচন্দ্র ও ধীরেন্দ্রনাথ পৈতৃক ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া উন্নতি লাভ করেন। তাঁহাদের পৈতৃক কারখানাটী প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত করিয়া "স্থবল ফাক্টরী" নামে অভিহিত করেন। এতদ্ভিন্ন বালতী নির্ম্মাণের কারবার করিতেন। স্থবলচন্দ্র উকীল হইয়া কিছুদিন ছোট আদালতে আইনজীবির ব্যবসায় করিতেন। বর্ত্তমানে নিজ বাসভবনে কল-কারখানা স্থাপিত করিয়া ইলেক্‌ট্রিকের সরঞ্জমাদি কার্ব্বণ, ব্রাকেট প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া "এস বোসেক এণ্ড কোং" নামে ব্যবসায় করেন। ধীরেন্দ্রনাথ "দি জেনারেল আয়ুর্ব্বেদিক ওয়ার্কস নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতঃ "করুণা" নামে ম্যালেরিয়া জ্বরের পাঁচন প্রস্তুত করিয়া ব্যবসায় করেন।

গোষ্ঠবিহারী বসাক।—যোগেন্দ্রলালের দ্বিতীয় পুত্র। মৌদ্গল্য গোত্রজ বলাইলাল শেঠের ২য়া কন্যা চিকনবালাকে বিবাহ করেন। প্রথমে চুরুটের ব্যবসায় তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁহার অগ্রজ বিনোদ-বিহারীর মৃত্যুর পর তিনি পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করিতেন। ১৩৪৬ সালে স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার চার পুত্র—১ গোকুলচন্দ্র —নিঃ, ২ আকুলচন্দ্র "ইণ্ডিয়ান পাবলিসিটী বুরো" নামে বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যবসায় করিতেন। ৩ কুমারকৃষ্ণ সায়েন্স কলেজ হইতে এম, এস, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সিনিয়র কেমিষ্টের কর্ম্ম করেন; ৪ ধনকুমার কৃষিশিক্ষা লাভ করিয়া খড়গপুরে আবাদ করিতেন।

শশিভূষণ বসাক।—যোগেন্দ্রলালের তৃতীয় পুত্র। আর্যমিশন স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলত্রিষী গোত্রজ নেপালচন্দ্র হালদারের কনিষ্ঠা কন্যা রাধারাণীর পাণিগ্রহণ করেন। কলেজের পাঠ পরিত্যাগ করিয়া, ১৯০৪ অব্দে ব্রজদুলাল ষ্ট্রীটে ষ্টীলট্রাঙ্ক প্রস্তুতের কারখানা, কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথমে, স্থাপিত করেন। প্রথমে ২।১টী লোক লইয়া ট্রাঙ্ক প্রস্তুত করিয়া ব্যবসায় করিতে থাকেন। পরে ইউরোপ হইতে কল-কব্জা ও সরঞ্জমাদি আনয়ন করিয়া কারখানা বিস্তারিত করেন। ক্রমশঃ প্রচুর মাল উৎপাদন করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ, আসাম প্রভৃতি দেশ দেশান্তরে রপ্তানি করিতে থাকেন। জার্ম্মানী হইতে ষ্টীলের চাদর ও সাজ-সরঞ্জমাদি আমদানি করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি সাধন করেন। পরে ওয়াসার (চাকৃতি) ট্রাঙ্কের কল, বালতী প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে থাকেন। পরে "বেঙ্গল আয়ূর্ব্বেদিক ওয়ার্কস নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিয়া "চাঁদ মার্কা পাঁচন" নামে ম্যালেরিয়া জ্বরের ঔষধ প্রস্তুত করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ, আসাম প্রভৃতি ম্যালেরিয়া প্রকোপান্বিত প্রদেশে সর্ব্বসাধারণের যথেষ্ট উপকার সাধন করেন। পাঁচনের কার-বারে প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করেন। গত মহাসমরের সময় ১৯১৪ অব্দে তাঁহার আত্মীয় নগেন্দ্রনাথ শেঠের সহিত অংশী হইয়া "এস, বি, রিভিট কোং" নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিয়া ইউরোপ হইতে কল-কব্জা ও সরঞ্জমাদি আনয়ন করতঃ ভারতে সর্ব্ব প্রথমে রিভিট প্রস্তুত করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্রমোন্নতি কালে বরানগরস্থ পালপাড়ায় রিভিটের কারখানা স্থানান্তরিত হয়। তথাকার রাস্তাটী তাঁহার পিতৃদেবের স্মরণার্থে যোগেন্দ্র বসাক রোড নামকরণ করেন। কিছুদিন পরে নগেন্দ্রনাথ তাঁহার অংশ ছাড়িয়া দেন। এই সময় তথায় লৌহ ঢালাই করিয়া জালকাঁটি উৎপাদন করিতে থাকেন। রিভিটের

একচেটে ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া তিনি প্রভূত ধনোপার্জ্জন করেন। তিনি পেরেক নির্ম্মাণের কলকারখানাও করিয়াছিলেন। প্রথম মহাসমরের শেষে ১৯১৮ অব্দে (১) কুইনাইনের কল-কারখানা স্থাপিত করিয়া কুইনাইন প্রস্তুত করিতে থাকেন। প্রথমে ডক্টর রসিকলাল দত্তের পরামর্শ লইয়া ছিলেন বটে, তাহাতে বিশেষ কার্য্যকরী হয় নাই, পরে ডক্টর সেনের পরামর্শানুযায়ী কুইনাইন উৎপাদনে বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। কারবারটী "কলোনিয়ল কুইনাইন কোং" নামে চলিতে থাকে। তাঁহার ১মা ও ২য়া পত্নী স্বর্গ গমন করিলে, হীরালাল বসাকের একমাত্র কন্যা মেনকাসুন্দরীকে বিবাহ করেন। তিনি শ্যামবর্ণ, শীর্ণকায়, নাতিদীর্ঘ, মিষ্টভাষী, দানশীল, লোকপ্রিয় এবং মিশুক ছিলেন। তিনি 'দত্ত কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ' নামীয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ছিলেন। ৪৩ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ১৩২৮ সালে মধুপুরে ইহলীলা সংবরণ করেন।

পূর্ণচন্দ্র বসাক।—যোগেন্দ্রলালের চতুর্থ পুত্র। ইঁহার ১মা স্ত্রী কাননবালা স্বর্গলাভ করিলে অলঙ্গদঋষি গোত্রজ কাশীশ্বর দত্তের কনিষ্ঠা কন্যা শান্তবালাকে বিবাহ করেন। তিনি অগ্রজ বিনোদ-বিহারীর মৃত্যুর পর তাঁহার কারবার তত্ত্বাবধান করিতেন। পরে স্বয়ং মুর্গিহাটায় ছাতা. ছড়ি, ষ্টীলট্রাঙ্ক প্রভৃতির ব্যবসা-বাণিজ্য করেন। বর্ত্তমানে মাতলায় জমি জমা লইয়া ধান্যের আবাদ করেন।

বিজয় বসন্ত বসাক।–যোগেন্দ্রলালের কনিষ্ঠ পুত্র। আর্য্য-মিসন ইন্‌ষ্টিটিউসন হইতে প্রবেশিকা পাশ করিয়া, স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে পড়িতে থাকেন। তাহা ত্যাগ করিয়া মেডিক্যাল কলেজে প্রায় ৪ বৎসর যাবৎ অধ্যয়ন করেন। তিনি মৌদ্গল্য গোত্রজ বিনয়কৃষ্ণ শেঠের জ্যেষ্ঠা কন্যা কমলারাণীকে বিবাহ করেন।

(১) ভ্রমসংশোধন—পৃঃ, ১০৬, লাঃ, ২৪, ১৯১৫ স্থলে ১৯১৮ লিখিত হইবে।

তাঁহার অগ্রজ শশিভূষণের মৃত্যুর পর তাঁর পত্নী মেনকারাণীর সহিত অংশী হইয়া তাঁহার কারবার পরিচালনা করেন। বরানগরস্থ যোগেন্দ্র বসাক রোডে তাঁহাদের বৃক্ষ-বাটীকায় সুরম্য আবাসবাটী নির্ম্মাণ করতঃ ১৯২৮ অব্দে কলিকাতা হইতে উঠিয়া যাইয়া তথায় বসবাস করেন। ঐ সময়ে "বসাক ফ্যাক্টরী প্রেস" স্থাপন করিয়া বিজ্ঞাপন মুদ্রিত করিতে থাকেন। তিনি নানা দেশে যাইয়া তথ্যানুসন্ধানের পর কুইনাইন ফ্যাক্টরীর আমুল পরিবর্ত্তন করিয়া কুইনাইন উৎপাদনে বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। দ্বিতীয় মহাসমর কালে ভারতে কুলনাইন্ দুস্প্রাপ্য হইলে একমাত্র কলোনিয়ল কুইনাইন কোং, কুই-নাইন ও ফেব্রিফিউর্জ সরবরাহ করতঃ সর্ব্বসাধারণের উপকার করিয়া ধন্যবাদ ভাজন হন। আবাসের সন্নিহিত একটী রাস্তা তাঁহার অগ্রজ শশিভূষণের নামানুসারে, শশিভূষণ বসাক ষ্ট্রীট নামে অভিহিত করিয়া ভ্রাতার স্মৃতি রক্ষা করেন। ১৯৩০ অব্দে "রেডিয়ম্ ল্যাবরে-টরী প্রতিষ্ঠা করিয়া রেডিয়ম স্নো, সুগন্ধি তৈল প্রভৃতি নানা প্রসাধন দ্রব্য উৎপাদন করতঃ ব্যবসায় করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে (১৯৪০-১৯৪৪ খৃঃ অঃ) ইংরাজ সরকার বাহাদুরকে বিভিট সরবরাহ করিয়া প্রীতিভাজন হন এবং যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করেন। যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে বহু অর্থ দান করিয়া ধন্যবাদ ভাজন হন। তাঁহার দুই পুত্র, গণপতি ও ধনপতি। গণপতি বি, এস, সি অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া পৈতৃক কারবার তত্ত্বাবধান করেন।

৯১৩ **রঘুনাথ বসাক।**—গোপীচরণের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার ১ম পুত্র প্রাণকৃষ্ণ। তাঁহার তিন পুত্র—১ চন্দ্রমোহন, ২ গোবিন্দ চন্দ্র, ৩ ব্রজনাথ। গোবিন্দচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র শম্ভুনাথ ডাক্তার ছিলেন। তাঁহার সাত পুত্র—১ হেমেন্দ্রলাল, ২ রতনলাল—নিঃ, ৩ মাখনলাল, ৪ ননীলাল, ৫ মিহিরলাল—নিঃ, ৬ রীপেন্দ্রনাথ, ৭ দেবেন্দ্রনাথ।

মাখনলাল জহরতাদির ব্যবসায় করিতেন। রীপেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্র নাথ প্লাম্বরী ও কন্ট্রাকটরী করেন।

ননীলাল বসাক।—শম্ভুনাথের চতুর্থ পুত্র। তিনি অগ্নিঋষি গোত্রজ কালিচরণ বসাকের কন্যাকে বিবাহ করেন। ইউরোপ হইতে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া আসিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে আইনজীবির ব্যবসায় করিতেন। তন্তু-বণিক সমাজ মধ্যে ইনিই প্রথমে ব্যারিষ্টার হন। পরে বিলাসপুরে আইন ব্যবসায় করিতেন। তন্তুবায় সমিতির সভাপতি ছিলেন। বিলাসপুরে ঘোড়াগাড়ী দুর্ঘটনায় অসুস্থ হইয়া আলমোড়ায় বায়ু পরিবর্ত্তনে যান, তাঁহার দুইটী পুত্র সন্তান রাখিয়া তথায় অকালে ইহলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার দেহ কলিকাতায় সৎকার করা হয়। তিনি অতি সুন্দর পুরুষ ছিলেন।

ব্রজনাথ বসাক।—প্রাণকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র। ইঁহার প্রথম ও চতুর্থ পুত্র কালিকৃষ্ণ ও শ্যামলকৃষ্ণ ডাক্তার ছিলেন।

৯ **ব্রজদুলাল বসাক**।—নীলকান্তের পুত্র। মাথাঘসা গলিতে বসবাস করিতেন। তিনি আমদানি ও রপ্তানি মালের ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রভূত ধনোপার্জ্জন করেন। তাঁহার বাস ভবনের সংলগ্ন হরিবর্দ্ধনের গলিটী, তাঁহার নামানুসারে ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট নামে অদ্যাবধি খ্যাত আছে। তিনি শ্যামপুকুরের জমি শ্যামচাঁদ বসাকের নিকট খরিদ করেন। তথাকার পুষ্করিণীটী বুজাইয়া কুটীর নির্ম্মাণ করেন। ঐ পুকুরটী বহু দিবসাবধি বসাক পুকুর নামে খ্যাত ছিল। এক্ষণে ঐ জমি কলিকাতার ধনকুবের দুর্গাচরণ লাহা খরিদ করিয়াছেন। (১) তাঁহার পুত্র শ্রীনারায়ণ। ইঁহারই পুত্র নীতিসুন্দর।

অলম্বঋষি পর্ব্ব সমাপ্ত

---

(১) A correspondence—Indian Daily News, Oct. 24th, 1887.

অলদ্‌ঋষি গোত্রীয়—বসাক বংশ
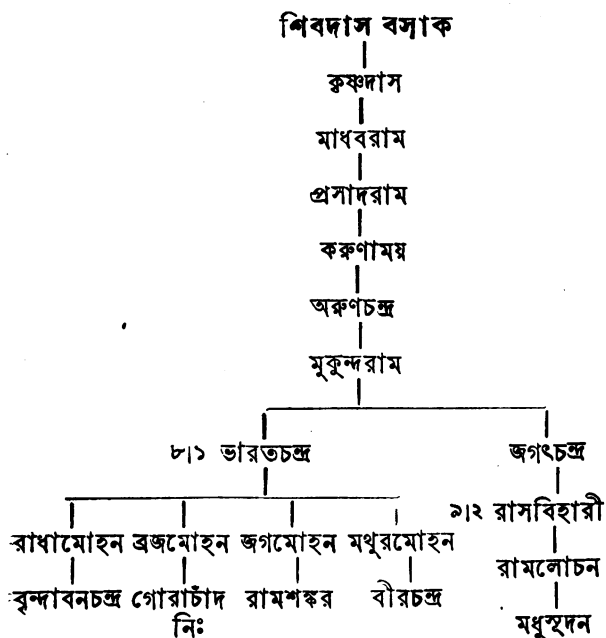
শিবদাস বসাক।—ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমাব্দে প্রয়াগে বসবাস করিতেন। তথায় তিনি বস্ত্র-বাণিজ্য করিতেন। একজন সম্ভ্রান্ত মহাজন নামে বিদিত ছিলেন। এলাহাবাদে নবাব মির্জ্জা মথুসেন বকৃত শিবদাসকে সদাসর্ব্বদা নানা বস্ত্রাদির অর্ডার দিতেন। বঙ্গদেশ হইতে শেঠজী এবং কেশবরাম বসাক ঐ সকল বাণিজ্য সম্ভার তাঁহাকে সরবরাহ করিতেন। ঢাকাই মস্‌লিন এবং নানাপ্রকার শিল্পখচিত বস্ত্রাদি দর্শন করিয়া নবাব সাহেব চমৎকৃত হন, এবং উহা মোগল সম্রাট আকবরের গোচরীভূত করেন। অল্পকাল

মধ্যে শিবদাস "সুব্রাইলুবাস" (অর্থাৎ রাজপরিবারে বস্ত্র সরবরাহক) নিযুক্ত হন। তাঁহার সততা এবং অত্যুৎকৃষ্ট বাণিজ্য সম্ভার পরিজ্ঞাত হইয়া সম্রাট তাঁহাকে সম্মানজনক উপাধি "বাবু" এবং বু-শাখ খিলাত অর্পণ করিয়া সমাদৃত করেন। সিরাজদ্দৌলার সময়ে "বাবু" একটী সম্মানজনক উপাধি ছিল। চুচুড়ার শ্যামাচরণ সোম ও কলিকাতার মুক্তারাম, বাবু উপাধিতে সমাদৃত হন। এইরূপে যশোলাভ করিয়া শেঠ-বসাক দিগের এজেন্সি ভবিষ্যৎ উন্নতির সোপানে অধিরূঢ় হয়। মোগল সরকার তাঁহাদের সৈন্য-সামন্তগণের পোষাক পরিচ্ছদের জন্য সদাসর্ব্বদা তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতেন। ঐ সকল পোষাক পরিচ্ছদের উপযোগী রেশমী বস্ত্রাদি তাঁহারা ইউরোপ, চীন প্রভৃতি স্থান হইতে আমদানী করিয়া ভাণ্ডার পরিপূর্ণ রাখিতেন। শিবদাসের পারসী এবং উর্দ্দু ভাষায় অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি অতি সদাশয়, চরিত্রবান, সত্যনিষ্ঠ, সদালাপী এবং দানশীল ছিলেন। তাঁহার বাসভবনের সন্নিকটে সদাব্রত স্থাপন করিয়া গরীব-দুঃখীগণকে ভোজন করাইতেন। প্রয়াগে কুম্ভমেলা এবং কল্পবাস উপলক্ষে সাধু-সন্ন্যাসীদিগকে ও তীর্থ-যাত্রীগণকে অন্ন বস্ত্র দান করিয়া তাহাদের অভাব মোচন করিতেন। বন্ধুবর্গ এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তীর্থাদি যাইবার সময়ে যাঁহারা তাঁহার আশ্রয়ে যাইতেন, তিনি তাঁহাদিগকে সাদর সম্ভাষণে এবং ভূরি-ভোজনে আপ্যায়িত করিয়া কৃতার্থ হইতেন। দিল্লী এবং এলাহাবাদের বিভিন্ন রাজদরবারে যথেষ্ট রাজসম্মান লাভ করেন। এমন কি সর্ব্ব-সাধারণের নিকটও সমাদৃত হইতেন। তাঁহার পুত্র কৃষ্ণদাস।

কৃষ্ণদাস বসাক।—প্রয়াগে বসবাস করতঃ পৈতৃক ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করিয়া মোগল রাজদরবারে পিতার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র মাধবরাম।

মাধবরাম বসাক।—তিনিও প্রয়াগে বসবাস করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করিতেন। তাঁহার পুত্র প্রসাদ-রামকে রাখিয়া অল্প বয়সে লোকান্তর গমন করেন।

প্রসাদরাম বসাক।—তাঁহার পিতা পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পরিবারবর্গ শিশুপুত্র, প্রসাদরামকে লইয়া প্রয়াগ হইতে উঠিয়া আসিয়া সপ্তগ্রামের অন্তর্গত হলদিপুরে বসবাস করেন। তথায় তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি ঘাটাল ও শান্তিপুরে জমি জমা লইয়া নীল ও রেশমের কুঠী স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র করুণাময়।

করুণাময় বসাক।—তিনি ঘাটাল ও শান্তিপুরে নীল ও রেশমের কুঠী পরিচালনা করিতেন। সুতানটী হাটে বাণিজ্যার্থে সদাসর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন। তথাকার শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া হলদিপুর হইতে উঠিয়া আসিয়া গোবিন্দপুরে বসবাস করেন।

অরুণচন্দ্র বসাক।—করুণাময়ের পুত্র গোবিন্দপুরে বসবাস করিতেন। তথায় বস্ত্র বয়নের ও সূত্র নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপিত করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রসারলাভ করেন। তাঁহার পুত্র মুকুন্দরাম।

মুকুন্দরাম বসাক।—গোবিন্দপুরে বসবাস করিয়া পৈতৃক ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করিতেন। ঘাটালে রেশমের কুঠী তত্ত্বাবধান করিতেন। এই সময়ে গরগোবিন্দপুর হইতে বস্ত্র বয়নের কার্য্যালয় এবং বাস স্থানান্তরিত করিবার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ দেন। মুকুন্দরাম সূতানুটী গ্রামের অন্তর্গত গরাণহাটা অঞ্চলে বিস্তর জমি জমা লইয়া আবাস নির্ম্মাণ করেন। গোবিন্দপুর হইতে পরিবারবর্গকে লইয়া উঠিয়া আসিয়া তথায় বসবাস করেন. এবং সূতানুটীতে বস্ত্র বয়নের কার্য্যালয় স্থাপিত করেন। নূতন স্থানে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতে কিছুদিন অতিবাহিত হয়। তাঁহার দুই পুত্র. ভারতচন্দ্র ও জগৎচন্দ্র।

৮।১ **ভারতচন্দ্র বসাক**।—মুকুন্দরামের প্রথম পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার পদমর্য্যাদা স্থাপন করিতে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেন। ঘাটালে পৈতৃক নীল ও রেশমের কুঠীসমূহ বিস্তারিত করিয়া ব্যবসা-বণিজ্যে উন্নতি সাধন করেন। তিনি সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার পুত্রগণকে ইংরাজী শিক্ষা দেন; ইংরাজী বাঙ্গালা ও পারসী শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষক নিযুক্ত করেন। স্বজাতীয় বণিকবর্গকে বাণিজ্য ব্যাপারে পরামর্শ দান করিতেন। সমাজ তাঁহাকে অতি সমাদর করিতেন। তিনি পূর্ব্বপুরুষদের ন্যায় ধর্মপরায়ণ ছিলেন এবং গরীব-দুঃখীগণকে সাহায্য করিয়া তাঁহাদের অভাব মোচন করিতেন। তিনি লোকপ্রিয় এবং দানশীল ছিলেন। তাঁহার চার পুত্র—১ রাধামোহন, ২ ব্রজমোহন, ৩ জগমোহন, ৪ মথুরমোহন।

জগৎচন্দ্র বসাক।—মুকুন্দরামের কনিষ্ঠ পুত্র। পৈতৃক ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া ধনশালী হন। তাঁহার তিন পুত্র—১ মদনচন্দ্র, ২ রাসবিহারী, ৩ বনবিহারী।

রাধামোহন বসাক।—ভারতচন্দ্রের প্রথম পুত্র। ইনি ধনাঢ্য ছিলেন। বিদ্যানুরাগী ও দানশীল ছিলেন। কর্ম্মকুশলতার গুণে এবং বিচক্ষণ বুদ্ধিবলে প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিয়া যশোলাভ করেন। তিনি বর্দ্ধমান রাজষ্টেটে বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া রাজা একখণ্ড জমি উপহার দেন। স্বসমাজে সমাদৃত হইতেন। খড়দহ নিবাসী কুলগুরু গোস্বামী মহাপ্রভুকে সময়ে সময়ে প্রচুর অর্থ দান করিয়া শ্যামসুন্দর জীউর নিয়ম সেবা করিতেন। কেহ কেহ বলেন রাধাবাজার ইহার নামানুসারে বিদিত হয়। তাঁহার পাঁচ পুত্র—১ বৃন্দাবনচন্দ্র, ২ নিতাইচাঁদ, ৩ নারায়ণচাঁদ,—নিঃ, ৪ রামগোবিন্দ, ৫ রামতনু।

ব্রজমোহন বসাক।—ভারতচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি বিদ্যা-

সুরাগী, ধনবান এবং দানশীল ছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে যশোলাভ করেন। তাঁহার দুই পুত্র—গোরাচাঁদ—নিঃ ও হরমোহন। (১)

জগমোহন বসাক।—ভারতচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র। তিনিও বিদ্যোৎসাহী, ঐশ্বর্য্যশালী এবং দানশীল ছিলেন। তিনি তাঁহার বাটীতে (বর্ত্তমান ওরিয়েণ্টেল সেমিনরী বাটীতে) একটি মক্‌তাব্‌খানা (বিদ্যালয়) স্থাপন করিয়া ইংরাজী শিক্ষক, জ্ঞানবান পণ্ডিত এবং সুদক্ষ মৌলবী নিযুক্ত করেন। ইহাই কলিকাতায় বিদ্যালয়ের প্রথম অঙ্কুর উদ্ভূত হয়। বহু অর্থ ব্যয়ে একটি পুস্তকাগার (লাইব্রেরী) স্থাপিত করেন। তথায় বহু সংস্কৃত গ্রন্থ, পারসী লিপী এবং অন্যান্য বহু পুস্তকাবলী সংগৃহীত ছিল। প্রথমে তিনি ঘাটালে নীল ও রেশমের পৈতৃক কুঠীসমূহ তত্ত্বাবধান করিতেন। পরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র নিতাইচাঁদের উপর ভারার্পণ করিয়া, তিনি কলিকাতায় ইংরাজ টোলায় (সম্ভবতঃ রাধাবাজারে) এক সওদাগরী অফিস খোলেন। ভারতে নবাগত সিভিলিয়ানগণ তথায় আশ্রয় লইতেন। তিনি তাঁহাদের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতেন। জগমোহন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, কৃষ্ণমোহনের উপর অফিসের ভারার্পণ করতঃ, তাঁহার মাতাঠাকুরাণীকে লইয়া গয়া, কাশী প্রভৃতি তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হন। ঐ সময়ে বৃন্দাবন এবং জয়পুরে দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে বহু অর্থ দান করিয়া ইংরাজ সরকারের ধন্যবাদ ভাজন হন। তিনি দেবতা স্থাপন মানসে জয়পুর হইতে বলদেব ঠাকুর ক্রয় করেন। ইতিমধ্যে তাঁহার অগ্রজ রাধামোহন স্বর্গলাভ করেন। এরূপ অশুভ সংবাদ পাইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, তাঁহার প্রতিবাসী নিমাইচাঁদ গোস্বামীকে ঐ বলদেব বিগ্রহ অর্পণ করেন। উহা তাঁহার বংশ

(১) ভ্রম সংশোধন—তন্তুবায় সমিতি হইতে প্রকাশিত বংশাবলীতে ব্রজমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র নীতিসুন্দর না হইয়া অলম্বঋষি (অলম্বৃষী) গোত্রে শ্রীনারায়ণের পুত্র হইবে।

মধ্যে অদ্যাপি প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং পর্ব্বোৎসবে বহু সমারোহ হয়। ইংরাজ সরকারের লবণ প্রভৃতি কতিপয় ভারোৎপন্ন দ্রব্যাদির ব্যবসা-বাণিজ্য একচেটে করিবার কালে, জগমোহন ক্ষীরপাই বাণিজ্য কুঠীতে দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। কিছুকাল পরে স্যার জন সোর ভারতবর্ষে গভর্ণর জেনারেল হইয়া আসিয়া তাঁহাকে তাঁহার দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন। সে সময়ে দেশীয় লোকের পক্ষে দেওয়ান পদ অতি গৌরবান্বিত ছিল। বার্দ্ধক্যতাবশতঃ অল্পকাল মধ্যে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার চার পুত্র—১ কৃষ্ণমোহন ২ বলরাম, ৩ গোপালচন্দ্র, ৪ রামশঙ্কর।

মথুরমোহন বসাক।—ভারতচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি বিদ্বান, ধনবান এবং দাতা ছিলেন। লবণের এজেন্সী স্থাপিত হইলে তথায় তিনি কর্ম্ম করেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র—১ কানাইলাল, ২ বীরচন্দ্র, ৩ গঙ্গারাম, ৪ বিষ্ণুদেব, ৫ শ্যামচাঁদ। ইঁহারাও লবণের এজেন্সীতে কাজ কর্ম্ম করিতেন।

বৃন্দাবন চন্দ্র বসাক।—রাধামোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি ধনবান, দয়াবান, সদাশয় এবং সমাজ মধ্যে মাননীয় ব্যক্তি ছিলেন। সমাজে পাঁচ ঘর দলপতি মধ্যে তিনি অন্যতম। তিনি ধনবান শ্রেষ্ঠীবংশে প্রথমে বিবাহ করিয়া সমাদর লাভ করেন। গভর্ণমেণ্ট এক্সপোর্ট ওয়ার হাউসে তিনি সেরেস্তাদার ছিলেন। তথাকার দেওয়ান নামে খ্যাত ছিলেন। ইনি মৌদ্গল্য গোত্রীয় যাদবিন্দু শেঠের সহিত অংশী হইয়া রপ্তানি মালের কারবার করিতেন। বহু জমিদারী ও তালুক খরিদ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ওরিয়েণ্টেল সেমিনারী বাটীতে তাঁহার কাছারী বসিত। ভদ্রাসন বাটী হইতে তথায় গমনকালে, পদতলে শালু বস্ত্র বিছাইয়া দেওয়া হইত। তাঁহার বাস-ভবনে প্রথমে যদু পণ্ডিতের বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে

উহা দরজীপাড়ায় স্থানান্তরিত হয়। বাসভবনের মধ্য দিয়া একটি রাস্তা বাহির হইয়া তাঁহার নামানুসারে বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট নামে অত্যাপি বিদিত। তাঁহার বৃহৎ বাটীটি অত্যাপি বড়বাড়ী নামে খ্যাত। তাঁহার তিন পুত্র—১ গোলকচন্দ্র, ২ মধুসূদন তমলুক লবণ এজেন্সীতে সেরেস্তাদার ছিলেন; ৩ কৃষ্ণমোহন।

নিতাই চাঁদ বসাক।—রাধামোহনের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি ঘাটালে নীল ও লবণের কুঠি তত্ত্বাবধান করিয়া পৈতৃক ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন। তাঁহার দুই পুত্র—উদয়চাঁদ ও লালচাঁদ।

রামগোবিন্দ বসাক।—রাধামোহনের ৪র্থ পুত্র। ইনি সুতানুটী হাটে সূত্রের ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন। মুক্তার ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া প্রভূত ধনশালী হন। কলিকাতা সহরের পূর্ব্বদিকে বাদায় প্রায় দুই সহস্রাধিক বিঘা জমিদারী ইঁহার অধীনে ছিল। সমুদ্রের সহিত সংযোগ থাকায় উহা লবণ সমুদ্র নামে খ্যাত। ইহাতে প্রচুর মৎস্যের চাষ হয়। ইঁহার পাঁচ পুত্র—১ জীবনকৃষ্ণ, ২ শ্রীকৃষ্ণ, ৩ হরেকৃষ্ণ—নিঃ, ৪ জয়কৃষ্ণ—নিঃ, ৫ রাজকৃষ্ণ—নিঃ।

গোলক চন্দ্র বসাক।—বৃন্দাবনচন্দ্রের ১ম পুত্র। সদর দেওয়ানি আদালতে খাজাঞ্চি ছিলেন। তাঁর পুত্র শিবচন্দ্র, তিনিও সদর দেওয়ানি আদালতে খাজাঞ্চির কর্ম্ম করিতেন। ইহার ১ম পুত্র গৌরগোপালও সদর দেওয়ানি আদালতে খাজাঞ্চি ছিলেন। তাঁহার ১ম পুত্র প্রমথনাথ। তাঁর ছয় পুত্র—১ লালবিহারী, ২ বিনোদবিহারী ৩ বিপিনবিহারী, ৪ গোষ্ঠবিহারী—নিঃ, ৫ দুর্ল্লভচন্দ্র, ৬ বিশ্বনাথ। ইঁহারা ধনশালী ছিলেন। বরানগর খাসবাগানে বসবাস করেন।

উদয়চাঁদ বসাক।—নিতাইচাঁদের প্রথম পুত্র। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র প্যারীমোহন। ইঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রাজনারায়ণ। তিনি বড়বাজারে খণ্ড বস্ত্রাদির ব্যবসায় স্থাপিত করেন। তাঁহার পুত্র গৌরহরি,

উহা "গৌরহরি বসাক" নামে পরিচালনা করেন। তাঁহার দুই পুত্র—লক্ষ্মণচন্দ্র ও বিনোদবিহারী পৈতৃক বস্ত্র ব্যবসায় করিতেন।

জীবনকৃষ্ণ বসাক।—রামগোবিন্দের প্রথম পুত্র। পৈতৃক মুক্তার ব্যবসায় করিতেন। পারস্য উপসাগর হইতে মুক্তা আসিবার সময় কয়েকখানি জাহাজ ডুবি হওয়ায় ব্যবসায় লোকসান যায় এবং উঠিয়া যায়। ইঁহার দুই পুত্র, নবকুমার ও বনমালী। ইঁহারা একটি অতি বৃহৎ মুক্তাকে লক্ষ্মীস্বরূপে পূজা করিতেন। বনমালীর পুত্র গোপালচন্দ্র। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শম্ভুলাল, কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক মৌদ্গল্য গোত্রজ গোবিন্দলাল শেঠের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার প্রথম পুত্র কালীপদ হেয়ার স্কুল হইতে যশের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হন। পরে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি, এস, সি পাশ করিয়া প্রিনসেপ ষ্ট্রীটে "বসাক এণ্ড বসাক" নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করেন। ইউরোপ হইতে ইলেকট্রিকের সাজ-সরঞ্জমাদি আমদানি করতঃ কার্ব্বণ প্রভৃতি প্রস্তুতাদি করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন। তিনি ব্রাহ্ম কুমারীগণের সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। কারবারের উন্নতিকালে কালীপদ পরলোক গমন করিলে তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী উহা তত্ত্বাবধান করেন। শম্ভুলালের দ্বিতীয় পুত্র তারাপদ "জিনিথ ইঙ্ক এণ্ড গাম প্রডাক্টস্ কোং" নামে এক কারবার করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বসাক।—রামগোবিন্দের দ্বিতীয় পুত্র। ইঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কালাচাঁদ। তাঁহার ছয় পুত্র—১ অমৃতলাল, ২ ব্রজেন্দ্রলাল, ৩ সূর্য্যকুমার, ৪ বিহারীলাল, ৫ গোবর্দ্ধনলাল, ৬ পূর্ণচন্দ্র—নিঃসন্তান। বিহারীলালের ১ম ও কনিষ্ঠ পুত্র, সতীশচন্দ্র ও হেমচন্দ্র, দুগ্ধ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিয়াছিলেন। গোবর্দ্ধনলালের প্রথম পুত্র, ললিতমোহন বায়োস্কোপ করিতেন। পূর্ণচন্দ্র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।
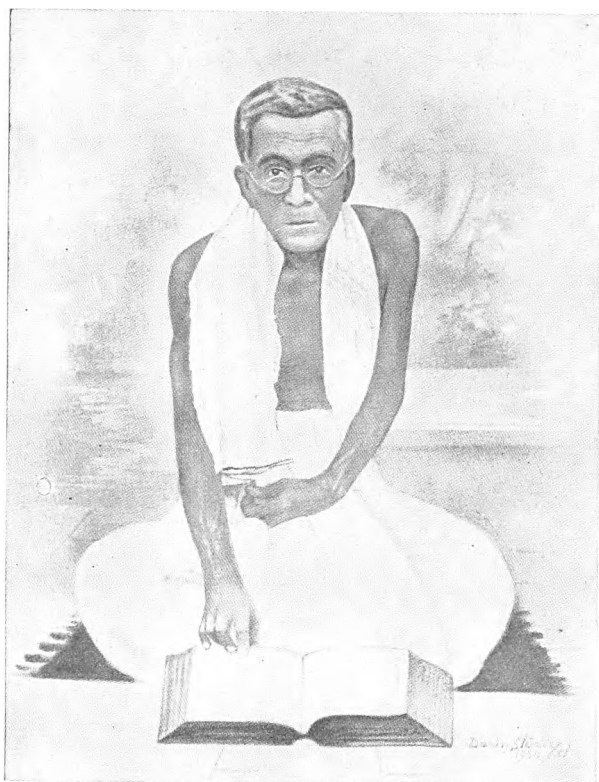
ডাক্তার ৺সনাতন বসাক, এল, এম, এস্

মৃত্যু—২২শে জানুয়ারী ইং ১৯০৬ খৃঃ

কাশ্যপ গোত্রীয় ৺শিবচন্দ্র বসাকের তৃতীয় পুত্র ডাক্তার ৺সনাতন বসাক ময়মনসিং সরকারী হাসপাতালের এ্যাসিষ্টেণ্ট সার্জ্জেন ছিলেন। তিনি তিন পুত্র (ডাক্তার ৺মধুসূদন, উকিল ৺যদুনাথ ও শ্রীমনমোহন বসাক) ও দুই কন্যা রাখিয়া ৬২ বৎসর বয়সে ৬৯।১ বিডন ষ্ট্রীটস্থ পৈতৃক ভবনে (সেকালে ঝাউবাড়ী নামে খ্যাত) পরলোক গমন করেন।

রামতনু বসাক।—রাধামোহনের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার পাঁচ পুত্র—১ আনন্দচন্দ্র, ২ তিলকচন্দ্র—নিঃসন্তান, ৩ রামকৃষ্ণ, ৪ কৃষ্ণকান্ত, ৫ প্রাণকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণের পুত্র গোপীকৃষ্ণ। তাঁহার ২য় পুত্র দয়ালচাঁদ। তাঁহার প্রথম পুত্র মন্মথনাথ, বস্ত্র বাণিজ্য শিক্ষার্থে তাঁহার মাতামহ রাধাকৃষ্ণ দত্ত কর্ত্তৃক প্রথমে বোম্বাই প্রেরিত হন। তথা হইতে গভর্ণমেণ্ট বৃত্তিলাভ করিয়া তিনি ম্যানচেষ্টারে ও লণ্ডনে যাইয়া বস্ত্রাদি শিল্প বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া আসেন। দয়ালচাঁদের পঞ্চম পুত্র সুরেন্দ্রলাল ডাক্তার হইয়া বিলাসপুর জেলায় কাজ-কর্ম্ম করেন। গোপীকৃষ্ণের ৪র্থ পুত্র কুঞ্জবিহারী কাঁকুড়গাছিতে "নুরজাহান নার্শরী" নামে গাছ ও বীজের এবং ফুলের ব্যবসায় করিতেন। প্রাণকৃষ্ণের পোষ্য পুত্র মহেন্দ্রনাথ তাঁহার চিনির আড়ৎ ছিল। জাভা হইতে চিনি আমদানি করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন, হঠাৎ বাজার নামিয়া যাওয়ায় ব্যবসায় উঠিয়া যায়। তিনি ১২৮১ সালে সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার কন্যার বিবাহ বিভিন্ন সমাজে, মালদহ নিবাসী রাধারমণ হালদারের সহিত দেন। ইহাতে গৌরদাস প্রমুখ সমাজ শীর্ষক ব্যক্তিবর্গ সহায়তা করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে সমর্থিত না হওয়ায় তিনি একঘ'রে হন।

গোরাচাঁদ বসাক।—ব্রজমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। গভর্ণমেণ্ট ট্রেজারীতে প্রধান খাজাঞ্চী (দেওয়ান) ছিলেন। তাঁহার (বর্ত্তমান ওরিয়েণ্টেল সেমিনরী) বাটীটী মাসিক ৮০৲ টাকা ভাড়ায় লইয়া ১২২৩ সালে ইং ১৮১৭ অব্দে হিন্দুস্কুল প্রথম স্থাপিত হয়। দেশবাসীর আর আনন্দের সীমা রহিল না। গোরাচাঁদ বসাক, রাধাকৃষ্ণ বসাক, টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র) এবং অপরাপর কতিপয় বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিবর্গ শিক্ষা কমিটীর সদস্য হন। ১২৩০ সালে কলেজ ষ্ট্রীটে হিন্দুস্কুল নির্ম্মাণের উদ্যোগ আয়োজন হইলে রাধাকৃষ্ণ বসাক দুই হাজার টাকা এককালীন দান করেন। অন্যান্য

ব্যক্তিবর্গও তদনুরূপ চাঁদা দিয়া ঐ ভবন নির্ম্মাণে সাহায্য করেন। পরে গোরাচাঁদের বাটী হইতে ঐ নবনির্ম্মিত বাটীতে হিন্দুস্কুল উঠিয়া যায়। কিছুদিন পরে গোরাচাঁদের বাটীতে গৌরমোহন আঢ্যের বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, যাহা পরে ওরিয়েণ্টেল সেমিনরী নামে বিদিত। ব্রজমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র হরমোহন সেরেস্তাদার ছিলেন।

কৃষ্ণমোহন বসাক।—জগমোহনের প্রথম পুত্র। বর্দ্ধমান জজ কলেক্টরের দেওয়ান ছিলেন। পিতার অফিসে কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন। তথায় সিভিলিয়নগণ তাঁহাকে সমাদর করিতেন। তাঁহার সহোদর বলরামের সহায়তায় বহু অর্থ ব্যয়ে তিনি একটি অফিস খুলিয়া তেজারতি ব্যবসায় করিতেন। বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তিনি জমিদার এবং তালুকদারগণকে খাজনা দানে অর্থ সাহায্য করিয়া পরিত্রাণ করিতেন। কর্ম্মপ্রার্থীদিগকে নানাস্থানে কর্ম্ম করিয়া দিয়া তাঁহাদের ধন্যবাদ ভাজন হন। তিনি অক্লান্তকর্ম্মী, উৎসাহী, লোকপ্রিয় এবং অমায়িক ছিলেন। পিতার জীবদ্দশায় পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্র অদ্বৈতচাঁদ—নিঃ, ইনি পারসী, আরবী এবং ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। সিভিলিয়নদিগকে আর্য্য ভাষা শিক্ষাদান করিতেন। ইংরাজ দরবারে নিমন্ত্রণে যাইয়া মহা-সমাদর লাভ করিতেন। বর্দ্ধমান জজ কলেক্টরের দেওয়ান ছিলেন।

বলরাম বসাক।—জগমোহনের দ্বিতীয় পুত্র। তাঁহার অগ্রজ কৃষ্ণমোহনের অফিসে কর্ম্ম করিতেন। পিতা ক্ষীরপাই বাণিজ্য কুঠি হইতে অবসর গ্রহণ করিলে, তথায় দেওয়ান হন। তাঁহার পুত্র কমললোচন, রসিকলাল তাঁহার পোষ্য পুত্র—নিঃসন্তান।

গোপালচন্দ্র বসাক।—জগমোহনের তৃতীয় পুত্র। তিনি সর্ব্ব বিদ্যা-বিশারদ এবং উৎসহী যুবক ছিলেন। বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের

সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় ছিল। তিনি জঙ্গীলাট লর্ডলেকের দেওয়ান ছিলেন। পরে অন্যান্য সেনাপতিগণের দেওয়ান হইয়া সদাসর্ব্বদা তাঁহাদের শিবিরে থাকিয়া রাষ্ট্রনৈতিক কার্য্যকলাপ পরিচালনা করিতেন। তাঁহাকে পারসী দ্বিভাষীর কার্য্য করিতে হইত। ইঁহার পুত্র রাজকিশোর—নিঃ, পিতার জীবদ্দশায় মৃত্যু হয়।

রামশঙ্কর বসাক।—জগমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি পারসী পরীক্ষায় অতি যশের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া স্থলেখক হন এবং ইংরাজী ও অন্যান্য ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণমোহনের নিকট ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষালাভ করেন। পিতা কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে, তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল স্যার জন সোরের দরবার অফিসের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে মহীশূরের টীপু স্থলতানের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহে এবং অযোধ্যার নবাব উজির সাদৎউল্লা খাঁর সহিত সন্ধি আলোচনায় ও অন্যান্য রাজন্যবর্গের রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে পারসী ভাষায় গোপনীয় পত্রসমূহ তদানীন্তন লাটসাহেব মারকুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লিকে বুঝাইয়া দিতে হইত। তাহার জন্য তিনি স্বতন্ত্র বেতন পাইতেন। আবশ্যক বোধে পারসী ভাষায় উত্তর লিখিয়াও দিতেন। ক্রমশঃ উন্নতির সোপানে আরূঢ় হইয়া পরবর্ত্তী বড়লাট সাহেব মারকুইস অব কর্ণওয়ালিস্, আরল্ অব্ মিণ্টো প্রভৃতি রাজপ্রতিনিধিগণের দেওয়ানী কার্য্য করিয়া যশোপার্জ্জন করেন। তিনি লাট সাহেবের সহিত পশ্চিমাঞ্চলে গমন করিয়া দরবারে রাজন্যবর্গের আভিজাত্যানুসারে খিলাত ও উপঢৌকন সমূহ নির্ব্বাচন করিতেন। অযোধ্যার নবাব রাজা খেতাব পাইবার সময়ে, রামশঙ্করের কর্ম্মকুশলতা বড়লাট বাহাদুরের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কাউনণ্টেস অব্ লান্সডাউন পরিবার মধ্যে তিনি বন্ধুভাবে সমাদৃত হইতেন। এই সকল কার্য্যকলাপে তিনি লর্ড আমৃহার্ষ্ট ও লর্ড বেণ্টিকের

প্রীতিভাজন হন। ১৮২৭ অব্দে দিল্লীর দেওয়ানীখাস দরবারে দ্বিতীয় আকবরের সহিত লর্ড আমহার্ষ্টের প্রতি সাক্ষাৎকার সময়ে রামশঙ্কর ও তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীনারায়ণ তাঁহার সহিত গমন করিয়াছিলেন। তথায় দিল্লীশ্বর রামশঙ্করকে স্বর্ণের ঘড়ি, চেন ও অঙ্গুরী প্রভৃতি পারিতোষিকের সহিত খিলাত অর্পণ করিয়া সমাদৃত করেন। এইরূপ বহু রাজসম্মান তিনি লাভ করিয়াছিলেন। দেশীয় রাজন্যবর্গের ভোজে তিনি প্রায়ই যোগদান করিয়া বন্ধুভাবে আমোদ-প্রমোদ করিতেন। রামশঙ্কর স্যার জন সোরের সময় হইতে আরল্ অব্ অক্ল্যাণ্ডের সময় (১৭৯৩-১৮৪২ খৃঃ অঃ) পর্য্যন্ত ৪৯ বৎসর যাবৎ দেওয়ানী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইউরোপে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে তিনি কাশ্মিরী শাল, আলোয়ান প্রভৃতি সরবরাহ করিতেন। দেবালয় এবং মস্‌জিদের সম্মুখ দিয়া লাটসাহেবের গমন কালে, তিনি তাঁহার নিকট ভেট আদায় করিয়া দিয়া মন্দির ও মস্‌জিদের সম্মান রক্ষা করিতেন। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডটী খড়দহের শ্যামসুন্দর জীউর মন্দিরের উপর দিয়া যাইবার পরিকল্পনা হয়, রামশঙ্কর মারকুইস অব্ ওয়েলেস্‌লিকে অনুরোধ করিয়া উহা সরাইয়া দেন। তিনি চরিত্রবান এবং দয়াবান ছিলেন। একজন প্রভাবশালী দেওয়ান ও অসাধারণ রাজনৈতিক এবং সৎকার্য্যে উৎসাহী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র—১ রাজনারায়ণ—নিঃ, ২ রূপনারায়ণ, ৩ শ্রীনারায়ণ। তাঁহার কন্যা হরসুন্দরীর বিবাহ অগ্নিঋষি গোত্রজ জয়কৃষ্ণ বসাকের সহিত হয়। হরসুন্দরীর কন্যা হীরামণির বিবাহ আলম্ব্যায়ন গোত্রজ সুরলের কৃষ্ণমোহন বসাকের সহিত হয়। তাঁহার সহিত মামলা-মোকদ্দমা করিয়া রামশঙ্কর সর্ব্বস্বান্ত হন। রাজনারায়ণ গভর্ণমেণ্ট হাউসে পিতার ডেপুটী ছিলেন। লাটসাহেব বাহিরে যাইলে তাঁহার সহকারী সভাপতির দেওয়ানী কর্ম্ম করিতেন। পরে তিনি কলেক্টর

অফিসে দেওয়ান হন। রূপনারায়ণ কলেক্টর অফিসে খাজাঞ্জি ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র—প্রেমচাঁদ ও মুরারীচাঁদ।

শ্রীনারায়ণ বসাক।—রামশঙ্করের কনিষ্ঠ পুত্র। বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটে বসবাস করিতেন। মৌদ্গল্য গোত্রীয় পীতাম্বর শেঠের জ্যেষ্ঠা কন্যা গৌরমণিকে বিবাহ করেন। গৌরমণি পিতার উত্তরাধিকারী সূত্রে গোপীনাথ জীউর প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে সেবা করিতেন। তিনি আলম্ব্যায়ন গোত্রজ স্বরলের কৃষ্ণমোহন বসাকের অবর্ত্তমানে তাঁহার কুলদেবতা লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর সেবা করিতেন। শ্রীনারায়ণ অতি অল্প বয়সে ১৮২৬ অব্দে লর্ড আম্‌হার্ষ্টের প্রাইভেট সেক্রেটারীর সহকারী সম্পাদক হন। ১৮৩৭ অব্দে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড তাঁহাকে তাঁহার পিতার দেওয়ানী পদে অভিষিক্ত করেন। লর্ড এলিনবরা ও লর্ড হার্ডিঞ্জের দরবারে তিনি প্রায়ই ঘড়ি, চেন প্রভৃতি নানা পারিতোষিকের সহিত খিলাত প্রাপ্ত হইয়া রাজসম্মান লাভ করিতেন। ১৮৫০ অব্দে লর্ড ডালহাউসী তাঁহাকে লাহোরের দরবারে "রায় বাহাদুর" উপাধি অর্পণ করিয়া সমাদৃত করেন। ১৮৫৪ অব্দে সরকারী তোষাখানার সুপারিণ্টেডেণ্ট হন। লর্ড আরল্‌ অব্‌ কানিং এর সময়ে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের সময় হইতে আরল্‌ অব্‌ কানিংএর সময় (১৮৪২-১৮৬২ খৃঃ অঃ) পর্য্যন্ত ২০ বৎসর যাবৎ দেওয়ান ছিলেন। তিনি লাট সাহেবের সংস্পর্শে থাকায় একঘ'রে হইয়াছিলেন। তাঁহার মেমো পুস্তকে কুল পরিচয় সমূহ লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহার দুই পুত্র, গোবর্দ্ধনলাল—নিঃ ও গিরিধারীলাল—কঃ। গিরিধারীলাল গোপীনাথের দশদিন সেবা করিতেন।

প্রেমচাঁদ বসাক।—রূপনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, মনোহরলাল। ইঁহার কনিষ্ঠ পুত্র, চুনীলাল। ইনি "পিকো ইঞ্জিনিয়ারীং ওয়ার্কস্" নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতঃ যন্ত্রপাতি ও

সরঞ্জমাদি মেরামতের কাজকর্ম্ম করিয়া ধনশালী হন। তাঁহার পুত্র বীরেশ্বর শিবপুর হইতে ইঞ্জিনিয়ারীং পাশ করিয়া কলকব্জা মেরামতের কারখানা স্বতন্ত্র স্থাপন করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করেন।

মুরারীচাঁদ বসাক।—রূপনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার পুত্র মাধবলাল। তাঁহার চার পুত্র—১ নিমাইচাঁদ, ২ পাঁচকড়ি, ৩ সাতকড়ি, ৪ নকড়ি। ইঁহারা অপার চিৎপুর রোডে পোষাক পরিচ্ছদের ব্যবসায় করিতেন। পরে মোজা ও রুমালের ব্যবসায় করেন।

মথুরমোহন বসাক।—ভারতচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র। ইঁহার পাঁচ পুত্র—১ কানাইলাল, ২ বীরচন্দ্র, ৩ গঙ্গারাম, ৪ বিষ্ণুদেব, ৫ শ্যামচাঁদ। বীরচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র, রাজচন্দ্র। তাঁহার পুত্র, বলাইচাঁদ। ইঁহার তিন পুত্র—১ গোবর্দ্ধনলাল—নিঃ, ২ গিরীশচন্দ্র, ৩ কেদারনাথ। বলাইচাঁদের পত্নী বলরাম জীউ বিগ্রহ, বাঁশতলায় প্রতিষ্ঠা করেন। গিরীশচন্দ্রের পুত্র, দক্ষিণারঞ্জন—নিঃ। কেদারনাথের পুত্র সর্ব্বরঞ্জন।

দক্ষিণারঞ্জন বসাক।—গিরীশচন্দ্রের পুত্র। তিনি ব্রহ্মাঋষি-গোত্রজ রমণলাল বসাকের জ্যেষ্ঠা কন্যা পূর্ণশশীকে বিবাহ করেন। প্রভূত ধনশালী ছিলেন। বাদার জমিদারী তাঁহার অধীনে ছিল। অল্প বয়সে বিধবা পত্নীকে রাখিয়া তিনি পরলোক গমন করেন। পূর্ণশশী নানা দান ধর্ম্ম করেন। স্বামীর স্মরণার্থে পাথুরিয়া ঘাটায় এক ধর্ম্মশালা স্থাপন করতঃ তথায় দক্ষিণারঞ্জনের আবক্ষ প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পতি-প্রীতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন।

সর্ব্বরঞ্জন বসাক।—কেদারনাথের পুত্র। গরাণহাটায় বসবাস করিতেন। বিডন ষ্ট্রীটে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া, তথায় উঠিয়া যাইয়া বসবাস করেন। ইনি অলম্বৃষী গোত্রজ তুলসীদাস দত্তের কন্যাকে বিবাহ করেন, তাঁহার গর্ভে এক কন্যা ও এক পুত্র বিশ্বরঞ্জন জন্মগ্রহণ করেন। ১মা পত্নী স্বর্গলাভ করিলে, আলম্ব্যায়ন গোত্রজ কুঞ্জবিহারী

বসাকের কন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি একজন ক্রোড়পতি স্বনামধন্য পুরুষ। প্রভূত ধনশালী। বাদায় তাঁহার জমিদারী আছে। বহু দান ধর্ম্ম করেন। সিঁথীতে তাঁহার মাতাঠাকুরাণী কৈলাস-মণির স্মরণার্থে "কৈলাস ধাম" নামে এক উদ্যানবাটীকা নির্ম্মাণ করিয়া বড়বাজার হইতে বলরামজীউ ঠাকুরকে উঠাইয়া আনিয়া ১৩৩৬ সালে তথায় স্থাপিত করেন।

গঙ্গারাম বসাক।—মথুরমোহনের তৃতীয় পুত্র। তাঁহার পুত্র রামমোহন, ইহার পুত্র নিমাইচাঁদ। তাঁহার চার পুত্র—১ চারুচন্দ্র, ২ কৃষ্ণলাল, ৩ শিবশঙ্কর, ৪ হরিহর। ইঁহারা "বি, ব্রাদার্স নামে" রবার ষ্ট্যাম্পের এবং ছাপাখানার ব্যবসায় করেন। তাঁহাদের পুত্রগণ পৈতৃক ব্যবসায় করেন কেহ বা এন্‌গ্রেভিংএর কার্য্য করেন।

শ্যামচাঁদ বসাক।—মথুরমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় পুত্র চৈতন্যচরণ চৌরঙ্গীতে ছবি বাঁধাইবার কার্য্য করিতেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিলাইচাঁদ, পৈতৃক ব্যবসায় করিতেন।

৯।২ **রাসবিহারী বসাক।** জগৎচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র। বর্ত্তমান বিডন উদ্যানস্থিত স্থানে তাঁহার বাটী ছিল। নূতন বাজারে তিনি দেশী তাঁতের বস্ত্রের ব্যবসায় স্থাপিত করেন। তাঁর পুত্র রামলোচন, পৈতৃক ব্যবসায় করিতেন। ইঁহার পুত্র মধুসূদন, গরাণহাটায় বসবাস করিতেন। বিভিন্ন স্থানের তাঁতিদিগকে দাদন দিয়া স্বদেশোৎপন্ন উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি বয়ন করাইয়া আনিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন। সজ্জন, সদালাপী এবং অমায়িক ছিলেন। ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১৮৭৩ অব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার তিন পুত্র—১ দ্বারিকা নাথ—নিঃ, ২ গোপাল চন্দ্র, ৩ নন্দলাল—নিঃ। দ্বারিকা নাথ তেজারতি ব্যবসায় করিতেন। ১৯০১ অব্দে মৃত্যু হয়। গোপালচন্দ্র পৈতৃক বস্ত্র ব্যবসায় করিতেন।

বিলাতী বস্ত্রের উপর শুল্ক রহিত হইলে, তাঁতের বস্ত্রের সহিত প্রতিযোগিতার ফলে, ব্যবসায়ীগণ ক্ষতিগ্রস্থ হন। সেই সময়ে গোপাল চন্দ্রের বস্ত্র ব্যবসায় উঠিয়া যায়। ১৮৮৩ অব্দে তিনি স্বর্গলাভ করেন। তাঁহার দুই পুত্র, বিপিনবিহারী ও গোষ্ঠবিহারী।

বিপিনবিহারী বসাক।—গোপালচন্দ্রের প্রথম পুত্র। ১২৬৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ছবি বাঁধাইবার ব্যবসা করিতেন। ১৩১৪ সালে ৺গঙ্গালাভ করেন। তাঁহার দুই পুত্র, শরৎচন্দ্র—অবিবাহিত ও মেঘনাথ—অবিবাহিত। শরৎচন্দ্র ১২৯০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ডফ কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া মিলিটারী একাউণ্টস অফিসে কাজ-কর্ম্ম করিতেন। কর্ম্মব্যপোদেশে গত মহাসমর কালে (১৯১৪-১৯১৮ খৃঃ অঃ) ফ্রান্সে গমন করিয়া যুদ্ধের বিভীষিকা দর্শন করেন। কর্ম্মে যশোপার্জ্জন করিয়া কয়েকখানি পদক উপহার পাইয়া সমাদৃত হন। ভারতবর্ষের বহুস্থানে ভ্রমণ করিয়া অতুল আনন্দ উপভোগ করেন। কর্ম্মস্থলে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার কালে ১৩৪০ সালে পরলোক গমন করেন। মেঘনাথ ১২৯৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। চাকরীতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া তিনি ছবি বাঁধান এবং অপরাপর কার্য্য করেন। অগ্রজের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে তিনিও স্বর্গলাভ করেন।

গোষ্ঠবিহারী বসাক।—গোপালচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি গড়গড়া, কাগজ চাপা, ছবি বাঁধান ও মোজার ব্যবসায় করিতেন। তাঁর ২য় পুত্র বৈদ্যনাথ মোজার ও কয়লার ব্যবসায় করিতেন।

বনবিহারী বসাক।—জগৎচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার পুত্র রামসুন্দর। ইঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কালাচাঁদের পুত্র রামচন্দ্র অগ্নিঋষি গোত্রজ গোকুলচন্দ্র বসাকের কনিষ্ঠ পুত্র অক্রুরচন্দ্রকে পোষ্যপুত্র লন।

অলদৃঋষি পর্ব্ব সমাপ্ত

আলম্ব্যায়ন গোত্রীয়—বসাক বংশ।

এই গোত্রের প্রবর, আলম্ব্যায়ন—শালঙ্কায়ন—শাকটায়ন।
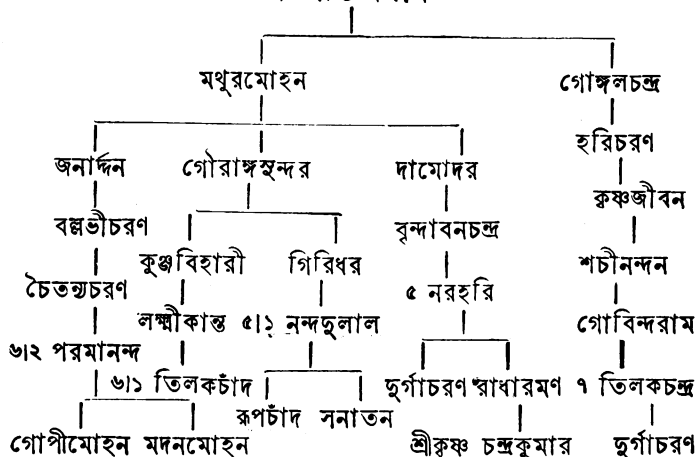
ধনপতি বসাক।—ইনি রাঢ় প্রদেশে বসবাস করিতেন। তথায় বস্ত্র ও সূত্রের ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া ধনশালী হন। বহু জমি জমা লইয়া তালুকাদি করেন। দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া দিয়া পূজারী ব্রাহ্মণদের উপর দেবসেবার ভার অর্পণ করেন। তথাকার বাসিন্দারা অদ্যাবধি বসাকদের জমিদারী এবং দেবালয় বলিয়া ঘোষণা করেন। (১) উহা এক্ষণে বেদখল। ইঁহার দুই পুত্র মথুরমোহন ও গোঙ্গলচন্দ্র।

৬।২ **পরমানন্দ বসাক**।—চৈতন্যচরণের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁর চার পুত্র—১ মধুসূদন—নিঃ, ২ কৃষ্ণমোহন, ৩ গোপীমোহন, ৪ মদনমোহন।

---

(১) শোভারাম বসাকের বংশধর গগনচন্দ্র বসাক বোলপুর ষ্টেশনের অনতিদূরে ঐ সুবৃহৎ ঠাকুরবাটী এবং তালুকাদি দর্শন করিয়াছেন, তথায় ঐরূপ প্রবাদ শুনিয়াছেন।

গোপীমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্গাচরণ। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, মাধবচন্দ্র, স্ত্রী সূর্য্যমণি ১৩২৭ সালে ৺গঙ্গালাভ করেন। ইহার তিন পুত্র—১ কেদারনাথ—নিঃ, ২ লালচাঁদ, ৩ উপেন্দ্রনাথ। কেদারনাথ শিবপুর হইতে ওভারশিয়ার হইয়া নানাস্থানে কাজ কর্ম্ম করেন। মতিহারীতে ব্যবসায় করিতেন। লালচাঁদ ১২৬৯-১৩৩২ সাল, মৌদ্গল্য গোত্রজ প্রেমচাঁদ শেঠের প্রথমা কন্যা হেমাঙ্গিনীকে বিবাহ করেন। আসামের অন্তর্গত ডিব্রুগরে কণ্ট্রাক্টরের কার্য্য করিতেন। তাঁহার পুত্র তুলসীদাস ১৩০০-১৩৪৬ সাল, ইঞ্জিনিয়ারীং শিক্ষালাভ করিয়া কলিকাতা ইলেক্‌ট্রিক কর্পোরেশনে বয়েলার ফোরম্যানের কার্য্য করিতেন। অকালে তাঁহার দুই পুত্র, অমরনাথ ও শম্ভুনাথকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। অমরনাথের জ্ঞাতি সুরেন্দ্রলাল তাঁহাকে মানিকতলায় রামেশ্বর মহাদেবের সেবায়েত করেন। ঐ মহাদেব এবং তাঁহার মন্দিরাদি ১৯৪৬ অব্দে হিন্দু-মুসলমান বিদ্রোহে মুসলমানেরা ভগ্ন করে। অমরনাথ ১৩৫৬ সালে ইং ১৯৫০ অব্দে পুনরায় শিব প্রতিষ্ঠা করেন।

মদনমোহন বসাক।—পরমানন্দের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার প্রথমা স্ত্রী চণ্ডীবালা এবং দ্বিতীয়া পত্নী রায়মণি। ইনি পিতামাতার মুক্তির উদ্দেশে ১২৪৬ সালে মানিকতলা মেন রোডে এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন, উহা এক্ষণে রামেশ্বর মহাদেব নামে খ্যাত। ১২৪৮ সালে তিনি স্বর্গলাভ করেন। তাঁহার চার পুত্র—১ বৈকুণ্ঠনাথ, মৃঃ ১২৫২ সাল, স্ত্রী গঙ্গামণি ২ মহেন্দ্রনাথ, ১২৭৫ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়, ৩ দীননাথ, মৃঃ ১২৩০সাল—নিঃ, ৪ রমানাথ, মৃঃ ১২৯০ সাল, স্ত্রী চিন্তামণি—নিঃ। বৈকুণ্ঠনাথের পুত্র রাজেন্দ্রনাথ—নিঃ। ইঁহারা ১২৭৩ সালে বসাক বাগানের সমস্ত জমি রামেশ্বর মহাদেবের নামে করিয়া দেন।

সুরেন্দ্রনাথ বসাক।—মহেন্দ্রনাথের পুত্র। ইনি ভজহরি নামে বিদিত। নূতন বাজারে হার্ডওয়ারের ব্যবসা করিতেন। তাঁহার

প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মীমণির গর্ভে কানাইলাল জন্মগ্রহণ করেন। কানাইলাল ১৩২৪ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। লক্ষ্মীমণি পরলোক গমন করিলে সুরেন্দ্রনাথ বিজনবালাকে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্রসন্তান না থাকায় সমস্ত সম্পত্তি দেবোত্তর করতঃ জ্ঞাতি অমরনাথকে সেবায়েত করিয়া ১৩৫০ সালে স্বর্গারোহণ করেন।

৬।১ **তিলকচাঁদ বসাক**।—লক্ষ্মীকান্তের প্রথম পুত্র। তিনি বোলপুর ষ্টেসনের অনতিদূরে সুরল নামক স্থানে বসবাস করিয়া বস্ত্র-বাণিজ্য করিতেন। তিনি তাঁহার কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ জীউকে লইয়া স্বপরিবারে উঠিয়া আসিয়া বড়বাজারে মাথাঘসা গলিতে, বর্ত্তমান বৈকুণ্ঠনাথ সেন লেনে বসবাস করেন। তিনি সুরলে বসবাস করিতেন বলিয়া সুরলের বসাক নামে খ্যাত। তাঁহার বাটীতে শেঠেদের গোপীনাথ জীউকে ১২৪৪ সালে আশ্রয় দিয়াছিলেন। ইঁহার পুত্র গোলকচন্দ্র। তাঁহার পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র। অগ্নিঋষি গোত্রজ জয়কৃষ্ণ বসাকের কন্যা হীরামণিকে বিবাহ করেন। ইনি লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর সেবা করিতেন। ইঁহার সময়ে ১৮৮৩ অব্দে গোপীনাথ জীউ রাধিকা মোহন শেঠের স্ত্রী গৌরমণির বাটীতে উঠিয়া যান। সেই সঙ্গে তাঁহার লক্ষ্মীনারায়ণ জীউও উঠিয়া যান। হীরামণির মাতা হরসুন্দরী, তাঁর পিতা অলদ্‌ঋষি গোত্রজ রামশঙ্কর বসাক। তাঁহার পুত্র শ্রীনারায়ণ বসাকের পত্নী গৌরমণি লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর সেবা করিতেন।

৫।১ **নন্দদুলাল বসাক**।—গিরীধরের প্রথম পুত্র। তাঁহার চার পুত্র—১ রূপচাঁদ, ২ সনাতন, ৩ স্বরূপচাঁদ--নিঃ, ৪ শিবচরণ। রূপচাঁদের পুত্র রামগোপাল। তাঁহার ১ম পুত্র কানাইলাল। মৌদ্গল্য গোত্রীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট কমলাকান্ত বসাকের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার দুই পুত্র, কুঞ্জবিহারী ও বিপিনবিহারী। কুঞ্জবিহারীর পুত্র দুলাল-চাঁদ, ডাক্তার হইয়া দ্বিতীয় মহাসমরোপলক্ষে ঢাকায় কর্ম্মে নিযুক্ত

হন। বিপিনবিহারী এ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জেন হইয়া কটক হাসপাতালে কিছুদিন কর্ম্ম করেন, পরে মেডিক্যাল কলেজে কার্য্য করিতেন। তাঁহার প্রথম পুত্র বিমলচন্দ্র দন্ত চিকিৎসায় বিশেষ যশোলাভ করেন।

সনাতন বসাক।—নন্দদুলালের দ্বিতীয় পুত্র। তাঁহার তিন পুত্র—১ বৈষ্ণবচরণ, ২ কৃষ্ণদাস, ৩ বলাইচাঁদ। বৈষ্ণবচরণের পুত্র রাধাগোবিন্দ মাথাঘসা গলিতে বসবাস করিতেন। তাঁহাদের ভূষীমালের কারবার ছিল বলিয়া বাটীটি ভূষীওয়ালা বাটী নামে বিদিত। তিনি ধর্ম্মানুরাগী এবং ধনশালী ছিলেন। তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বহুদিন পরে ৯৩ বৎসর বয়ক্রমকালে, ১৩১৪ সালে স্বর্গারোহণ করেন। ইঁহার মৃত্যুর এক মাসের মধ্যে তাঁহার স্ত্রী ৺গঙ্গালাভ করেন। তাঁহার তিন পুত্র—১ জগদানন্দ, ২ মাধবানন্দ ৩ যাদবানন্দ।

কেশবানন্দ বসাক।—ইনি মাণিক নামে বিদিত। জগদানন্দের কনিষ্ঠ পুত্র। ১২৮৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিদ্যানুরাগী এবং পরদুঃখকাতর ছিলেন। তিনি ডফ্ কলেজে শিক্ষালাভ করেন। পাঠকালে ডিবেটিং ক্লাব করিয়া বক্তৃতায় দক্ষতা লাভ করেন। বি-এ অধ্যয়নকালে তিনি অলঙ্গদ ঋষি গোত্রজ এটর্ণি নিবারণচন্দ্র দত্তের (১) ২য়া কন্যার পানিগ্রহণ করেন। সভাসমিতিতে যোগদান করা তাঁহার নিয়মিত অভ্যাস ছিল। শেঠ-বসাকাদি সমিতির সম্পাদক হইয়া বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। তখন স্বজাতির মধ্যে একটা সারা জাগিয়াছিল। তিনি রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। ১৩৩৬ সালে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্র বিজয়ানন্দ ১৩৩৯ সালে বিভিন্ন সমাজে বিবাহ করেন।

পুলিনানন্দ বসাক।—মাধবানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি এটর্ণি হইয়া হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় করিতেন। সারকুলার রোডে

(১) ১১০ পৃষ্ঠার ১৯ লাইনে লিখিত হইবে—ত্রৈলোক্যনাথ দত্তের পুত্র নিবারণচন্দ্র পাথুরিয়াঘাটায় বসবাস করিতেন, তিনি একজন প্রসিদ্ধ এটর্ণি ছিলেন।

"পরিচ্ছদ" নামে পোষাক পরিচ্ছদের ও বস্ত্র ব্যবসায় করেন। ১৩৫০ সালে স্বর্গলাভ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সলিলানন্দ ১৩৪৩ সালে বিভিন্ন সমাজে বিবাহ করেন। ইনি পৈতৃক ব্যবসা-বাণিজ্য করেন।

রামানন্দ বসাক।—যাদবানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি ডাক্তার।

বলাইচাঁদ বসাক।—সনাতনের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার প্রথম পুত্র হরিদাস। ইঁহার চার পুত্র—১ ঈশ্বরীপ্রসাদ—নিঃ, দুগ্ধের প্রতিষ্ঠান করিয়া ব্যবসায় করেন; ২ রাধাকিশোর—নিঃ, ৩ শ্যামকিশোর শিক্ষক ছিলেন; ৪ শরৎচন্দ্র সামান্য ব্যবসায় করিতেন।

৫ **নরহরি বসাক।**—বৃন্দাবনচন্দ্রের পুত্র। তাঁহার পাঁচ পুত্র—১ দুর্গাচরণ, ২ রাধারমণ, ৩ গুরুচরণ—নিঃ, ৪ শিবচরণ, ৫ মধুসূদন। দুর্গাচরণের কনিষ্ঠ পুত্র রামকৃষ্ণ। তাঁহার ৩য় পুত্র কুঞ্জবিহারী। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র—গঙ্গাগোবিন্দ—অবিবাহিত। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক ছিলেন। তিনি একজন বিদ্যোৎসাহী স্বনামধন্য পুরুষ। স্বজাতীয় ছাত্রদিগকে বিনা বেতনে শিক্ষা দিবার মানসে বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটে "ফ্রী কোচিং ক্লাশ" নামে এক সান্ধ্য-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাতে অগ্নিঋষি গোত্রীয় রঘুনাথ বসাক এবং অলদ্‌ঋষি গোত্রজ সর্ব্বরঞ্জন বসাক প্রধান উৎসাহী ছিলেন। পরে তথায় "ষ্টুডেণ্টস ইউনিয়ন" নামে আর একটী অবৈতনিক সান্ধ্য-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ঐ স্থানে গঙ্গাগোবিন্দ, "বসাকস্‌ পুওর ফার্ম্মেসী" নামে একটী ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গরীব-দুঃখীগণের বিশেষ উপকার সাধন করেন। পরে আরও ২।১টী ঐরূপ ঔষধালয় স্থাপনা করিয়াছিলেন। এ গুলির সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া পরিশেষে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে নবনির্ম্মিত নিজ বাসভবনে ঐ নামে আর একটি ঔষধালয় স্থাপিত করিয়া ভিত্তি দৃঢ়ীভূত করেন। তিনি ভারতবর্ষের বহু স্থান ভ্রমণ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। তিনি বদ্রীনারায়ণ ভ্রমণ-কাহিনী

প্রকাশ করিয়াছেন। ১৩৫৪ সালে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কমলকিশোর ঐ ঔষধালয় তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

রাধারমণ বসাক।—নরহরির দ্বিতীয় পুত্র। আহিরীটোলায় একখানি বাটী খরিদ করিয়া বসবাস করেন। তাঁহার দুই পুত্র, হরিদাস ও চন্দ্রকুমার। চন্দ্রকুমারের দুই পুত্র, কৃষ্ণলাল ও গোষ্ঠ-বিহারী। গোষ্ঠবিহারী এনগ্রেভিংএর কার্য্য করিতেন।

কৃষ্ণলাল বসাক।—চন্দ্রকুমারের প্রথম পুত্র। ১৮৬৬ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আহিরীটোলায় বসবাস করিতেন। বাল্যে তাঁহার মাতুলালয়ে (বৃন্দাবন বসাকের বড়বাড়ীতে) অবস্থিত যদু পণ্ডিতের বঙ্গ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। ৭ বৎসর বয়সে তাঁর মাতৃ-বিয়োগ হয়। পরে ফ্রি চার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউসনে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। অগ্নিঋষি গোত্রজ বৈষ্ণব চরণ বসাকের নিকট জিম্‌ন্যাষ্টিক শিক্ষালাভ করেন। ১৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বেনিয়াটোলায় "ষ্টার এক্রোবেটীক কোং" নামে একটী দল খোলেন। পরে কিছুদিন দেশীয় সার্কাসের খেলা দেখান। তাঁহার ১৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পিতৃবিয়োগ হয়। ১৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বিবাহ করিয়া, চট্টগ্রামে এবেল সাহেবের দলে যোগদান করেন। বর্ম্মা, সিঙ্গাপুর, জাভা প্রভৃতি স্থানে খেলা দেখান। এক বৎসর পরে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, দ্বিতীয় অভিযানে সিংহলে যাইয়া খেলা দেখান। তৎপরে চীন, জাপান ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের বহু সহরে খেলা দেখান। তারপর তিনি এবেল সাহেবের দল ত্যাগ করিয়া উড্‌য়িয়ার নামক একজন অষ্ট্রেলিয়ান বাসীর বৃহৎ দলে যোগদান করিয়া সাড়ে তিন বৎসর খেলা দেখান। কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভারতের বহু প্রসিদ্ধ স্থানে খেলা দেখাইয়া মাদ্রাজ হইতে পুনরায় বর্ম্মা, সুমাত্রা, প্রভৃতি স্থানে খেলা দেখান। পরে চীন গিয়া ১৮৯২ অব্দে হার্ম্মষ্টোন সাহেবের দলে

যোগদান করেন। এই সার্কাসে পাঁচ বৎসর থাকিয়া, পূর্ব্ব এশিয়া, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে গমন করেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে প্যারী নগরে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল একজিবিসনে, ভারতের সর্ব্বপ্রকার শিল্পীর দলপতি হইয়া পণ্ডিত মতিলাল নেহরু কর্ত্তৃক প্রেরিত হন। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, কয়েকজন খেলোয়ার লইয়া "গ্রেট ইষ্টার্ণ সার্কাস" নাম দিয়া খেলা দেখাইতে থাকেন। তাঁহার সম ব্যবসায়ী অগ্নিঋষি গোত্রজ নারায়ণচন্দ্র বসাকের অর্থ সাহায্য পাইবার আশায় হৃদয়ে উৎসাহের নব সঞ্চার হয়। চার বৎসর পরে পূর্ব্বোক্ত সার্কাস "হিপোড্রাম সার্কাস" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশে খেলা দেখাইয়া অসাধারণ যশোলাভ করেন। হিপোড্রাম সার্কাসের বিশেষত্ব এই যে, তথায় পৃথিবীর সর্ব্ব জাতীয় খেলোয়াড় ছিল এবং সিংহ, ব্যাঘ্র হইতে সর্ব্ব জাতীয় পশুও ছিল। এইরূপে ১৪ বৎসরের পর ইউরোপের প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে, তাঁহার দলটী ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। তিনি নানা দেশ পর্য্যটনে কত অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য দ্রব্য এবং অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখিয়াছেন, তাহা তাঁহার বিচিত্র ভ্রমণ পুস্তকে বর্ণিত আছে। নূতন দেশের অধিবাসীদিগের চরিত্র, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি অনুসন্ধান করিতেন। বহু রাজ সম্মান লাভ করেন। তাঁহার বহু দান ছিল। বৃদ্ধ বয়সে অবসর গ্রহণ করিয়া ২।১টী ব্যায়াম সমিতির পরিচালনার ভার লইয়াছিলেন। তাঁহার আকৃতি অতি সুশ্রী এবং সুগঠিত ছিল। যেমন শক্তিশালী তেমনি বিনীত, ধীর গম্ভীর অথচ কোমল। ১৯৩৫ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র ক্ষেত্রমোহন।

৭ **তিলকচন্দ্র বসাক**।—গোবিন্দরামের পুত্র। তাঁহার তৃতীয় পুত্র দুর্গাচরণ। ইহার ১ম পুত্র ক্ষেত্রমোহন। তাঁর ১ম পুত্র অমৃতলাল। ইনি অগ্নিঋষি গোত্রজ দীননাথের ৩য় পুত্র নগেন্দ্রনাথকে পোষ্য পুত্র লন।

আলম্ব্যায়ন পর্ব্ব সমাপ্ত

কাশ্যপ গোত্রীয়—বসাক বংশ।

কাশ্যপ গোত্রের তিনটী প্রবর যথা, কাশ্যপ—অপ্সার—নৈধ্রুব।
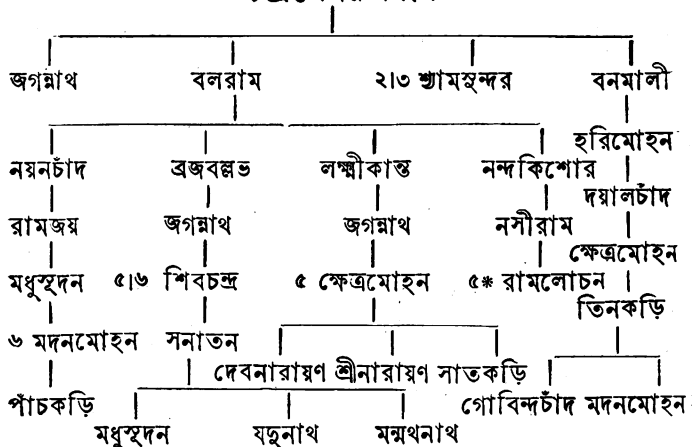
চন্দ্রশেখর বসাক।—ইঁহার চার পুত্র—১ জগন্নাথ, ২ বলরাম, ৩ শ্যামসুন্দর, ৪ বনমালী। জগন্নাথের কনিষ্ঠ পুত্র—সীতারাম। তাঁহার পুত্র জয়রাম। ইঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রূপচাঁদ। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র—রামনারায়ণ। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র—গোপালচাঁদ। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র—মদনমোহন। ইঁহার পুত্র নিমাইচাঁদ। নিমতলাঘাট ষ্ট্রীটে কাষ্ঠের গোলা করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন। পরে দরজীর ব্যবসায় করেন।

৬ **মদনমোহন বসাক**।—মধুসূদনের পুত্র। তাঁহার তিন পুত্র—১ পাঁচকড়ি উকীল ছিলেন, ইঁহার পুত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ সামান্য ব্যবসা করেন; ২ নকুড়চাঁদ—নিঃ, ৩ গোপালচন্দ্র।

৫।৬ **শিবচন্দ্র বসাক**।—জগন্নাথের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি বিডন ষ্ট্রীটে বসবাস করিতেন। তাঁহার বাটীতে ঝাউগাছ ছিল বলিয়া উহা ঝাউগাছওয়ালা বাটী নামে খ্যাত ছিল। তথাকার রাস্তাটীও
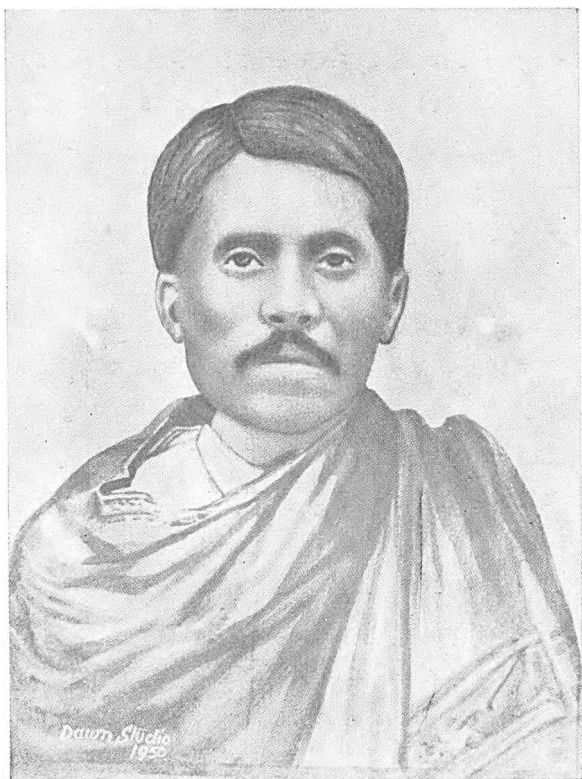
ডাক্তার ৺মধুসূদন বসাক, এম্ বি

জন্ম—৩০শে এপ্রিল
১৮৬৮ খৃঃ

মৃত্যু—২৭শে জুলাই
১৯০৯ খৃঃ

ডাক্তার ৺সনাতন বসাকের জ্যেষ্ঠ পুত্র ডাক্তার ৺মধুসূদন বসাক কলিকাতায় মেও হাসপাতালের রেসিডেণ্ট সার্জ্জেন ছিলেন। তিনি মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসরোগে পৈতৃক ভবনে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার দুই পুত্র ডাক্তার শ্রীমণীন্দ্র নাথ বসাক, এম, বি; ডি, টি, এম; ও শ্রীযতীন্দ্র নাথ বসাক, বি, এল; উকিল।

ঝাউতলা গলি নামে বিদিত ছিল। তাঁহার চার পুত্র—১ গোপালচন্দ্র, ২ রমানাথ, ৩ সনাতন, ৪ শশিভূষণ। সনাতন ডাক্তারী করিয়া ধনশালী হন। তাঁহার তিন পুত্র—১ মধুসূদন ডাক্তার ছিলেন, ২ যদুনাথ উকীল ছিলেন, ৩ মনোমোহন—অঃ। (১) মধুসূদনের দুই পুত্র—১ মণিন্দ্রনাথ গৌর নামে খ্যাত, একজন ডাক্তার; ২ যতীন্দ্রনাথ উকীল হইয়া আইন ব্যবসায় করেন। যদুনাথের দুই পুত্র—১ নিত্যানন্দ উকীল হইয়া আইন ব্যবসায় করেন, ২ গোবিন্দচন্দ্র।

৫ **ক্ষেত্রমোহন বসাক**।—জগন্নাথের পুত্র। তাঁহার তিন পুত্র—১ দেবনারায়ণ, ২ শ্রীনারায়ণ, ৩ সাতকড়ি। ইঁহারা লৌহ ঢালাইয়ের কল-কারখানা স্থাপন করতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া ধনশালী হন। তাহাতে তাঁহাদের বাটী কলওয়ালা বাটী নামে বিদিত। দেবনারায়ণের তিন পুত্র—১ গিরীশচন্দ্র, ২ শ্রীশচন্দ্র, ৩ কেশবচন্দ্র। তাঁহারা নলিন সরকার ষ্ট্রীটে বসবাস করিয়া পৈতৃক ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন। তাঁহাদের পুত্রগণও পৈতৃক ব্যবসায় করেন।

৫ * **রামলোচন বসাক**।—নসীরামের পুত্র। তাঁহার তৃতীয় পুত্র রাজকৃষ্ণ। ইঁহার দ্বিতীয় পুত্র অমৃতলাল। ব্রহ্মাঋষি গোত্রজ নরসিংচন্দ্র বসাক ইঁহাকে শ্যামলাল নামে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন।

২।৩ **শ্যামসুন্দর বসাক**।—চন্দ্রশেখরের ৩য় পুত্র। তাঁহার প্রথম পুত্র—গোবিন্দচন্দ্র। বড়বাজারে শিবঠাকুরের গলিতে তাঁহার বাটীতে বিদ্যালয় স্থাপিত ছিল। (২) ইঁহার পুত্র—গোকুলচন্দ্র। তাঁহার পুত্র স্বরূপচাঁদ। ইঁহার ১ম পুত্র—রাজকৃষ্ণ। তাঁর তিন পুত্র—১ ভূতনাথ ডাক্তার ছিলেন, ২ পার্ব্বতিচরণ, ৩ ভোলানাথ—নিঃ, শিক্ষক ছিলেন।

(১) ১৭৬ পৃষ্ঠায় বংশাবলীতে সনাতনের কনিষ্ঠ পুত্র মন্মথনাথ স্থানে মনমোহন হইবে।

(২) সুবলচন্দ্র মিত্রের অভিধান—দুর্গাচরণ লাহা।

কাশ্যপ পর্ব্ব সমাপ্ত

মহর্ষি গোত্রীয়—বসাক বংশ।
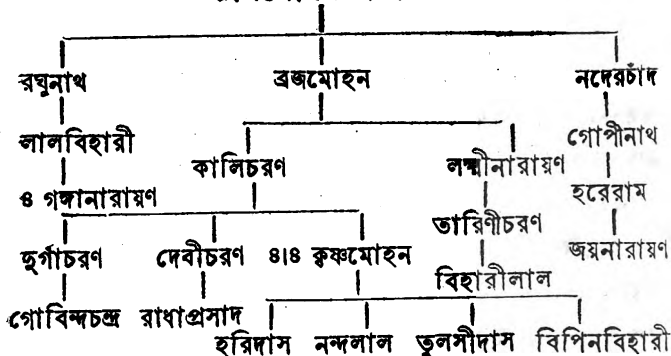
রামমোহন বসাক।—ইনি বজরা বোট ভাড়া দিয়া ব্যবসায় করিতেন। তাহাতে ইঁহারা হলামাল নামে খ্যাত হন। ইঁহার তিন পুত্র—১ রঘুনাথ, ২ ব্রজমোহন, ৩ নন্দেরচাঁদ।

৪ গঙ্গানারায়ণ বসাক।—লালবিহারীর পুত্র। তাঁহার প্রথম পুত্র রাজকৃষ্ণ। ইঁহার পুত্র ঈশানচন্দ্র সামান্য ব্যবসায় করিতেন। তাঁহার তিন পুত্র—১ হারাধন—নিঃ, ২ গোবর্দ্ধন নানা ব্যবসায় করিতেন, পরিশেষে বৈরাগ্য অবলম্বন করতঃ ডোর কৌপীন ধারণ করিয়া রাধারমণ দাস নাম লইয়া ঢাকায় রামসীতার আকড়ায় যোগদান করেন, তাঁহার পুত্র বিজয়কৃষ্ণ; ৩ হারাধন।

দুর্গাচরণ বসাক।—কালিচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইঁহার প্রথম পুত্র গোবিন্দচন্দ্র। তাঁহার ৪র্থ পুত্র—নন্দলাল উকীল হইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী (ফৌজদারী) কোর্টে আইনজীবির ব্যবসায় করিতেন। গোবিন্দচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র গোষ্ঠবিহারী কণ্ট্রাক্টর ছিলেন।

দেবীচরণ বসাক।—কালিচরণের ২য় পুত্র। ইনি বস্ত্র ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করেন। তাঁহার পুত্র রাধাপ্রসাদ মৌদ্গল্য

গোত্রজ পীতাম্বর শেঠের তৃতীয়া কন্যা লক্ষ্মীমণিকে বিবাহ করেন। লক্ষ্মীমণি প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে গোপীনাথ জীউর সেবা করিতেন। তাঁহার ১ম ও ৩য় পুত্র নৃত্যগোপাল ও সারদাগোপাল শিক্ষক ছিলেন।

৪।৪ **কৃষ্ণমোহন বসাক**।—কালিচরণের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি দেশীয় তাঁতের বস্ত্র ব্যবসায় করিতেন। নূতন বাজারে তাঁহার দুইখানি সমৃদ্ধিশালী প্রসিদ্ধ বস্ত্রের বিপণি ছিল। তাঁহার চার পুত্র—১ হরিদাস, ২ নন্দলাল, ৩ তুলসীদাস—নিঃ, ৪ বিপিনবিহারী।

হরিদাস বসাক।—কৃষ্ণমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বেঙ্গল ব্যাঙ্কে কার্য্য করিতেন। তাঁহার পুত্র নকুড়চন্দ্রও ঐ ব্যাঙ্কে কার্য্য করিতেন। উহা এক্ষণে ইম্পিরিয়ল ব্যাঙ্ক নামে বিদিত।

নন্দলাল বসাক। কৃষ্ণমোহনের ২য় পুত্র। ১২৬৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। মৌদ্গল্য গোত্রজ লালমোহন শেঠের কন্যা আমোদিনীকে প্রথমে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে এক কন্যা ও এক পুত্র বলাইচাঁদ জন্মগ্রহণ করেন। ১মা স্ত্রী স্বর্গগমন করিলে মৌদ্গল্য গোত্রজ প্রেমচাঁদ শেঠের দ্বিতীয়া কন্যা গিরিবালাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে নরেন্দ্রনাথ—নিঃ ও সুরেন্দ্রনাথ—কঃ, নামে দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ওরিয়েণ্টল (অধুনা লুপ্ত) ব্যাঙ্কে কার্য্য করিতেন। পরে হোরমিলার এণ্ড কোং নামে সওদাগরী অফিসে কার্য্য করেন। তথা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া "বসাক এণ্ড কোং" নামে রং ও লৌহের (হার্ডওয়ারের) ব্যবসায় করিয়া উন্নতি সাধন করেন। উহা নরেন্দ্রনাথ পরিচালনা করিতেন। নন্দলাল আত্মীয়ের বিষয়-সম্পত্তি পাইয়া ধনশালী হন। ১৩৩৭ সালে স্বর্গলাভ করেন।

তুলসীদাস বসাক।—কৃষ্ণমোহনের তৃতীয় পুত্র। ইন্‌কাম ট্যাক্স অফিসে কার্য্য করিতেন। ছাপাখানা স্থাপিত করিয়া ব্যবসায় করিতেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র হরেন্দ্রনাথকে "শচী প্রেস" করিয়া দেন।

বিপিনবিহারী বসাক।—কৃষ্ণমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি "মিনার্ভা প্রেস" ও "অলিভ প্রেস" নামে ছাপাখানা করিয়া নানাবিধ ছাপার কাজ কর্ম্ম করিতেন। মাতলায় (পোর্টক্যানিংএ) জমিজমা লইয়া ধান চাউলের আবাদ করিতেন। তাঁহার তিন পুত্র—১ তিনকড়ি, ২ হরেন্দ্রনাথ, ৩ ভূপেন্দ্রনাথ। তাঁহারা পৈতৃক ব্যবসায় করেন।

বলাইচাঁদ বসাক।—নন্দলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র। মদন মিত্র লেনে বসবাস করেন। কলত্রিষী গোত্রজ বিনোদবিহারী হালদারের একমাত্র কন্যা ভগবতীকে বিবাহ করেন। হোরমিলার এণ্ড কোংর অফিসে একাউন্টেন্টের পদে ব্রতী হন। স্বীয় প্রতিভাবলে বড়বাবুর পদ প্রাপ্ত হন। তথায় প্রায় ৪৫ বৎসর যাবৎ বিশেষ যশের সহিত কার্য্য করিয়া উন্নতির শিখরে আরোহণ করেন। ১৯৩৮ অব্দে "বসাক এণ্ড সন্স" নামে রং, ভার্ণিস, গাম, ফিনাইল ও প্রসাধন দ্রব্যের ব্যবসায় করেন। তাঁহার তিন পুত্র—১ বৈদ্যনাথ, ২ বিশ্বনাথ, ৩ পশুপতি। বৈদ্যনাথ বি, এস, সি পাশ করিয়া হোরমিলার এণ্ড কোংর অফিসে একাউন্টেন্টের কার্য্য করেন। পৈতৃক ব্যবসায়ও তত্ত্বাবধান করেন। বিশ্বনাথ বি, এস, সি পাশ করিয়া গভর্ণমেণ্ট ল্যাবরেটরীতে শিক্ষালাভ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে কানপুরে গভর্ণমেণ্ট অর্ডেনান্স ফ্যাক্টরীতে কার্য্য করিতেন। সালিমার পেণ্ট কলার ভার্ণিস লিঃ এর কারখানায় চিফ্ কেমিষ্ট ছিলেন। বাণিজ্যস্পৃহা উহার জাগিয়া উঠিলে, তথাকার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া "রবি পেণ্ট এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস" নামে বরানগরে কল-কারখানা স্থাপন করিয়া রং, ভার্ণিস প্রভৃতি দ্রব্য উৎপন্ন করতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য করেন। বৈদ্য-নাথের তিন পুত্র—১ অমিতকুমার, ২ সুমীতকুমার, ৩ প্রমীতকুমার। বিশ্বনাথের দুই পুত্র—অমিতাভ (গৌতম) ও রবি (কুণাল)।

মহর্ষি পর্ব্ব সমাপ্ত

মৌদ্গল্য বা মধুকুল্য গোত্রীয়—বসাক বংশ।

মৌদ্গল্য গোত্রই ব্রাহ্মণগণের ব্যাখ্যার গুণে মধুকুল্য গোত্রে পরিণত হইয়াছে। মৌদ্গল্য গোত্রের প্রবর যথা, ঔর্ব্ব—চ্যবণ—ভার্গব—জামদগ্ন—আপ্নুবৎ। ইহারা বরেন্দ্র প্রদেশে বসবাস করিতেন।
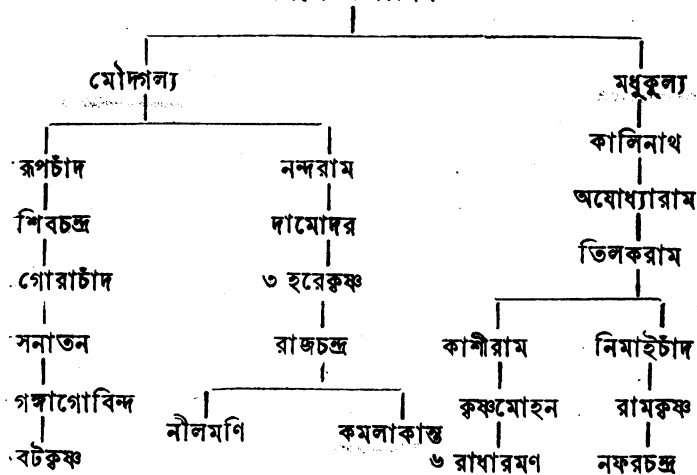
৩ **হরেকৃষ্ণ বসাক**।—দামোদরের পুত্র। রাজসাহীতে জজ ছিলেন। তথায় তালুকাদি করেন। তাঁহার পুত্র রাজচন্দ্র। ইহার তিন পুত্র—১ নীলমণি, ২ কমলাকান্ত, ৩ গোবিন্দচন্দ্র—নিঃ।

নীলমণি বসাক।—রাজচন্দ্রের প্রথম পুত্র। ইনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া বালেশ্বরে কর্ম্ম করিতেন। বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ইনি পারস্য উপন্যাস, বত্রিশ সিংহাসন, পারস্যের ইতিহাস, বঙ্গনারী, নীল্‌স রেডি রেকনার প্রভৃতি পুস্তকাবলী প্রণয়ন করেন। ইনি সাহিত্য সমাজে বিশেষ যশোলাভ করিয়াছেন। স্বজাতির বহু ইতিহাস ও বংশাবলী সংকলন করেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র—১ গোপালচন্দ্র—নিঃ,

২ নবীনচন্দ্র, ৩ দেবেন্দ্রচন্দ্র, ৪ যোগেশচন্দ্র, ৫ ভূপালচন্দ্র—নিঃ। নবীনচন্দ্রের ১ম পুত্র সতীশচন্দ্র সোডাওয়াটারের কল-কারখানা করিয়া ব্যবসায় করিতেন। নবীনচন্দ্রের কোন কোন পুত্র যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেরামতের কল-কারখানা করিয়া ব্যবসায় করেন।

কমলাকান্ত বসাক।—রাজচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র। ইনিও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া বালেশ্বরে কর্ম্ম করিতেন। পাথুরিয়াঘাটায় মালা-পাড়ায় বসবাস করিতেন। ইহার তিন পুত্র—১ উপেন্দ্রনাথ, ২ রাস-বিহারী, ৩ নৃপেন্দ্রচন্দ্র—নিঃ। উপেন্দ্রনাথের ১ম পুত্র পঞ্চানন—নিঃ, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিতেন। রাসবিহারী উকীল হইয়া ছোট আদালতে আইনজীবির ব্যবসায় করিতেন। তাঁহার চার পুত্র—১ শরৎচন্দ্র কাশীতে বসবাস করিয়া হোমিওপ্যাথি ডাক্তারী করিতেন, ২ সুরেশচন্দ্র, ৩ শ্রীশচন্দ্র প্রথমে কণ্ট্রাকটরী করিতেন, পরে কাঁচের বোতল প্রভৃতি জাপান হইতে আমদানি করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করি-তেন; ৪ পূর্ণচন্দ্র—কঃ, প্লাম্বরী ও কণ্ট্রাকটরী করিয়া ধনশালী হন। শরৎচন্দ্রের ১ম পুত্র গোবিন্দলাল প্লাম্বরী ও কণ্ট্রাকটরী করিতেন।

৬ **রাধারমণ বসাক**।—কৃষ্ণমোহনের পুত্র। দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীটে বসবাস করিতেন। ১৯৩২ অব্দে মৃত্যু হয়। ইহার পুত্র শ্যামা-চরণ। এটর্ণী হইয়া হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় করিতেন। ১৯২৪ অব্দে স্বর্গলাভ করেন। তাঁহার ছয় পুত্র—১ শৈলেন্দ্র কুমার—নিঃ, এটর্ণী ছিলেন, তিনি অকালে ১৯২৬ অব্দে ইহলীলা সংবরণ করেন; ২ অহিন্দ্রকুমার এম, এ পাশ করিয়া কলিকাতা কর্পোরেসনের কলেক্টর পদে ব্রতী হন, ৩ রবীন্দ্র কুমার কাশীপুর গান এণ্ড সেল ফাউণ্ড্রির ইঞ্জিনিয়ার, ৪ সুধীন্দ্রকুমার ১৯৩৯ অব্দে মৃত্যু হয়, ৫ শচীন্দ্রকুমার ইঞ্জিনিয়ার ও কণ্টাক্টর, ৬ রণেন্দ্রকুমার ১৯৪৩ অব্দে মৃত্যু হয়।

মোদালা পর্ব্ব সমাপ্ত

নাগঋষি গোত্রীয়—বসাক বংশ।

অনন্তরাম বসাক।—সূতানুটীতে বস্ত্র ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন।

নাগঋষি পর্ব্ব সমাপ্ত
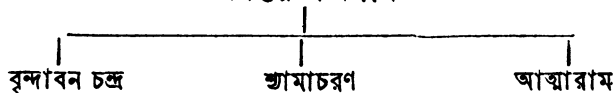
মঙ্গলঋষি গোত্রীয়—বসাক বংশ।
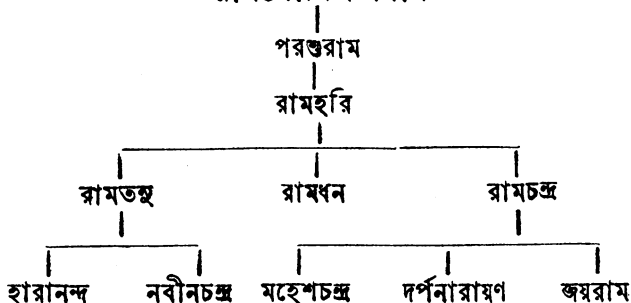
রামগোবিন্দ বসাক।--ইহার বংশধরেরা সরনামুতি নামে খ্যাত।

দর্পনারায়ণ বসাক।—রামচন্দ্রের ২য় পুত্র। ইহার প্রথম পুত্র যাদবচন্দ্র ধনশালী ছিলেন। তাঁহার পুত্র ভুজেন্দ্রলাল কলত্রিষী গোত্রজ নেপাল চন্দ্র হালদারের ২য়া কন্যাকে বিবাহ করেন। অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার পুত্র—কুঞ্জলাল প্রভুত ধনশালী। বালীগঞ্জে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া নূতনবাজার হইতে উঠিয়া যাইয়া তথায় বসবাস করেন।

জয়রাম বসাক।—রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি ধনশালী ছিলেন। নিঃসন্তান; বেলগেছিয়ায় প্রথম নাট্যশালা স্থাপিত হইবার

পর, ১৮৫৯ অব্দে ইঁহার বাটীতে "কুলীন কুল সর্ব্বস্ব" অভিনয় হয়। (১) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কুলীন ব্রাহ্মণদের বহু বিবাহ রোধকল্প আন্দোলনে ৫৭ জন সম্ভ্রান্ত নেতার মধ্যে ইনি অন্যতম।

দুর্ব্বাঋষি গোত্রীয়—বসাক বংশ।
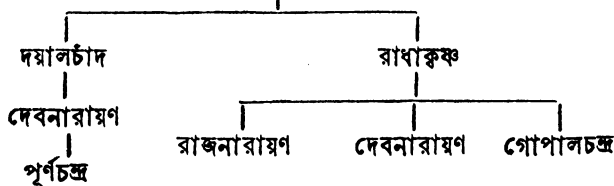
পূর্ণচন্দ্র বসাক।—দেব নারায়ণের পুত্র। তিনি বৈষ্ণবচরণ বসাকের দোকানে বস্ত্র বাণিজ্য শিক্ষালাভ করিয়া পুত্রগণকে বস্ত্রের ব্যবসায় স্থাপন করিয়া দেন। তাঁহার চার পুত্র। ১ম ও ২য় পুত্র—তিনকড়ি ও দুলালচাঁদ খোংরাপটীতে "তিনকড়ি দুলালচাঁদ" নামে থণ্ড বস্ত্রাদির ব্যবসায় করিতেন। দুলালচাঁদ ছাতার ব্যবসায়ও করেন।

গোপালচন্দ্র বসাক।—রাধাকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র, গোয়াবাগানে বসবাস করিতেন। প্রসিদ্ধ বুককীপার ছিলেন। তাঁহার পুত্রগণও কেহ কেহ বুককীপার ছিলেন।

(১) মাসিক বসুমতী—জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪, ভুবনমোহন নিয়োগী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীচুণীলাল দত্ত

(পৃঃ ১০৫)

শ্রীবীরেন্দ্র নাথ দত্ত

শৃঙ্গর্ষী গোত্রীয়—বসাক বংশ।

মাণিকরাম বসাক
|
বেচারাম
|
গোপীচরণ
|
রাসবিহারী
|
রাধাকৃষ্ণ
|
বৈদ্যনাথ — ক্ষেত্রমোহন, কেদারনাথ
কাশীনাথ — নবীনচন্দ্র
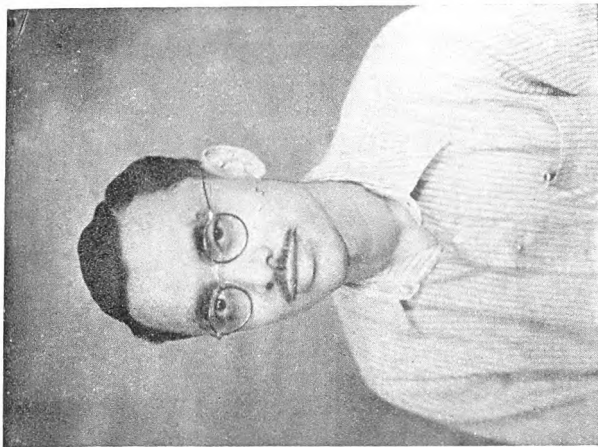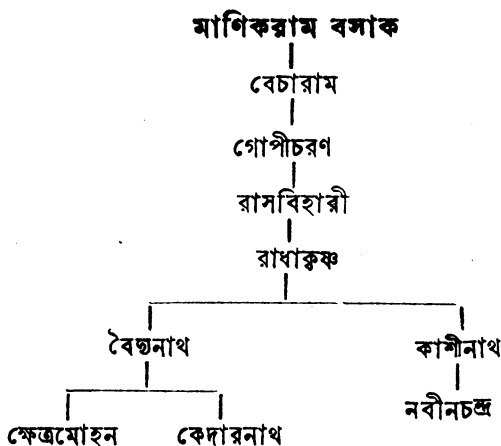
নবীনচন্দ্র বসাক।—কাশীনাথের পুত্র। তাঁহার তিন পুত্র—১ শৈলেন্দ্রনাথ, ২ চণ্ডীচরণ, ৩ নিতাইচরণ। ইঁহারা জোড়াসাঁকোয় দেশীয় তাঁতের বস্ত্র ব্যবসায় করিতেন। শৈলেন্দ্রনাথ কলিকাতা কর্পোরেসনে এ্যসেসার ছিলেন।

—শৃঙ্গর্ষী পর্ব্ব সমাপ্ত—

অলঙ্গদঋষি গোত্রীয়—বসাক বংশ।

শম্ভুনাথ বসাক
|
বৈদ্যনাথ, নিমাইচরণ
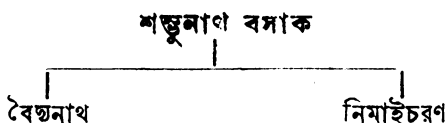
বৈদ্যনাথ বসাক।—শম্ভুনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁর পুত্র গোপাল চন্দ্র। ইঁহার পুত্র গৌরাঙ্গচন্দ্র। তাঁহার পুত্র রাধাগোবিন্দ সিমলায় চুণ, বালি প্রভৃতি ইমারতের মাল-মসলার ব্যবসায় করিতেন। তাঁহার ২য় পুত্র হীরালাল অর্ডার সরবরাহ করিতেন। রাধাগোবিন্দের কনিষ্ঠ

পুত্র পূর্ণচন্দ্র পৈতৃক ব্যবসায় করিতেন। হীরালালের ১ম ও ২য় পুত্র শশিভূষণ ও সুকুমার সিমলায় ইমারতের মাল-মসলার ব্যবসায় করেন।

পাণ্ডুঋষি গোত্রীয়—বসাক বংশ।

জয়কৃষ্ণ বসাক।—লক্ষীনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার পুত্র শ্রীনাথচন্দ্র ফটোগ্রাফির ব্যবসায় করিতেন।

পাণ্ডুঋষি পর্ব্ব সমাপ্ত

কলত্রিষী গোত্রীয়—হাওয়ালাদার বংশ।

যাদবেন্দু হাওয়ালাদার

- জগন্নাথ
  - নিধিরাম
    - গৌরহরি
      - রামধন
        - ৬ প্রাণকৃষ্ণ
          - নীলমাধব
- অনন্তরাম নিঃ
- নারায়ণচন্দ্র
  - রঘুনাথ
    - গোবিন্দচন্দ্র
      - গোকুলচন্দ্র
        - ৬।১ রাধামাধব
        - রামসুন্দর
    - গোপালচন্দ্র
      - রাধাকৃষ্ণ
        - ৬।১ * হরচন্দ্র
    - রাধাকান্ত
  - বলরাম
    - ৪ গোপীমোহন
      - কৃষ্ণচন্দ্র
        - রামমোহন
      - কালিচরণ
        - তারাচাঁদ
  - ব্রজমোহন নিঃ
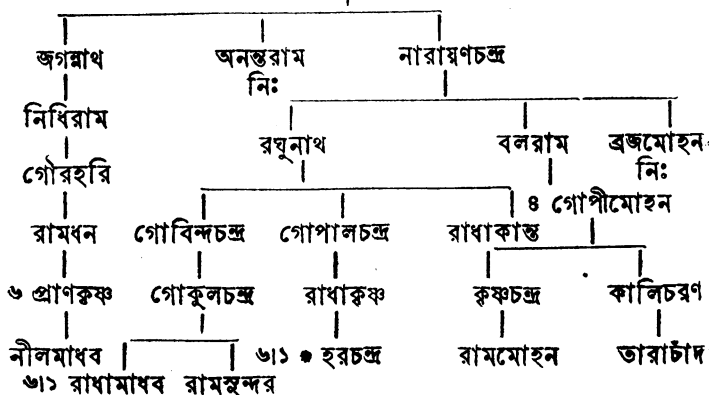
নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর সময়ে ১৭২২ খৃষ্টাব্দে হাওয়ালা নামক বন্দোবস্ত প্রচলিত হয়। তিনি জমিদারদিগকে নানকর, বনকর ও জলকর দিয়া হাওয়ালা বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাদের জমিদারী খাস দখল করেন। তাহাতে হাওয়ালা নামক বন্দোবস্ত সর্ব্বোচ্চ হইয়া উঠে। (১) নবাবের জমি যাঁহারা হাওলাত লইতেন, তাঁহারা হাওয়ালাদার নামে খ্যাত হন। হাওলাত পারসী শব্দ অর্থ কর্জ্জ। বর্ত্তমানে প্রচলিত হালদার উপাধি হাওয়ালাদারের অপভ্রংশ।

যাদবেন্দু হাওয়ালাদার।—১৭৫০ অব্দে যখন বর্গীর অত্যাচার ভীষণাকার ধারণ করে, সেই সময়ে সপ্তগ্রাম হইতে উঠিয়া আসিয়া সুতানুটী গ্রামে বসবাস করেন। তাঁহার তিন পুত্র—১ জগন্নাথ, ২ অনন্ত রাম—নিঃ, ৩ নারায়ণচন্দ্র। জগন্নাথের পুত্র নিধিরাম এবং নারায়ণ চন্দ্রের তিন পুত্র—১ রঘুনাথ, ২ বলরাম, ৩ ব্রজমোহন—নিঃ। ইঁহারা নবাবের নিকট হাওয়ালা বন্দোবস্ত করিয়া জমি জমা লওয়ায় হাওয়া-লাদার নামে খ্যাত হন। (২) পাথুরিয়াঘাটায় বসবাস করিতেন।

৬ **প্রাণকৃষ্ণ হালদার**—রামধনের পুত্র। তাঁহার দুই পুত্র, রাধাকান্ত ও নীলমাধব। নীলমাধব ভাস্করের কার্য্য করিতেন, ইঁহার দুই পুত্র—১ ক্ষেত্রমোহন ঘড়ি মেরামতের কার্য্য করিতেন, ২ দামোদর। ক্ষেত্রমোহনের পুত্র কানাইলাল।

৬।১ **রাধামাধব হালদার**—গোকুলচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার তৃতীয় পুত্র বলাইচাঁদ। ইঁহার কনিষ্ঠ পুত্র গিরিশচন্দ্র। তিনি নার্শরী করিয়া গাছ ও বীজের এবং ফুলের ব্যবসায় করিতেন। তাঁহার পুত্র পান্নালাল পৈতৃক গাছ ও বীজের এবং ফুলের ব্যবসায় করেন।

---

(১) Dr. Mounts Report on the Jails of the Lower Provinces of the Bengal Presidency 1868, Vol. II. p. 149–150.

(২) বসুক, পৃঃ ১৭১, মদনমোহন হালদার প্রণীত—১৮৯৫।

৬।১ * **হরচন্দ্র হালদার**।—রাধাকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার তিন পুত্র—১ রমানাথ, ২ দ্বারিকানাথ, ৩ দীননাথ। রমানাথের ছয় পুত্র—১ গৌরচন্দ্র, ২ নিতাইচরণ, ৩ চৈতন্যচরণ, ৪ অদ্বৈতচরণ, ৫ শশিভূষণ, ৬ নিবারণচন্দ্র। ইহারা মালাপাড়ায় বসবাস করেন।

নিতাইচরণ হালদার।—রমানাথের দ্বিতীয় পুত্র। পাথুরিয়াঘাটায় মালাপাড়ায় বসবাস করিতেন। ইনি প্রসিদ্ধ ডাক্তার ছিলেন। প্রথমে এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা করিতেন, তাহা সত্বে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন। ধনশালী ছিলেন। পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে তাঁহার নামানুসারে একটী রাস্তা নিতাই হালদার ষ্ট্রীট নামে বিদিত। তাঁহার ছয় পুত্র—১ নগেন্দ্রনাথ হোমিওপ্যাথি ডাক্তার, ২ শ্যামলাল, ৩ কৃষ্ণলাল, ৪ পান্নালাল হোমিওপ্যাথি ডাক্তার, ৫ চুনীলাল, ৬ মনিলাল। চৈতন্য চরণের কনিষ্ঠ পুত্র নরেন্দ্রনাথ হোমিওপ্যাথি ডাক্তার ছিলেন।

শশিভূষণ হালদার।—রমানাথের ৫ম পুত্র, হোমিওপ্যাথি ডাক্তার ছিলেন। তাঁহার পুত্র ধীরেন্দ্রনাথ হোমিওপ্যাথি ডাক্তার।

দীননাথ হালদার।—হরচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার ২য় পুত্র, বিনোদবিহারী ১২৭৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন, মৌদ্গল্য গোত্রীয় প্রেমচাঁদ শেঠের কনিষ্ঠা কন্যা শশিপ্রভাকে বিবাহ করেন। বিনোদ বিহারী ১৩০৯ সালে অকালে কালগ্রাসে পতিত হন।

৪ **গোপীমোহন হালদার**।—বলরামের পুত্র। ১৭৫৩ অব্দ পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোংর দাদনী বণিক ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র, কৃষ্ণচন্দ্র ও কালিচরণ। কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র রামমোহন। তাঁহার দুই পুত্র মধুসূদন ও চন্দ্রশেখর। মধুসূদনের ১ম পুত্র নিধুলাল ডাক্তার ছিলেন।

মদনমোহন হালদার।—মধুসূদনের তৃতীয় পুত্র। ১৮৫১ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অলদ্ঋষি গোত্রজ গোপালচন্দ্র বসাকের জ্যেষ্ঠা কন্যা আমোদকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। তিনি বি, এ পাশ করিয়া

মোক্তারী পাস করেন। কিছুদিন আলিপুর আদালতে মোক্তারী করিতেন। ইংরাজী এবং সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। পরে এ্যাকাউনটেণ্ট জেনারেল সেণ্ট্রাল রেভিনিউ অফিসে কার্য্যে ব্রতী হন। তথায় সুপারিণ্টেডেণ্ট পদে উন্নীত হইয়া বিশেষ প্রশংসাভাজন হন। একজন বিচক্ষণ এ্যাকাউণ্টেণ্ট ছিলেন। তিনি বিশ বৎসর যাবৎ অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে পর্ত্তুগীজ, ডাচ্ দীনেমার, ফরাসী, ইংরাজ, আর্ম্মানী, পারসীক, আরবী প্রভৃতি বণিকবর্গ, যাঁহাদের সহিত শেঠ-বসাক বণিকবর্গের ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ে ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাঁহাদের প্রাচীন লিপিসমূহ উদ্ঘাটন করিয়া নানা তথ্যানুসন্ধান পূর্ব্বক "বস্থক" নামক গ্রন্থে তন্তু-বণিক জাতির আদি বৃত্তান্ত, ১৮৯৫ অব্দে প্রকাশ করিয়া অমর হইয়াছেন। ঐ গ্রন্থে জাতি বিষয়ে বিশেষ সমালোচনা করিয়াছেন, এবং আমাদিগকে বৈশ্য প্রমাণ করিবার জন্য প্রোৎসাহিত হইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমরা সকলে কৃতজ্ঞ। সারা জীবনে যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধান কার্য্যে তাহা ব্যয় করিয়াছেন। নানা দেশের মুদ্রাও তাঁহার নিকট সংগৃহীত ছিল। কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর ১৯১১ অব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার দুই পুত্র মহিতোষ—নিঃ ও বস্থকানন্দ। মহিতোষ মণিহারী ব্যবসায় করিতেন, পরে দরজীর ব্যবসায় করিয়াছিলেন। রাচীতে পরলোক গমন করেন। বস্থকানন্দ "ইণ্ডিয়ান ওয়াটার ট্যাপ ম্যানুফ্যাকচারিং কোং" প্রতিষ্ঠা করতঃ নূতন ধরণের জলের কল (ট্যাপ) আবিষ্কার করিয়া ব্যবসায় করেন।

চন্দ্রশেখর হালদার।—রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র তিনি একজন পদমর্য্যাদাসম্পন্ন বিচক্ষণ ডাক্তার ছিলেন। প্রসূতিদের জন্য ঔষধ আবিষ্কার করিয়া বিশেষ উপকার সাধন করেন। তাঁহার সাত পুত্র—১ অমৃতলাল, ২ প্রিয়লাল—নিঃসন্তান, ৩ শ্যামলাল, ৪ নারায়ণচন্দ্র,

৫ অর্জ্জুনলাল, ৬ হরিদাস, ৭ তুলসীদাস। প্রিয়লাল দন্ত চিকিৎসক ছিলেন, "পি, হালদার" নামে দন্ত বাঁধাইবার এক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করেন। তাঁহার কোন সন্তানাদি নাই। নারায়ণ চন্দ্র একজন সুবক্তা, বসাক সমিতির যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। তুলসীদাসও দন্ত চিকিৎসক। অমৃতলালের পুত্র ঋষিকেশ প্যাকিং বাক্সের ব্যবসায় করিতেন।

কালিচরণ হালদার।—গোপীমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার চার পুত্র—১ রামচাঁদ, ২ তারাচাঁদ, ৩ শিবচন্দ্র—নিঃ, ৪ বামাচরণ—নিঃ। তারাচাঁদের দুই পুত্র উমাচরণ ও রসিকলাল। উমাচরণের দুই পুত্র—শ্যামলাল ও ব্রজলাল। ব্রজলালের পুত্র—মণিলাল।

শ্যামলাল হালদার।—উমাচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৮৪০ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মজঃফরপুরে মুন্সেফ হন। কার্য্যে যশোপার্জ্জন করিয়া "রায়বাহাদুর" উপাধি লাভ করেন। অকালে ৪৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১৮৮৩ অব্দে কর্ম্মস্থলে দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার দুই পুত্র, রতনলাল ও মাণিকলাল।

রতনলাল হালদার।—শ্যামলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১২৭৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। জেলিয়াটোলায় বসবাস করিতেন। মৌদ্গাল্য গোত্রজ রাজেন্দ্র নাথ শেঠের প্রথমা কন্যা রাধারাণীকে বিবাহ করেন। রাধারাণী ৫৩ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১৩৩৩ সালে পরলোক গমন করেন। রতনলাল জীবনকালে কখনও পীড়িত হন নাই। স্বাবলম্বী ছিলেন। সরল স্বভাব, ধীর প্রকৃতি এবং দয়াবান ছিলেন। ৮৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১৩৫৬ সালে স্বর্গলাভ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে পুত্রগণ দ্বাদশাশুদ্ধি হন। তাঁহার ছয় পুত্র—১ রূপসনাতন, ২ জীবনতারা, ৩ নিত্যানন্দ, ৪ শ্রীকণ্ঠ—নিঃ, ৫ শৈলজকুমার, ৬ রেবতীকুমার—নিঃ। জীবনতারা এম, এস, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া "ইণ্ডাষ্ট্রি" নামক সমাচার পত্রের এডিটর (সম্পাদক) হন। তাহা ত্যাগ করিয়া

"সায়ান্টিফিক ইণ্ডিয়ান" নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। এতদ্ভিন্ন কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। নিত্যানন্দ "ইম্পিরিয়ল পেণ্ট ওয়ার্কস" নামে রং, তিসির তৈল প্রভৃতির ব্যবসা-বাণিজ্য করেন।

রসিকলাল হালদার।—তারাচাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার পুত্র বৃন্দাবন চন্দ্র। ইঁহার পাঁচ পুত্র—১ জহরলাল—নিঃ, ২ হীরালাল—অঃ, ৩ পান্নালাল, ৪ চুনীলাল, ৫ মণিলাল। হীরালাল এম, এস, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া "ইণ্ডাষ্ট্রি" সমাচার পত্রের সহকারী এডিটর রূপে যোগদান করেন। এক্ষণে এডিটর পদে উন্নীত হইয়াছেন। তিনি "ওয়ার্ক এণ্ড ওয়েণ্ড" পত্রিকার সম্পাদক। ইণ্ডাষ্ট্রী বুক এণ্ড ডাইরেক্টরী ১৬ বৎসর যাবৎ অতি কৃতিত্বের সহিত সম্পাদন করেন। নানাবিধ শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। কিছুকাল "ইণ্ডিয়ান রেক্টরের" সম্পাদনা করিয়াছিলেন। পান্নালাল বি, এস, সি পাশ করিয়া তাঁহার আত্মীয় নিবারণ চন্দ্র শেঠের সহিত অংশী হইয়া ইংরাজ পল্লীতে সাইকেল, পেট্রোল প্রভৃতি যাবতীয় দ্রব্যের ব্যবসা-বাণিজ্য করেন।

কলত্রিষী পর্ব্ব সমাপ্ত
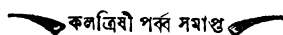
শুদ্ধি পত্র।

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০৩	৩	তাঁহারঃ	তাঁহার
১০৩	৬	কালাগ্রাসে	কালগ্রাসে
১৪৭	২	১৯৩৬	১৯৩৩
১৫২	২	প্লাম্বরী ও কণ্ট্রাকটরী।	যথাক্রমে কণ্ট্রকটরী ওপ্লাম্বরী
১৬০	১৫	ব্রাহ্ম	কায়স্থ ও ব্রাহ্ম

পরিশিষ্ট।

A গোপীনাথের পূজারীর বংশ পরিচয়। (পৃঃ ৫৩)

শেঠেদের কুলগুরু খড়দহ নিবাসী গোস্বামী মহাপ্রভুর দৌহিত্র সন্তান গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, গোপীনাথ জীউর সহিত কলিকাতায় আসিয়া পূজারীর কার্য্য করেন। তিনি মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত পাথরাগ্রামে বিবাহ করিয়া তথায় বসবাস করিতেন। তিনি দেহ রাখিলে তাঁহার পুত্র বিলাসমোহন গোপীনাথ জীউর পূজারী ছিলেন। পূর্ব্বে তিনি বিষ্ণুপুরের রাজা চৈতন্য সিংহের বিগ্রহ শ্যামচাঁদের পূজা করিতেন। বিলাসমোহনের অবর্ত্তমানে তাঁহার চতুর্থ পুত্র প্যারীমোহন গোপীনাথ জীউর পূজারী ছিলেন। ইঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার অগ্রজ মথুরমোহনের পৌত্র দীননাথ, ব্রজমোহনের পুত্র গোপীনাথ জীউর পূজা করিতেন। তৎপরে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রজনী-কান্ত গোপীনাথ জীউর পূজারী ছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র না থাকায় গোপীনাথ জীউর সেবা তাঁহাদের বংশ হইতে লুপ্ত হয়।

B অভিনন্দন পত্র (পৃঃ ৬৬)

কলিকাতা শেঠ-বসাকাদি সমিতি।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ শেঠ। ২, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৫।

মহাশয়, আপনার তীর্থভ্রমণ স্পৃহা সুবিদিত। আপনি ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থসমূহ দর্শন করিয়া বৃদ্ধ বয়সেও অদম্য মনোবল ও সতেজ অধ্যবসায় সহকারে দুর্গম তীর্থ কৈলাস-মানসসরোবর পরিক্রমা করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে এই সমিতি অভিনন্দন করিতেছে।

আপনি আমাদের সমাজের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে এই দুষ্কর কার্য্য সম্পন্ন করিয়া স্বজাতির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইতি— ভবদীয়—

৩, স্যার হরিরাম গোয়েঙ্কা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা, ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসাক
সম্পাদক।

বস্থক রচয়িতা

স্বর্গীয় মদন মোহন হালদার

জন্ম : ১৮৫১] [মৃত্যু : ১৯১১

(পৃঃ ১৮৮)

আশ্চর্য্য স্বাস্থ্যবান

স্বর্গীয়

রতনলাল হালদার

জন্ম : ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১২৭৩

মৃত্যু : ৯ই আশ্বিন ১৩৫৬

(পৃঃ ১৯০)
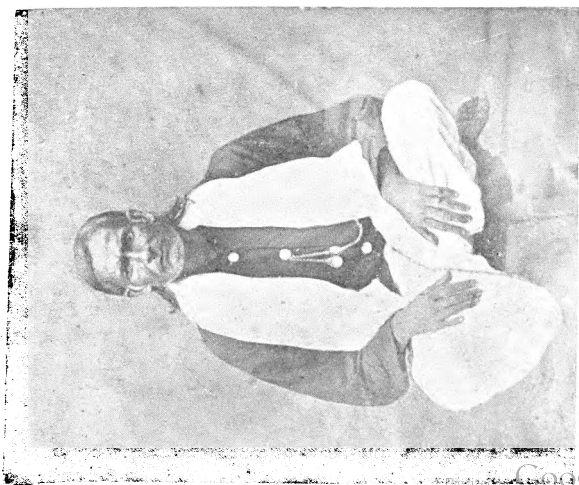
প্রশংসাবলী।

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরী কলিকাতা প্রতিষ্ঠায় তন্তু-বণিক জাতিভুক্ত যে শেঠ-বসাক সম্প্রদায় অগ্রণী হইয়াছিলেন এবং বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের গৌরবময় ইতিহাস আজ লুপ্ত-প্রায়। প্রাচীনকালে তাঁহারা কিরূপে সপ্তগ্রাম হইতে আসিয়া এই বিশাল সহর পত্তনে সহায়তা করিলেন ও বৈদেশিক বণিকবৃন্দের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়া সমৃদ্ধিশালী হইলেন সেই সকল মনোরম কাহিনী বহু পুরাতন গ্রন্থাদি হইতে সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করিয়া শ্রীনগেন্দ্রনাথ শেঠ মহাশয় স্বজাতির প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহার অধ্যবসায় প্রশংসনীয় ও তিনি সমাজের ধন্যবাদার্হ। পূর্ব্ব পুরুষদিগের এই সকল কীর্ত্তিকলাপ ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকে নব নব উদ্যমে প্রেরণা দিতে থাকুক ইহাই প্রার্থনীয়।

২২।১।১ জেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬, ৩০শে জানুয়ারী ১৯৫০ } শ্রীজীবনতারা হালদার, এম-এস-সি

ইতিহাসই জাতির মেরুদণ্ড এবং ইহা সামগ্রিক সভ্যতার পরিপূরক। যে জাতির ইতিহাস নাই সে জাতির অস্তিত্বও নাই। অধুনা মৃতপ্রায় তন্তু-বণিক জাতির তেমন কোন ইতিহাস নাই। * * * স্বজাতি কুলতিলক স্বনামধন্য পরিব্রাজক ভূয়োদর্শী প্রবীন বাগ্মী শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ শেঠ মহাশয় প্রভূত আয়াস ও বিপুল উদ্যম সহকারে স্বজাতির নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধারকল্পে বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন।

* * * জাতির কল্যাণকল্পে তাঁহার এই অভূতপূর্ব্ব অমূল্য অবদান আগামীযুগের তরুণদিগকে শিক্ষায় পরিমার্জ্জিত করিয়া হৃতযশা জাতিকে পুনরায় আত্মপ্রতিষ্ঠ করিতে উদ্বুদ্ধ করিবে।

১৬৮।১ডি রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬, ৩১শে মার্চ্চ ১৯৫০ } শ্রীগোকুলকৃষ্ণ মল্লিক, বি-এ

C. মানপত্র। (পৃঃ ৬৭)

To

Professor Nagendranath Seth, F. R. H. S.

Honoured Sir,

In grateful recollection of your services rendered with a zeal and perseverance rare in the annals of social work in this country, to the cause of the Tantubai Community in general and of the Tantubai Samity established in the year 1312 B. S. on the auspicious day of Sripanchumi at 6 Churruckdanga Street of which you were the founder and the Honorary Secretary in particular, we the members of that Samity have assembled here to-day to give an expression howsoever inadequate, to the feeling of silent thankfullness which exists for you in the heart of every one of us, no matter who or where he happens to be. Full eight years have elapsed since you laid down the reins of office of the Honorary Secretary of the Tantubai Samity and lest it be supposed that the words that follow are merely a formal belated appreciation of what you did for it during your incumbency, we shall add that they are meant to emphasise the fact that even this efflux of time has brought into view no more devoted servant, no more sincere friend, no truer guide of the Tantubai Community than he who piloted the affairs of the Samity during the memorable period 1906 to 1913.

Yours has been a life closed-packed with events of far-reaching importance and fruitful of good in whatever direction your energies have flowed; and yet we venture to observe that your MAGNUM OPUS must be sought in your discharge of your duties as the helmsman of this Samity, though all of us hope and pray that what you have already achieved in social, commercial and educational services to the men of your country and your community may be only the first chapter in a long record of such achievements.

As we look back across the period that separates you as its Honorary Secretary from the Samity, there rises to our view an alert active figure grappling with the social problem, in all its varied aspects, as confronting our community; now undertaking a comprehensive census of its units with a view to ascertaining the real extent of its strength and weakness, its affluence and poverty, now concerting measures to alleniate the distress of the helpless widows and to provide for the maintenance and education of the needy boys at one moment, organizing meetings and deputations to push on the cause of communal inter-marriage and fighting tooth and nail to eradicate the pernicious system of marriage-dowery, at another busy with the compilation and publication of the complete geneological tables of the twenty-three dfferent gotras of the Sett, Bysack, Dutt, Mullick & Halder Tantubais of Calcutta but all the while acting as a centripetal

force striving for communal solidarity, yet free from the least taint of sectarian bias. The task of appraising the true worth of your services must be left to some future chronicler of our community. We content ourselves with the brief suggestion that you achieved much and prepared the ground for much more.

A born leader with whom love of justice is a consuming passion and duty the highest law who combines the fervor of the idealist with the capacity of the organizer; whose words are acts and whose promise the beginning of achievement; a man of sterling character and of a humane and sympathetic disposition, whose love for humanity is only equalled by his popularity, you are indeed a pride and ornament to the TANTUBAI COMMUNITY.

May you be long spared to us.

We remain
Your grateful admirers.
The Members of the Tantubai Samity.

Calcutta,
The 31st December 1921.

Lal Behary Bysack
President.

ভ্রম সংশোধন—পৃঃ ১৭৮, লাঃ ৯, ৩ হারাধন স্থলে ৩ রাধাবল্লভ হইবে।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দত্ত
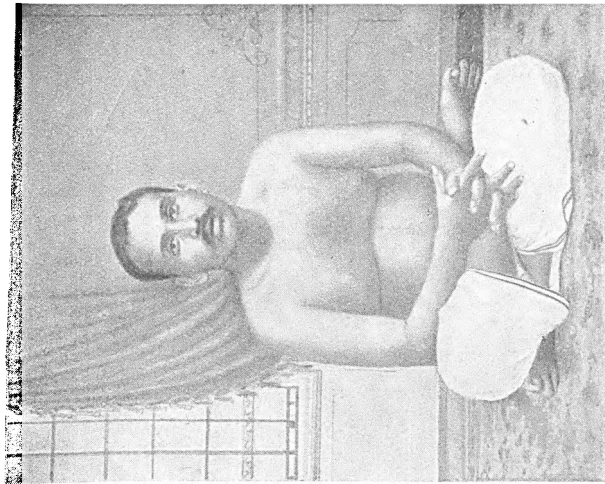
স্বর্গীয় মানিকলাল দত্ত

জন্ম : ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৩

মৃত্যু : ১৯শে জানুয়ারী ১৯২১

(পৃঃ ১০৪)

শ্রীপ্রভাস চন্দ্র দত্ত

মন্তব্য।

জোড়াবাগান কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকের মনোভাব।

(৫ নং পল্লী)

প্রাচীন কলিকাতার ইতিহাসই শেঠ-বসাকদিগের ইতিহাস, অধুনা লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। কলিকাতার অধিবাসীদের সম্মুখে সেই ইতিহাস উপস্থাপিত করার জন্য শ্রদ্ধেয় শ্রীনগেন্দ্রনাথ শেঠ মহাশয়ের প্রচেষ্টা ধন্যবাদার্হ। ইহা কেবলমাত্র শেঠ-বসাকদিগের জন্য নহে, কলিকাতার প্রাচীন ইতিহাসকে বিশেষ সহায়তা করিবে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহার শুভ প্রচেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হউক। জয় হিন্দ !

১৪।৩ শোভারাম বসাক ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৭, ২৮।৩।১৯৫০

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বসাক

অবসর প্রাপ্ত যশল্মীর ষ্টেটের ইঞ্জিনিয়ার লিখিতেছেন—

মাননীয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ শেঠ মহাশয় আজীবন পরিশ্রম করিয়া তন্তুবণিক জাতির ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছেন এবং তাহা পুস্তক আকারে প্রকাশ করিয়া স্বজাতির সকলকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি যে বিরাট কর্ত্তব্য সম্পাদনে ব্রতী হইয়াছেন তাহা ভবিষ্যৎ গবেষকদিগের প্রভূত উপকারে আসিবে। তাঁহার এই ইতিহাস আমাদের ভবিষ্যৎ বংশীয়দিগের আলোকবর্ত্তিকা হউক, ইহাই কামনা করি।

৯, শিবু বিশ্বাস লেন, কলিকাতা—৬,
১রা এপ্রিল, ১৯৫০।

এন, সি, দত্ত